

# श्रीमद् भागवद्गीता, सटीक (बँगला)

“শ্রীহরিঃ”

## সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
১. বিনীত নিবেদন:	iii
২. গীতার মহিমা :	vi
৩. গীতার প্রধান বিষয় :	ix
৪. গীতার ধ্যান :	xii
৫. সূচীপত্র :	xvii
৬. গীতার প্রধান প্রধান বিষয়ের অনুক্রমণিকা :	xix
৭. প্রথম অধ্যায় : অর্জুনবিষাদযোগ	১
৮. দ্বিতীয় অধ্যায় : সাংখ্যযোগ	১৫
৯. তৃতীয় অধ্যায় : কর্মযোগ	৪০
১০. চতুর্থ অধ্যায় : জ্ঞানকর্মসন্ন্যাসযোগ	৫৫
১১. পঞ্চম অধ্যায় : কর্মসন্ন্যাসযোগ	৭০
১২. ষষ্ঠ অধ্যায় : আত্মসংযমযোগ	৮০
১৩. সপ্তম অধ্যায় : জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ	৯৬

১৪. অষ্টম অধ্যায় :	অক্ষরব্রহ্মযোগ	১০৭
১৫. নবম অধ্যায় :	রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগ	১১৮
১৬. দশম অধ্যায় :	বিভূতিযোগ	১৩১
১৭. একাদশ অধ্যায় :	বিশ্বরূপদর্শনযোগ	১৪৫
১৮. দ্বাদশ অধ্যায় :	ভক্তিযোগ	১৬৮
১৯. ত্রয়োদশ অধ্যায় :	ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ	১৭৬
২০. চতুর্দশ অধ্যায় :	গুণত্রয়বিভাগযোগ	১৯১
২১. পঞ্চদশ অধ্যায় :	পুরুষোত্তমযোগ	২০১
২২. ষোড়শ অধ্যায় :	দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগ	২১২
২৩. সপ্তদশ অধ্যায় :	শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ	২২২
২৪. অষ্টাদশ অধ্যায় :	মোক্ষসন্ন্যাসযোগ	২৩৩
২৫. গীতা মাহাত্ম্য :		২৬৫
২৬. তাগ দ্বারা ভগবৎ প্রাপ্তি :		২৬৭
২৭. গীতা সম্বন্ধীয় কয়েকটি বিশেষ পুস্তকের পরিচয় :		২৮৫
২৮. পুস্তক-সূচী :		২৯০



## গীতার প্রধান প্রধান বিষয়ের অনুক্রমণিকা

### অর্জুনবিষাদযোগ-নামক প্রথম অধ্যায়

শ্লোক	বিষয়
১-১১	উভয়পক্ষের সৈন্যদের প্রধান প্রধান সেনাপতিদের গণনা এবং তাঁদের সামর্থ্য নিয়ে আলোচনা।
১২-১৯	উভয়পক্ষের সৈন্যদলের শঙ্খ-ধ্বনির বর্ণনা।
২০-২৭	অর্জুনের সৈন্যদল নিরীক্ষণ করবার প্রসঙ্গ।
২৮-৪৭	মোহে পরিব্যাপ্ত অর্জুনের কাপুরুষতা, স্নেহ ও শোকাবিষ্ট কথা।

### সাংখ্যযোগ-নামক দ্বিতীয় অধ্যায়

১-১০	অর্জুনের কাপুরুষতার প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথন।
১১-৩০	সাংখ্যযোগের বর্ণনা।
৩১-৩৮	ক্ষাত্রধর্ম অনুযায়ী যুদ্ধ করবার প্রয়োজনীয়তার নিরূপণ।



৩৯-৫৩ কর্মযোগের বর্ণনা।

৫৪-৭২ হিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ এবং তাঁর মহিমা

কর্মযোগ-নামক তৃতীয় অধ্যায়

১-৮ জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগ অনুসারে অনাসক্তভাবে কর্তব্য-কর্মের শ্রেষ্ঠত্বের নিরূপণ।

৯-১৬ যজ্ঞাদি কর্মের প্রয়োজনীয়তার নিরূপণ।

১৭-২৪ জ্ঞানীব্যক্তি এবং ভগবানেরও লোক-সংগ্রহার্থ কর্ম করার প্রয়োজনীয়তা।

২৫-৩৫ অজ্ঞানী এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের লক্ষণ ও রাগ-দ্বेषরহিত হয়ে কর্ম করবার প্রেরণা।

৩৬-৪৩ কাম-নিরোধের প্রসঙ্গ।

জ্ঞানকর্মসন্ন্যাসযোগ-নামক চতুর্থ অধ্যায়

১-১৮ সগুণ ভগবানের প্রভাব এবং কর্মযোগের বর্ণনা।

১৯-২৩ যোগী মহাত্মা পুরুষগণের আচরণ এবং তাঁদের মহিমা।

২৪-৩২ ফলসহ পৃথক পৃথক যজ্ঞের বর্ণনা।

৩৩-৪২ জ্ঞানের মহিমা।

কর্মসন্ন্যাসযোগ-নামক পঞ্চম অধ্যায়

১-৬ সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগের নির্ণয়।

৭-১২ সাংখ্যযোগী এবং কর্মযোগীর লক্ষণ এবং তাঁদের মহিমা।

১৩-২৬ জ্ঞানযোগের বিষয়।

২৭-২৯ ভক্তিসহ ধ্যানযোগের বর্ণনা।

আত্মসংযমযোগ-নামক ষষ্ঠ অধ্যায়

১-৪ কর্মযোগের বিষয় এবং যোগাক্রান্ত পুরুষের লক্ষণ।

৫-১০ আত্ম-উদ্ধারের প্রেরণা এবং ভগবদ্প্রাপ্ত পুরুষের লক্ষণ।

১১-৩২ বিস্তারিতভাবে ধ্যানযোগের বর্ণনা।

৩৩-৩৬ মন-নিগ্রহের বর্ণনা।

৩৭-৪৭ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির গতির বর্ণনা এবং ধ্যান-যোগীর মহিমা।

জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ-নামক সপ্তম অধ্যায়

১-৭ বিজ্ঞান-সহ জ্ঞানের বর্ণনা।

- ৮-১২ সমস্ত পদার্থে কারণরূপে ভগবানের  
ব্যাপ্তি স্বরূপের বর্ণনা।
- ১৩-১৯ আসুরী স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিন্দা  
এবং ভগবদ্-ভক্তদের প্রশংসা।
- ২০-২৩ অন্যান্য দেবতাদের উপাসনার বর্ণনা।
- ২৪-৩০ ভগবানের প্রভাব এবং স্বরূপকে যারা  
জানে না তাদের নিন্দা এবং যারা  
জানেন তাঁদের প্রশংসা।

### অন্ধরব্রহ্মযোগ-নামক অষ্টম অধ্যায়

- ১-৭ ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম এবং কর্মাদির বিষয়ে  
অর্জুনের সাতটি প্রশ্ন এবং সেইগুলির উত্তর।
- ৮-১২ ভক্তিয়োগের বিষয়।
- ১৩-২৮ শুদ্ধমার্গ এবং কৃষ্ণমার্গের বর্ণনা।

### রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগ-নামক নবম অধ্যায়

- ১-৬ প্রভাবসহ জ্ঞানের বর্ণনা।
- ৭-১০ জগতের উৎপত্তির বর্ণনা।
- ১১-১৫ ভগবানের নিন্দাকারী আসুরী-প্রকৃতি  
ব্যক্তিদের নিন্দা এবং দৈবী-প্রকৃতি-সম্পন্ন



ব্যক্তিগণের ভগবদ্ভজনের প্রকার।

১৬-১৯ সর্বাঙ্গরূপে প্রভাবসহ ভগবানের স্বরূপ বর্ণনা।

২০-২৫ সকাম ও নিষ্কাম উপাসনার ফল।

২৬-৩৪ নিষ্কাম ভগবদ্ভক্তির মহিমা।

বিভূতিযোগ-নামক দশম অধ্যায়

১-৭ ভগবানের বিভূতি এবং যোগশক্তির বর্ণনা এবং তা জানার ফল।

৮-১১ ফল ও প্রভাবসহ ভক্তিযোগের বর্ণনা।

১২-১৮ অর্জুন কর্তৃক ভগবানের স্তুতি এবং বিভূতি ও যোগশক্তি বলবার জন্য প্রার্থনা।

১৯-৪২ ভগবান কর্তৃক তাঁর বিভূতি এবং যোগশক্তির বর্ণনা।

বিশ্বরূপদর্শনযোগ-নামক একাদশ অধ্যায়

১-৪ বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য অর্জুনের প্রার্থনা।

৫-৮ ভগবানের বিশ্বরূপ-বর্ণনা।

৯-১৪ সঞ্জয় কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রকে বিশ্বরূপ বর্ণনা।

১৫-৩১ অর্জুনের দ্বারা ভগবানের বিশ্বরূপ-দর্শন এবং তাঁর স্তুতি।

- ৩২-৩৪ ভগবান কর্তৃক তাঁর প্রভাবের বর্ণনা  
এবং যুদ্ধের জন্য অর্জুনকে উৎসাহিত  
করা।
- ৩৫-৪৬ ভীত-সন্ত্রস্ত অর্জুন কর্তৃক ভগবানের স্তুতি  
এবং চতুর্ভূজরূপ দর্শন দানের জন্য প্রার্থনা।
- ৪৭-৫০ ভগবান কর্তৃক তাঁর বিশ্বরূপ দর্শন  
করবার মহিমা বর্ণনা এবং চতুর্ভূজ ও  
সৌমরূপ প্রদর্শন।
- ৫১-৫৫ অনন্য ভক্তি ব্যতীত চতুর্ভূজরূপ দর্শনের  
দুর্লভতা জানানো এবং ফলসহ অনন্য  
ভক্তির বর্ণনা।

### ভক্তিয়োগ-নামক দ্বাদশ অধ্যায়

- ১-১২ সাকার ও নিরাকার উপাসকদের  
উত্তমতা নির্ণয় এবং ভগবদ্-প্রাপ্তির  
উপায়ের প্রসঙ্গ।
- ১৩-২০ ভগবদ্-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের লক্ষণ।

### ক্ষেত্রক্ষেত্রজবিভাগযোগ-নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়

- ১-১৮ জ্ঞানসহ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজের বিষয়।



১৯-৩৪ জ্ঞানসহ প্রকৃতি-পুরুষের বিষয়।

গুণত্রয়বিভাগযোগ-নামক চতুর্দশ অধ্যায়

১-৪ জ্ঞানের মহিমা এবং প্রকৃতি ও পুরুষের  
সংযোগে জগতের উৎপত্তির বর্ণনা।

৫-১৮ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—তিনটি গুণের বর্ণনা।

১৯-২৭ ভগবদ্-প্রাপ্তির উপায় এবং গুণাতীত  
পুরুষের লক্ষণ।

পুরুষোত্তমযোগ-নামক পঞ্চদশ অধ্যায়

১-৬ সংসার-বৃক্ষের কথন এবং ভগবদ্-  
প্রাপ্তির উপায়।

৭-১১ জীবাত্মার বর্ণনা।

১২-১৫ প্রভাবসহ পরমেশ্বরের স্বরূপ বর্ণনা।

১৬-২০ ক্ষর, অক্ষর, পুরুষোত্তমের বর্ণনা।

দৈবাসুরসম্পদবিভাগযোগ-নামক ষোড়শ অধ্যায়

১-৫ ফলসহ দৈবী এবং আসুরী সম্পদের  
বর্ণনা।

৬-২০ আসুরী সম্পদসম্পন্ন ব্যক্তিদের লক্ষণ  
এবং তাদের অধোগতির বর্ণনা।

২১-২৪ শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণ পরিত্যাগ এবং  
শাস্ত্রানুকূল আচরণ করবার প্রেরণা।

শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ-নামক সপ্তদশ অধ্যায়

১-৬ শ্রদ্ধা এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ ঘোরতপস্যা-  
কারীদের বর্ণনা।

৭-২২ আহার, যজ্ঞ, তপ এবং দানের পৃথক  
পৃথক বিভাগ।

২৩-২৮ ওঁ তৎ সৎ প্রয়োগের ব্যাখ্যা।

মোক্ষসন্ন্যাসযোগ-নামক অষ্টাদশ অধ্যায়

১-১২ ত্যাগের বর্ণনা।

১৩-১৮ কর্ম সম্পাদনে সাংখ্য সিদ্ধান্তের বর্ণনা।

১৯-৪০ তিনটি গুণ অনুসারে জ্ঞান, কর্ম, কর্তা,  
বুদ্ধি, ধৃতি এবং সুখের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ।

৪১-৪৮ ফলসহ বর্ণধর্মের বর্ণনা।

৪৯-৫৫ জ্ঞাননিষ্ঠার বর্ণনা।

৫৬-৬৬ ভক্তিসহ কর্মযোগের বর্ণনা।

৬৭-৭৮ গীতামাহাত্ম্য।



ওঁ

॥ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

## শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

প্রথম অধ্যায়

অর্জুনবিষাদযোগ

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।

মামকাঃ পাণ্ডবান্ধৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—হে সঞ্জয় ! ধর্মভূমি কুরুক্ষেত্রে  
যুদ্ধাভিলাষী আমার এবং পাণ্ডুর পুত্রগণ একত্রিত হয়ে  
কী করল ? ১

সঞ্জয় উবাচ

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যুঢং দুর্যোধনস্তদা।

আচার্যমুপসংগম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥

সঞ্জয় বললেন—সেই সময়ে রাজা দুর্যোধন  
ব্যূহকারে সজ্জিত পাণ্ডব-সেনাদের দেখে,



দ্রোণাচার্যের কাছে গিয়ে এই কথা বললেন। ২

পশ্যেতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য মহতীং চমূম্।  
ব্যাভাং দ্রুপদপুত্রেন তব শিষ্যেন ধীমতা॥

হে আচার্য ! আপনার বুদ্ধিমান শিষ্য দ্রুপদপুত্র  
ধৃষ্টদ্যুম্নের দ্বারা ব্যাহাকারে রচিত পাণ্ডুপুত্রদের এই  
বিশাল সৈন্য সমাবেশ অবলোকন করুন। ৩

অত্র শূরা মহেশ্বাসা ভীমার্জুনসমা যুধি।  
যুযধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ॥  
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্যবান্।  
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ॥  
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্যবান্।  
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথাঃ॥

এই সেনার মধ্যে মহাধনুর্ধর এবং যুদ্ধে পারঙ্গম ভীম  
ও অর্জুনের সমকক্ষ পরাক্রমশালী যোদ্ধারা রয়েছেন,  
যেমন—সাত্যকি, বিরাট, মহারথী রাজা দ্রুপদ,  
ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীর কাশীরাজ, পুরুজিৎ,  
কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বলশালী যুধামন্যু, বীর্যবান  
উত্তমৌজা, সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর

পঞ্চপুত্র—এঁরা সকলেই মহারথী। ৪-৬

অস্মাকং তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।  
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে॥

হে ব্রাহ্মণকুলশ্রেষ্ঠ ! আমাদের পক্ষেও যে সকল  
সেনাপ্রধান আছেন, আপনি তাঁদের জেনে নিন।  
আপনার অবগতির জন্য আমাদের সৈন্যদের মধ্যে যে  
সকল সেনাপতি আছেন, তাঁদের নাম আমি বলছি। ৭  
ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।  
অশ্বখামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তিস্তথৈব চ॥

আপনি (দ্রোণাচার্য), পিতামহ ভীষ্ম, কর্ণ, যুদ্ধজয়ী  
কৃপাচার্য এবং সেইরূপ অশ্বখামা, বিকর্ণ এবং  
সৌমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা। ৮

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।  
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ॥

এ ছাড়াও আমার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত এবং  
নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্রধারী সুসজ্জিত অনেক যোদ্ধা  
আছেন। তাঁরা সকলেই যুদ্ধ বিশারদ। ৯

অপর্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।



পর্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্॥

পিতামহ ভীষ্মের দ্বারা রক্ষিত আমাদের সেনা  
সর্বপ্রকারে অজেয় এবং ভীষ্মের দ্বারা রক্ষিত ওঁদের  
সেনাদের জয় করা সহজ। ১০

অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।  
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তুঃ সর্ব এব হি॥

তাই সমস্ত বিভাগে নিজ নিজ ব্যুহস্থানে অবস্থিত  
হয়ে আপনারা সকলে সুনিশ্চিতভাবে পিতামহ ভীষ্মকে  
সর্বদিক হতে রক্ষা করুন। ১১

তস্য সঞ্জয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।  
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধৌ প্রতাপবান্॥

কুরুকুলের প্রতাপশালী প্রবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম তখন  
দুর্যোধনের হৃদয়ে হর্ষ উৎপন্ন করে উচ্চরবে সিংহনাদ  
করে শঙ্খধ্বনি করলেন। ১২

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভৈর্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।  
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দন্তুমুলোহভবৎ॥

তারপর শঙ্খ, নাকাড়া, ঢোল, মৃদঙ্গ, রণশিঙ্গা  
ইত্যাদি বাদ্য একসঙ্গে বেজে উঠল। সেই শব্দ খুবই

ভয়ংকর হয়ে উঠল। ১৩

ততঃ শ্বেতৈর্যৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।  
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদদ্যুতঃ॥

তারপরশ্বেত-অশ্বসমন্বিত উত্তম রথে উপবিষ্ট  
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনও দিব্য শঙ্খ বাদন  
করলেন। ১৪

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।  
পৌণ্ড্রং দদ্যৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ, অর্জুন  
দেবদত্ত নামক শঙ্খ এবং ঘোরকর্মা ভীম পৌণ্ড্র নামক  
মহাশঙ্খ বাজালেন। ১৫

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।  
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ॥

কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় নামক শঙ্খ এবং  
নকুল সুঘোষ নামক শঙ্খ ও সহদেব মণিপুষ্পক নামক  
শঙ্খ বাজালেন। ১৬

কাশ্যশ্চ পরমেস্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।  
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ॥

দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে।

সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্॥

হে রাজন্ ! মহাধনুর্ধর কাশীরাজ, মহারথী শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, রাজা বিরাট, অজেয় সাত্যকি, রাজা দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং মহাবীর অভিমন্যু—এঁরা সকলেই পৃথক পৃথক ভাবে নিজ নিজ শঙ্খবাদন করলেন। ১৭-১৮

স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।

নভশ্চ পৃথিবীং চৈব তুমুলো ব্যনুনাদয়ন্॥

সেই তুমুল শব্দ আকাশ ও পৃথিবীকে কম্পায়মান করে ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধনাদির হৃদয় বিদীর্ণ করল। ১৯

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।

প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ॥

হৃষীকেশঃ তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে।

অর্জুন উবাচ

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেহচ্যুত॥

হে রাজন্, এরপর অস্ত্র নিক্ষেপের সময় উপস্থিত হলে কপিধ্বজ রথাক্রুড় অর্জুন যুদ্ধোদ্যত ধৃতরাষ্ট্র-



পরিজনদের দেখে ধনুক উত্তোলন করে হৃষীকেশ  
শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বললেন—হে অচ্যুত ! আমার  
রথটিকে উভয় সেনার মধ্যে স্থাপন করুন। ২০-২১

যাবদেতান্নিরীক্ষেহহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।  
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে॥

যতক্ষণ না যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত এই যুদ্ধাভিলাষী  
বিপক্ষীয় যোদ্ধাদের ভালো করে দেখি যে, এই মহারণে  
আমাকে কাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে, ততক্ষণ  
রথটিকে ঐভাবে রাখুন। ২২

যোৎসামানানবেক্ষেহহং য এতেহত্র সমাগতাঃ।  
ধার্তরাষ্ট্রস্য দুৰ্বুদ্ধৈর্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ॥

দুৰ্বুদ্ধি দুৰ্যোধনের হিতাকাঙ্ক্ষী যে সকল রাজন্যবর্গ  
যুদ্ধার্থে এখানে সমবেত হয়েছেন, সেই সকল  
যুদ্ধার্থীদের আমি দেখতে চাই। ২৩

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।  
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্॥  
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।

উবাচ পার্থ পশ্যতান্ সমবেতান্ কুরুনিতি ॥

সঞ্জয় বললেন—হে ধৃতরাষ্ট্র ! অর্জুন এইরূপ বলায় শ্রীকৃষ্ণ দুই পক্ষের সেনার মধ্যে ভীষ্ম, দ্রোণ এবং অন্যান্য রাজন্যবর্গের সামনে উত্তম রথটি স্থাপন করে বললেন, হে পার্থ ! যুদ্ধে সমবেত এই কৌরবদের দেখ। ২৪-২৫

তত্রাপশ্যৎ দ্বিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্।  
আচার্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৃন পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা ॥  
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি।

তখন পৃথাপুত্র অর্জুন উভয় সেনাবাহিনীতে অবস্থানকারী পিতৃব্যগণ, পিতামহগণ, আচার্যগণ, মাতুলগণ, ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ, পৌত্রগণ, মিত্রগণ, শ্বশুরগণ এবং সুহৃদগণকে দেখলেন। ২৬ এবং ২৭ শ্লোকের পূর্বার্ধ।

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্বান্ বন্ধুনবদ্বিতান্ ॥  
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ।

উপস্থিত সেই সমস্ত বন্ধুবান্ধবদের দেখে কুন্তীপুত্র অর্জুন খুবই করুণার্দ্র হয়ে বিষণ্ণ চিত্তে এই কথা



বললেন। ২৭ শ্লোকের শেষার্ধ এবং ২৮-এর পূর্বার্ধ।

অর্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেমং স্বজনং কৃষ্ণ যুযুৎসুং সমুপস্থিতম্॥  
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখং চ পরিশুষ্যতি।  
বেপথুষ্ট শরীরে মে রোমহর্ষষ্ট জায়তে॥

অর্জুন বললেন—হে কৃষ্ণ ! যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত এই যুদ্ধাভিলাষী স্বজনদের দেখে আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি শিথিল হচ্ছে, মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে, শরীরে কম্পন ও রোমাঞ্চ হচ্ছে। ২৮ শ্লোকের শেষার্ধ এবং ২৯ এর পূর্বার্ধ।

গাণ্ডীবং শ্রংসতে হস্তাং ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে।  
ন চ শক্নোম্যবহ্রাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ॥

গাণ্ডীব ধনুক হাত থেকে পড়ে যাচ্ছে, ত্বকে খুবই জ্বালাবোধ হচ্ছে, মন যেন ঘুরছে, তাই আমার দাঁড়িয়ে থাকার সামর্থ্যও থাকছে না। ৩০

নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব।  
ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে॥

হে কেশব ! আমি অশুভ লক্ষণ সকল দেখছি এবং

যুদ্ধে স্বজনদের হত্যা করায় আমি কোনও মঙ্গল দেখছি না। ৩১

ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।  
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা ॥

হে কৃষ্ণ ! আমি জয় চাই না, রাজ্য ও সুখভোগও চাই না। হে গোবিন্দ ! আমাদের রাজ্যে কী প্রয়োজন আর সুখভোগে ও জীবনধারণেই বা কী প্রয়োজন ? ৩২  
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ।  
ত ইমেহবহ্নিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যজ্ঞা ধনানি চ ॥

আমরা যাঁদের জন্য রাজ্য, ভোগ, সুখাদি কামনা করি, তাঁরাই অর্থ এবং প্রাণের আশা ত্যাগ করে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত। ৩৩

আচার্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ।  
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা ॥

আচার্যগণ, পিতৃব্যগণ, পুত্রগণ, পিতামহগণ, মাতুলগণ, শ্বশুরগণ, পৌত্রগণ, শ্যালকগণ এবং অন্যান্য আত্মীয়গণও উপস্থিত রয়েছেন। ৩৪

এতান্ হন্তুমিচ্ছামি যতোহপি মধুসূদন।

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে ॥

হে মধুসূদন ! আমাকে বধ করতে উদ্যত হলেও  
অথবা ত্রিলোকের রাজত্বের জন্যও আমি এঁদের বধ  
করতে চাই না, পৃথিবীর রাজত্বের তো কথাই নেই। ৩৫  
নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রানঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনর্দন।  
পাপমেবাপ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ ॥

হে জনার্দন ! ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের বধ করে আমাদের  
কী সুখ হবে ? এইসকল আততায়ীদের বধ করলে তো  
আমাদের পাপই হবে। ৩৬

তস্মান্নার্বা বয়ং হস্তং ধার্তরাষ্ট্রান্ স্ববান্ধবান্।  
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥

অতএব হে মাধব ! দুর্যোধনাদি ও তাদের  
বান্ধবগণকে বধ করা আমাদের উচিত নয় ; কেননা  
নিজ কুটুম্বদের হত্যা করে আমরা কীরূপে সুখী  
হব ? ৩৭

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।  
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥  
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্তিতুম্।



কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যন্তির্জনান্দন ॥

যদিও লোভে ভ্রষ্টচিত্ত হয়ে এঁরা কুলনাশ হতে উৎপন্ন দোষ এবং মিত্রদের সঙ্গে বিরোধে কোনো পাপ দেখছেন না, কিন্তু হে জনান্দন ! কুলনাশজনিত দোষ জেনেও আমরা কেন এই পাপ হতে বিরত হব না ? ৩৮-৩৯

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ ।  
ধর্মে নষ্টে কুলং কৎসমধর্মোহভিভবত্যত ॥

কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধর্ম নষ্ট হয়, ধর্ম নষ্ট হলে সমস্ত কুলে পাপ ছড়িয়ে পড়ে। ৪০

অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণঃ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ ।  
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥

হে কৃষ্ণ ! পাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পেলে কুলস্ত্রীগণ দুষ্টা হয়। হে বার্ষেয় ! কুলস্ত্রীগণ দুষ্টা হলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়। ৪১

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘানাং কুলস্য চ ।  
পতন্তি পিতরো হ্যেযাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥

বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হলে তা কুলঘাতকদের এবং

কুলকে নরকগামী করে এবং শ্রাদ্ধ-তর্পণ হতে বঞ্চিত হওয়ায় পিতৃপুরুষগণও অধোগতি প্রাপ্ত হন। ৪২

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।

উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ॥

এই সকল বর্ণসঙ্করকারক দোষে কুলনাশকারীদের সনাতন কুলধর্ম ও জাতিধর্ম নষ্ট হয়ে যায়। ৪৩

উৎসন্নকুলধর্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন।

নরকেহনীয়তং লাসো ভবতীতানুশ্রম॥

হে জনার্দন ! আমরা শুনেছি যাদের কুলধর্ম নষ্ট হয়, তাদের অনিশ্চিত কাল পর্যন্ত নরকে বাস করতে হয়। ৪৪

অহো বত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।

যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ॥

হায় ! দুর্ভাগ্য ! আমরা বুদ্ধিমান হয়েও কী মহাপাপ করতে প্রবৃত্ত হয়েছি, রাজ্য ও সুখভোগের আশায় স্বজন বধ করতে উদ্যত হয়েছি ! ৪৫

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।

ধার্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্যে ক্ষেমতরং ভবেৎ॥



যদি আমাকে শস্ত্ররহিত ও প্রতিকারহীন অবস্থায়  
দেখে অস্ত্রসজ্জিত ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা বধও করে, তবে  
সেই মৃত্যুও আমার পক্ষে কল্যাণজনক হবে। ৪৬

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তার্জুনঃ সংখ্যে রথোপহু উপাশিৎ।  
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ॥

সঞ্জয় বললেন—রণভূমিতে শোকে উদ্বিগ্ন-চিত্ত  
অর্জুন এই কথা বলে ধনুর্বাণ ত্যাগ করে রথের মধ্যে  
উপবেশন করলেন। ৪৭

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং  
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে অর্জুনবিষাদযোগো  
নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥

ওঁ তৎ সৎ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদ্ তথা  
ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন সংবাদে  
'অর্জুনবিষাদযোগ' নামক প্রথম অধ্যায় সম্পূর্ণ হল।



ওঁ

॥ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাংখ্যযোগ

সঞ্জয় উবাচ

তং      তথা      কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেষ্ফণম্ ।  
বিষীদন্তমিদং      বাক্যমুবাচ      মধুসূদনঃ ॥

সঞ্জয় বললেন—ঐ প্রকার করুণার্দ্র এবং অশ্রুপূর্ণ  
আকুললোচন বিষণ্ণ অর্জুনকে তখন ভগবান এই কথা  
বললেন । ১

শ্রীভগবানুবাচ

কুতস্তা      কশ্মলমিদং      বিষমে      সমুপস্থিতম্ ।  
অনার্যজুষ্টমশ্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে অর্জুন ! এই অসময়ে  
তোমার এরূপ মোহ কোথা হতে এলো ? শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির  
এইরকম আচরণ করেন না এবং এই মোহ স্বর্গ বা  
কীর্তি কোনোটিই প্রদান করে না । ২

ক্লেব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ নৈতদ্ব্যুপপদ্যতে।  
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌৰ্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥

সূতরাং হে অর্জুন ! পৌরুষহীনতা প্রাপ্ত হয়ো না,  
তোমার এটা শোভা পায় না। হে পরন্তপ ! হৃদয়ের এই  
তুচ্ছ দুর্বলতা পরিত্যাগ করে যুদ্ধের জন্য উত্তীর্ণ হও। ৩

অর্জুন উবাচ

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।  
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন॥

অর্জুন বললেন—হে মধুসূদন ! আমি কীভাবে  
পিতামহ ভীষ্ম এবং আচার্য দ্রোণের বিরুদ্ধে বাণাদির  
দ্বারা যুদ্ধ করব ? কারণ, হে অরিসূদন ! এঁরা উভয়েই  
আমার পূজনীয়। ৪

গুরুনহত্বা হি মহানুভাবান্।

শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।

হত্বার্থকামাংস্ত গুরুনিহৈব

ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিক্ষান্॥

তাই এই মহানুভব গুরুজনদের হত্যা না করে আমি  
ইহলোকে ভিক্ষানে উদরপূরণও কল্যাণকর বলে মনে



করি ; কারণ গুরুজনদের বধ করে ইহলোকে শোণিত-  
সিক্ত ধনসম্পদ ও কাম্যবস্তুরূপ ভোগ্যবিষয়সকলই তো  
ভোগ করতে হবে ! ৫

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরনো গরীয়ো

যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েযুঃ।

যানৈব হত্বা ন জিজীবিষাম

স্তেহবহিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ॥

যুদ্ধ করা বা না-করা—এর মধ্যে কোন্টি আমাদের  
পক্ষে শ্রেয়, আর আমরা জয়ী হব, না ওঁরা আমাদের  
জয় করবেন, তাও আমরা জানি না ; যাঁদের বধ করে  
আমরা বাঁচতেও চাই না, আমাদের আত্মীয় সেই  
ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণই আমাদের বিপক্ষে যুদ্ধার্থে  
প্রস্তুত। ৬

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ

পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ।

যচ্ছেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে

শিষ্যস্তেহহং শাশ্বি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥

এইজন্য কাপুরুষতারূপ দোষে অভিভূত-স্বভাব

এবং ধর্ম বিষয়ে বিমূঢ়চিত্ত আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি যে, আমার পক্ষে যা নিশ্চিত কল্যাণকর, তা আমাকে বলুন, কারণ আমি আপনার শিষ্য, আপনার শরণাগত, আমাকে শিক্ষা দিন। ৭

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্

যচ্ছেোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।

অবাধ্য

ভূমাবসপত্তমৃদ্ধং

রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্॥

কারণ পৃথিবীতে নিষ্কণ্টক, ধন-ধান্যসমৃদ্ধ রাজ্য এবং দেবগণের প্রভুত্ব লাভ করলেও আমি সেই উপায় দেখছি না যা আমার ইন্দ্রিয়-সন্তাপক শোক দূর করতে পারে। ৮

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা হ্রষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপ।

ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তুষ্টীং বভূব হ॥

সঞ্জয় বললেন—হে রাজন্ ! নিদ্রাজয়ী অর্জুন অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপে ‘আমি যুদ্ধ করব না’ এই কথা স্পষ্টভাবে বলে নীরব হলেন। ৯

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।  
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিধীদন্তমিদং বচঃ॥

হে ভরতবংশীয় ধৃतरাষ্ট্র ! অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ উভয়  
সেনার মধ্যে শোকমগ্ন অর্জুনকে যেন হাসতে হাসতে  
এই কথা বললেন। ১০

শ্রীভগবানুবাচ

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।  
গতাসুনগতাসুংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে অর্জুন ! যাদের জন্য  
শোক করা উচিত নয় এমন মানুষদের জন্য তুমি শোক  
করছো, আবার পণ্ডিতের মতো কথাও বলছো ; কিন্তু  
পণ্ডিতগণ মৃত বা জীবিত—কারও জন্যই শোক করেন  
না। ১১

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।  
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সৰ্বে বয়মতঃ পরম্॥

এমন নয় যে, আমি আগে ছিলাম না বা তুমি ছিলে  
না বা এই রাজন্যবর্গ ছিল না এবং পরেও যে আমরা  
সকলে থাকব না, তাও নয়। ১২



দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।

তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥

যেমন জীবাত্মার এই দেহে কৌমার, যৌবন ও বার্ধক্য অবস্থা আসে, তেমনি দেহান্তরপ্রাপ্তিও ঘটে; ঐ বিষয়ে ধীর ব্যক্তিগণ মোহগ্রস্ত হন না। ১৩

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণঃসুখদুঃখদাঃ।

আগমাপায়িনোহনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত॥

হে কৌন্তেয়! শীত-গ্রীষ্ম এবং সুখ-দুঃখ প্রদানকারী ইন্দ্রিয় এবং বিষয়ের সংযোগ তো উৎপত্তি ও বিনাশশীল, অতএব অনিত্য; সুতরাং হে ভারত! তুমি এই সকল সহ্য করো। ১৪

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।

সমদুঃখসুখং ধীরং সোহমৃতত্বায় কল্পতে॥

কারণ হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! সুখ-দুঃখে সমভাববিশিষ্ট যে ধীর ব্যক্তিকে ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের এই সংযোগ বিচলিত করতে পারে না, তিনি মোক্ষলাভের অধিকারী হন। ১৫

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।

উভয়োরপি

দৃষ্টৌহন্তদ্বনয়োস্তদ্বদর্শিভিঃ॥

অসৎ বস্তুর তো সত্তা (অস্তিত্ব) নেই এবং সৎ বস্তুর অভাব (অনস্তিত্ব) নেই, এইরূপে এই দুটিরই যথার্থ তত্ত্ব জ্ঞানিগণের দ্বারা উপলব্ধ হয়েছে। ১৬

অবিনাশি তু তদ্বিকি যেন সর্বমিদং ততম্।  
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি॥

তাকেই অবিনাশী জানবে যাঁর দ্বারা এই সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। এই অবিনাশীর বিনাশ করতে কেউই সক্ষম নয়। ১৭

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।  
অনাশিনোহপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত॥

অবিনশ্বর, অপ্রমেয়, নিত্যস্বরূপ জীবাত্মার এই সকল শরীরকে বিনাশশীল বলা হয়েছে। তাই হে ভরতবংশীয় অর্জুন! তুমি যুদ্ধ করো। ১৮

য এনং বেত্তি হস্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।  
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নাযং হস্তি ন হন্যতে॥

যিনি এই আত্মাকে হত্যাকারী মনে করেন অথবা যিনি ঐকে নিহত বলে মনে করেন তাঁরা উভয়েই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ জানেন না ; কারণ এই আত্মা

প্রকৃতপক্ষে কাউকে হত্যা করেন না এবং কারো দ্বারা  
হতও হন না। ১৯

ন জায়তে প্রিয়তে বা কদাচিন্  
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।  
অজো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণো  
ন হন্যতে হন্যামানে শরীরে॥

এই আত্মা কখনও জন্মান না বা মরেনও না এবং  
আত্মার অস্তিত্ব উৎপত্তিসাপেক্ষ নয়, কারণ আত্মা  
জন্মরহিত, নিত্য, সনাতন এবং পুরাতন ; শরীর বিনষ্ট  
হলেও আত্মা বিনষ্ট হন না। ২০

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।  
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্॥

হে পার্থ ! যিনি এই আত্মাকে অবিনাশী, নিত্য,  
জন্মরহিত এবং অব্যয় বলে জানেন, তিনি কীভাবে  
কাকেও হত্যা করবেন বা করাবেন ? ২১

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়  
নবানি গৃহ্নাতি নরোহপরাণি।  
তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণা



ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

যেমন মানুষ পুরানো বস্ত্র পরিত্যাগ করে অন্য নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে, তেমনই জীবাত্মা পুরণো শরীরগুলিকে ত্যাগ করে অন্য নতুন নতুন শরীর গ্রহণ করে। ২২

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।  
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥

শস্ত্র এই আত্মাকে কাটতে পারে না, অগ্নি দহন করতে পারে না, জল সিক্ত করতে পারে না এবং বায়ু ঐকে শুষ্ক করতে পারে না। ২৩

অচ্ছেদ্যোহয়মদাহ্যোহয়মক্লেদ্যোহশোষ্য এব চ।  
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাপুরচলোহয়ং সনাতনঃ॥

কারণ এই আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অশোষ্য এবং নিত্য, সর্বব্যাপী, অচল, স্থির ও সনাতন। ২৪

অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকার্যোহয়মুচ্যতে।

তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমহঁসি॥

এই আত্মাকে অব্যক্ত, অচিন্ত্য এবং বিকাররহিত বলা হয়। তাই হে অর্জুন ! এই আত্মাকে উক্তপ্রকার

জেনে তোমার শোক করা উচিত নয়। ২৫

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।  
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈবং শোচিতুমর্হসি॥

আর যদি তুমি এই আত্মাকে নিত্য জন্মশীল এবং  
নিত্য মরণশীল বলে মনে করো, তবুও হে মহাবাহু !  
তোমার শোক করা উচিত নয়। ২৬

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।  
তস্মাদপরিহার্যেহর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥

কারণ এইরূপ মনে করলেও যে জন্মায় তার মৃত্যু  
নিশ্চিত এবং মৃতের জন্মও নিশ্চিত। সুতরাং এই  
অপরিহার্য বিষয়ে তোমার শোক করা উচিত নয়। ২৭

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।  
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥

হে ভারত ! সমস্ত প্রাণী জন্মের পূর্বে অপ্রকট ছিল,  
মৃত্যুর পরও অপ্রকট হয়ে যায়, কেবল মধ্যবর্তী সময়েই  
প্রকটিত থাকে। এই পরিস্থিতিতে বিলাপ কিসের ? ২৮

আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদিন-

মাশ্চর্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।

আশ্চর্যবচৈনমন্যঃ শৃণোতি

শ্রুত্বাপ্যনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥

কেউ এই আত্মাকে আশ্চর্যবৎ দেখেন, অন্য কেউ  
এঁকে আশ্চর্যবৎ বর্ণনা করেন এবং অপর কেউ এই  
আত্মাকে আশ্চর্যান্বিত হয়ে শ্রবণ করেন আর কেউ কেউ  
তো শুনেও এঁর সম্বন্ধে জানে না কারণ, আত্মা  
দুর্বিজ্ঞেয়। ২৯

দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সর্বস্য ভারত।  
তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥

হে অর্জুন ! এই আত্মা সকলের দেহে সর্বদাই  
অবধ্য\*। এই কারণে কোনো প্রাণীর জন্য তোমার শোক  
করা উচিত নয়। ৩০

স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।  
ধর্ম্যাক্ষি যুদ্ধাচ্ছেয়োহন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥

এবং নিজ ধর্মের দিকে দৃষ্টি রেখেও তোমার ভীত  
হওয়া উচিত নয়, কারণ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্মযুদ্ধ  
অপেক্ষা বড় আর কোনো কল্যাণকর কতব্য নেই। ৩১

\*যাকে বধ করা যায় না।



যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।  
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্॥

হে পার্থ ! স্বতঃপ্রাপ্ত, উন্মুক্ত স্বর্গদ্বার সদৃশ এই  
প্রকার ধর্মযুদ্ধ ভাগ্যবান ক্ষত্রিয়গণই প্রাপ্ত হন। ৩২

অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।  
ততঃ স্বধর্মং কীর্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি॥

কিন্তু যদি তুমি এই ধর্মযুদ্ধ না করো তা হলে স্বধর্ম ও  
কীর্তি হতে চ্যুত হয়ে পাপভাগী হবে। ৩৩

অকীর্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেহব্যয়াম্।  
সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে॥

এবং সকলেই তোমার এই দীর্ঘকালস্থায়ী অকীর্তি  
নিয়ে আলোচনা করবে। মাননীয় ব্যক্তির পক্ষে এই  
অকীর্তি মৃত্যু অপেক্ষাও বেশি যন্ত্রণাদায়ক। ৩৪

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।  
যেষাং চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্॥

আর যাঁদের দৃষ্টিতে তুমি খুবই সম্মানিত ছিলে  
তাঁদের চোখে হেয় হয়ে যাবে। এই মহারথিগণ মনে  
করবেন তুমি ভয়বশত যুদ্ধে বিরত হয়েছ। ৩৫

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহুন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।  
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্॥

তোমার শত্রুরা তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করে  
অনেক অকথ্য কথাও বলবে, এর থেকে বেশি  
দুঃখজনক আর কী হতে পারে? ৩৬

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।  
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥

যদি তুমি যুদ্ধে নিহত হও, তা হলে স্বর্গ লাভ হবে  
আর যদি জয়লাভ করো তাহলে পৃথিবীর রাজত্ব ভোগ  
করবে। তাই হে অর্জুন! তুমি যুদ্ধের জন্য দৃঢ়নিশ্চয় হয়ে  
দণ্ডায়মান হও। ৩৭

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।  
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥

জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি, সুখ-দুঃখকে সমান  
ভেবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও; এইভাবে যুদ্ধ করলে তুমি  
পাপগ্রস্ত হবে না। ৩৮

এষা তেহভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।  
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি॥

হে পার্থ ! তোমার জন্য এই তত্ত্ব (সমস্ত বুদ্ধি) জ্ঞানযোগের\* বিষয়ে বলা হল, এখন তুমি কর্মযোগের\* কথা শোন—এই বুদ্ধি দ্বারা যুক্ত হলে তুমি অনায়াসে কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হবে। ৩৯

নেহাভিক্রমনাসোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।  
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥

নিষ্কাম কর্মযোগে আরম্ভের বিফলতা হয় না এবং বিপরীত ফলরূপ দোষও হয় না, উপরন্তু এই নিষ্কাম কর্মযোগরূপ ধর্মের স্বল্প অনুষ্ঠানও জন্ম-মৃত্যুরূপ মহাভয় হতে রক্ষা করে। ৪০

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।  
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঃব্যবসায়িনাম্॥

হে কুরুনন্দন ! এই নিষ্কাম কর্মযোগে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একনিষ্ঠ হয়। কিন্তু অস্থির চিত্ত সকাম ব্যক্তিদের বুদ্ধি বহু শাখাবিশিষ্ট ও বহুমুখী। ৪১

যামিমাং পুষ্টিপতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।

\*-\*তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকের টিপ্পনীতে এটির বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য।



বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদন্তীতি বাদিনঃ ॥  
 কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্ ।  
 ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি ॥  
 ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্ ।  
 ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥

হে পার্থ ! যারা ভোগে আসক্তচিত্ত, কর্মফল-  
 প্রশংসাকারী বেদবাক্যেই যাদের চিত্ত আকৃষ্ট, যাদের  
 বুদ্ধিতে স্বর্গই পরমপ্রাপ্য বস্তু এবং যারা বলে থাকেন  
 স্বর্গ হতে বড় আর কিছুই নেই—এইরূপ অবিবেকিগণ  
 যে পুষ্টিপত অর্থাৎ আপাত-মনোহর বাক্য বলেন, যা  
 জন্মরূপ কর্মফল প্রদান করে এবং ভোগৈশ্বর্য প্রাপ্তির  
 জন্য নানা ক্রিয়ার বর্ণনা করে, সেই বাক্য দ্বারা  
 যাদের চিত্ত অপহৃত হয়ে ভোগ ও ঐশ্বর্যের প্রতি  
 আসক্ত, তাদের পরমাত্মাতে নিশ্চয়াত্মিকা শুদ্ধা বুদ্ধি  
 হতে পারে না। ৪২-৪৪

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রেগুণ্যো ভবার্জুন ।  
 নির্বন্দো নিত্যসত্ত্বস্তো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥

হে অর্জুন ! বেদ পূর্বোক্ত ভাবে ত্রিগুণের কার্যরূপ

সমস্ত ভোগ এবং তারই সাধনের প্রতিপাদক ; সুতরাং তুমি ঐসব ভোগ এবং তার সাধনে আসক্তি বর্জিত হও, হর্ষ-শোকাদি দ্বন্দ্বরহিত ও নিত্যবস্তুতে (পরমাত্মাতে) স্থিত হও এবং যোগ\* -ক্ষেমের\* আকাঙ্ক্ষাহীন ও আত্মপরায়ন হও। ৪৫

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।  
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥

সর্বত্র পরিপূর্ণ জলাশয় প্রাপ্ত হলে ক্ষুদ্র জলাশয়ে মানুষের যে প্রয়োজন থাকে, ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণের বেদে ততটাই প্রয়োজন থাকে। ৪৬

কর্মণ্যোবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।  
মা কর্মফলহেতুর্ভূমা তে সঙ্গোহস্ত্বকর্মণি॥

কর্মেরই তোমার অধিকার, ফলে নয়। অতএব কর্ম করো। কিন্তু কর্ম-ফলের হেতু হয়ো না আবার কর্মত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়। ৪৭

যোগস্থঃ কুরু কৰ্মাণি সঙ্গং ত্যজ্বা ধনঞ্জয়।

\* যোগ—অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির নাম ‘যোগ’।

\* ক্ষেম—প্রাপ্ত বস্তু রক্ষা করার নাম ‘ক্ষেম’।

সিদ্ধাসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥

হে ধনঞ্জয় ! তুমি আসক্তি ত্যাগ করে এবং সিদ্ধি-  
অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন থেকে যোগস্থ হয়ে সকল কর্ম  
করো। এই সমত্ব\*-কেই যোগ বলা হয়। ৪৮

দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদনঞ্জয়।  
বুদ্ধৌ শরণমন্নিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥

এই সমত্বরূপ বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা সকাম-কর্ম  
নিতান্তই নিকৃষ্ট। তাই, হে ধনঞ্জয় ! তুমি সমত্ববুদ্ধি-  
যোগের আশ্রয় নাও, কারণ যারা ফলের হেতু হয়ে  
অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষাবশতঃ কর্ম করে, তারা অত্যন্ত  
দীন। ৪৯

বুদ্ধিযুক্তো জহতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।  
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্॥

সমত্ববুদ্ধিযুক্ত পুরুষ ইহলোকেই পাপ এবং পুণ্য  
দুই-ই পরিত্যাগ করেন অর্থাৎ এগুলি হতে মুক্তিলাভ  
করেন। তাই তুমি সমত্বরূপ যোগের আশ্রয় নাও ; এই

---

\*যা কিছু কর্ম করা হয়, তা পূর্ণ হওয়া বা না-হওয়া এবং তার  
ফলে সমবুদ্ধি রাখার নামই ‘সমত্ব’।



সমস্তরূপ যোগই হল কর্মের কৌশল অর্থাৎ কর্ম বন্ধন  
হতে মুক্ত হবার উপায়। ৫০

কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং তত্ত্বা মনীষিণঃ।  
জন্মবন্ধাবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥

কারণ সমস্তবুদ্ধিসম্পন্ন জ্ঞানিগণ কর্মজনিত ফল  
ত্যাগ করে জন্মরূপ বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে নির্বিকার  
পরমপদ লাভ করেন। ৫১

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।  
তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥

যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ কর্দম সম্পূর্ণরূপে  
অতিক্রম করবে, তখন তুমি শ্রুত এবং শ্রোতব্য  
ইহলোক এবং পরলোক সম্পর্কীয় সমস্ত বিষয় ভোগে  
বৈরাগ্য প্রাপ্ত হবে। ৫২

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা হ্রাস্যতি নিশ্চলা।  
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি॥

নানা কথার দ্বারা বিক্ষিপ্ত তোমার বুদ্ধি যখন  
পরমাত্মায় অটল ও স্থির হবে, তখন তুমি যোগপ্রাপ্ত  
হবে অর্থাৎ পরমাত্মার সঙ্গে তোমার নিত্য সংযোগ  
স্থাপিত হবে। ৫৩

### অর্জুন উবাচ

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিহস্য কেশব।  
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥

অর্জুন বললেন, হে কেশব ! সমাধিতে স্থিত  
পরমাত্মাকে প্রাপ্ত স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তির লক্ষণ কী ? স্থিতধী  
ব্যক্তি কীভাবে কথা বলেন ? কীরূপে অবস্থান করেন ?  
কীভাবে চলেন ? ৫৪

### শ্রীভগবানুবাচ

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।  
আত্মন্যোবাৎমনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে অর্জুন ! যখন যোগী  
মন হতে সমস্ত কামনা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করেন  
এবং আত্মা দ্বারা আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, তখন তাঁকে  
স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়। ৫৫

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।  
বীতরাগভয়ক্ৰোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥

দুঃখে অনুদ্বিগ্ন চিত্ত, সুখে স্পৃহহীন এবং আসক্তি,

ভয় এবং ক্রোধ রহিত মুনিকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়। ৫৬  
 যঃ সর্বত্রানভিন্নেহস্তত্ত্বং প্রাপ্য শুভাশুভম্।  
 নাভিনন্দতি ন দ্বেষি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

যিনি সকল বস্তু ও ব্যক্তিতে আসক্তিরহিত এবং  
 শুভ ও অশুভ বস্তুর প্রাপ্তিতে প্রসন্ন হন না বা দ্বেষ  
 করেন না তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। ৫৭

যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোহঙ্গানীৰ সর্বশঃ।  
 ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

কচ্ছপ যেমন আপন অঙ্গসমূহ সংহরণ করে নেয়,  
 সেইরূপ যিনি ইন্দ্রিয়াদির বিষয় হতে ইন্দ্রিয়দের  
 সর্বপ্রকারে সংহরণ করেন, তাঁকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলে  
 জানবে। ৫৮

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।  
 রসবর্জং রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে॥

ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা বিষয়-উপভোগে অপ্রবৃত্ত ব্যক্তির  
 বিষয়ভোগ নিবৃত্ত হলেও ইন্দ্রিয়াদির বিষয়াসক্তি নিবৃত্ত  
 হয় না। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির আসক্তি পরমাত্মার  
 সাক্ষাৎ লাভে সর্বতোভাবে দূর হয়। ৫৯



যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।  
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥

হে অর্জুন ! আসক্তি সর্বতোভাবে দূর না হলে চিত্ত  
আলোড়নকারী ইন্দ্রিয়সকল যত্নশীল বুদ্ধিমান ব্যক্তির  
মনকেও বলপূর্বক হরণ করে। ৬০

তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।  
বশে হি যস্যেन्द्रিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

অতএব যোগী ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে সমাহিত  
চিত্তে মৎপরায়ণ হয়ে অবস্থান করবেন, কারণ যার  
ইন্দ্রিয় বশীভূত, তাঁরই বুদ্ধি স্থির হয়। ৬১

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গন্তেষুপজায়তে।  
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে॥

বিষয়চিন্তা করতে করতে মানুষের ঐ বিষয়ে আসক্তি  
জন্মায়, আসক্তি হতে কামনা উৎপন্ন হয় এবং কামনায়  
বাধা পড়লে ক্রোধের জন্ম হয়। ৬২

ক্রোধান্তবতি সন্মোহঃ সন্মোহাৎ স্মৃতিবিলম্বঃ।  
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।

ক্রোধ হতে মূঢ়ভাব উৎপন্ন হয়, মূঢ়ভাব হতে

স্মৃতিভ্রংশ হয়, স্মৃতিভ্রংশে বুদ্ধি নাশ হয় এবং বুদ্ধি নাশ হলে পতন হয়। ৬৩

রাগদ্বेषবির্যুজ্জৈস্তু বিষয়ানিদ্ৰিয়ৈশ্চরন্।  
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥

কিন্তু যিনি অন্তঃকরণকে বশীভূত করেছেন, তিনি অনুরাগ ও বিদ্বেষবর্জিত বশীভূত ইন্দ্রিয়াদি সহযোগে বিষয়সমূহে বিচরণ করেও অন্তঃকরণের প্রসন্নতা লাভ করেন। ৬৪

প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।  
প্রসন্নচেতসো হ্যাপ্ত বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে॥

অন্তঃকরণে প্রসন্নতার ফলে তাঁর সমস্ত দুঃখ নাশ হয় এবং সেই প্রসন্নচিত্ত কর্মযোগীর বুদ্ধি অচিরে সর্বদিক হতে নিবৃত্ত হয়ে পরমাত্মাতে স্থির হয়। ৬৫

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।  
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥

যার মন এবং ইন্দ্রিয় নিজের বশে নেই তার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হয় না এবং সেই অযুক্ত ব্যক্তির অন্তঃকরণে ভগবৎ চিন্তা জাগে না। আত্মচিন্তা বর্জিত

মানুষের শান্তি অসম্ভব আর শান্তিরহিত মানুষের সুখ কোথায় ? ৬৬

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোহনুবিধীয়তে।  
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাভুসি॥

কারণ জলের মধ্যে বিচরণশীল নৌকাকে যেমন বায়ু বিচলিত করে, তেমনি বিষয়ভোগে বিচরণকারী ইন্দ্রিয় সমূহের মধ্যে মন ঘোড়িতে আকৃষ্ট হয় সেই ইন্দ্রিয়টিই অযুক্ত পুরুষের বুদ্ধি হরণ করে। ৬৭

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ।  
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

সেইজন্য, হে মহাবাহো ! যাঁর ইন্দ্রিয়গুলি ইন্দ্রিয়াদির বিষয় হতে সর্বপ্রকারে নিবৃত্ত হয়েছে, তাঁরই প্রজ্ঞা স্থির হয়েছে বলে জানবে। ৬৮

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।  
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মূনেঃ॥

সমস্ত প্রাণীর পক্ষে যা রাত্রির সমান, নিত্য জ্ঞানস্বরূপ পরমানন্দে স্থিতপ্রজ্ঞ যোগী তাতে জাগ্রত



থাকেন এবং বিনাশশীল জাগতিক সুখ প্রাপ্তির আশায়  
সমস্ত প্রাণী যাতে জাগরিত থাকে, পরমাত্ম-তত্ত্বজ্ঞানী  
মুনির কাছে তা রাত্রির সমান। ৬৯

আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং

সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।

তদ্বৎ কামা যঃ প্রবিশন্তি সৰ্বে

স শান্তিমাप्নোতি ন কামকামী॥

যেমন বিভিন্ন নদীর জল পরিপূর্ণ অচল, স্থির সমুদ্রে  
এসে তাকে বিচলিত না করেই বিলীন হয়ে যায় তেমনই  
সমস্ত বিষয়ভোগ ও যাঁর মধ্যে কোনো বিকার উৎপন্ন না  
করে বিলীন হয়, তিনিই পরমশান্তি লাভ করেন, কিন্তু  
যিনি ভোগ্যপদার্থ কামনা করেন, তাঁর পক্ষে শান্তিলাভ  
অসম্ভব। ৭০

বিহায় কামান্ যঃ সৰ্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।

নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥

যিনি সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করে মমত্বশূন্য ও অহং  
বর্জিত এবং নিস্পৃহ হয়ে বিচরণ করেন, তিনিই পরম

শান্তি লাভ করেন অর্থাৎ তাঁর ঈশ্বর লাভ হয়েছে। ৭১

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।

স্থিত্বাস্যামন্তকালেহপি ব্রহ্মনির্বাণমুচ্ছতি ॥

হে অর্জুন ! এ হল ব্রহ্মপ্রাপ্ত পুরুষের স্থিতি, এই অবস্থা প্রাপ্ত হলে তিনি আর কখনও মোহগ্রস্ত হন না।  
অন্তিম সময়েও যিনি এই ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করেন, তিনি ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন। ৭২

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং  
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে সাংখ্যযোগো নাম  
দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥

ওঁ তৎ সৎ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদ্ তথা  
ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন সংবাদে  
'সাংখ্যযোগ' নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ হল।



ওঁ

॥ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

তৃতীয় অধ্যায়

কর্মযোগ

অর্জুন উবাচ

জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনাদন।

তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব॥

অর্জুন বললেন—হে জনাদন ! যদি আপনার মতে  
কর্ম অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, তবে হে কেশব ! আমাকে এই  
ঘোর কর্মে কেন নিযুক্ত করছেন ? ১

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।

তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহহমাপ্নুয়াম্॥

উভয়ার্থবোধক মিশ্রিতসদৃশ বাক্য দ্বারা আপনি  
আমার বুদ্ধিকে যেন মোহগ্রস্ত করছেন, অতএব একটি  
পথ আমাকে নিশ্চিত করে বলুন যাতে আমি শ্রেয়োলাভ  
করতে পারি। ২



## শ্রীভগবানুবাচ

লোকেহস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।  
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে নিষ্পাপ অর্জুন,  
ইহলোকে দুই প্রকার নিষ্ঠা♦ আছে তা পূর্বেই বলেছি।  
সাংখ্যযোগীর নিষ্ঠা জ্ঞানযোগের দ্বারা\* এবং যোগীর  
নিষ্ঠা কর্মযোগের দ্বারা+ হয়ে থাকে। ৩

ন কর্মণামনারভ্যনৈষ্কর্মাং পুরুষোহশ্রুতে।

♦সাধনের চরম অবস্থা অর্থাৎ পরাকাষ্ঠাকে বলা হয় ‘নিষ্ঠা’।

\*মায়া থেকে উৎপন্ন গুণসমূহই গুণে প্রবৃত্ত হয় এটা জেনে  
মন, ইন্দ্রিয় এবং শরীর দ্বারা সংঘটিত সমস্ত ক্রিয়াতে কর্তৃত্বভাব  
বর্জিত হয়ে সর্বব্যাপী সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার সঙ্গে একাত্মভাবে  
অবস্থিত হওয়াকে বলা হয় ‘জ্ঞানযোগ’। একেই ‘সন্ন্যাস’,  
‘সাংখ্যযোগ’ ইত্যাদি নামে বলা হয়েছে।

+ফল এবং আসক্তি ত্যাগ করে ভগবানের আদেশ অনুসারে  
শুধু তাঁর জন্যই সমস্ত বুদ্ধিতে কর্ম করাকে বলা হয় ‘নিষ্কাম  
কর্মযোগ’, একেই ‘সমত্বযোগ’, ‘বুদ্ধিযোগ’, ‘কর্মযোগ’,  
‘তদর্থকর্ম’, মদর্থকর্ম প্রভৃতি নামেও অভিহিত করা হয়েছে।

ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥

কর্মারম্ভ না করলে মানুষের নৈষ্কর্ম্য\* অর্থাৎ যোগনিষ্ঠা সিদ্ধ হয় না এবং কর্ম ত্যাগ করলেই সাংখ্যনিষ্ঠা সিদ্ধ হয় না। ৪

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।  
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥

কেউই এক মুহূর্তও কর্ম না করে থাকতে পারে না, কারণ সকল মানুষই প্রকৃতিজাত গুণসমূহের প্রভাবে অবশ হয়ে কর্ম করতে বাধ্য হয়। ৫

কর্মেन्द्रিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।  
ইन्द्रियार्थान् विमूढाश्চ মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥

যে মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তি কর্মেन्द्रিয়গুলিকে সংযত করে মনে মনে ইन्द्रিয়গুলির বিষয়ে চিন্তা করে, তাকে মিথ্যাচারী বলা হয়। ৬

যস্ত্বিन्द्रিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেহর্জুন।  
কর্মেन्द्रিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥

\* যে অবস্থা প্রাপ্ত হলে মানুষের কর্ম অকর্ম হয়ে যায় অর্থাৎ ফল উৎপন্ন করতে পারে না, তাকে ‘নৈষ্কর্ম্য’ অবস্থা বলা হয়।

কিন্তু হে অর্জুন ! যিনি মনের সাহায্যে ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে অনাসক্তভাবে কর্মেन्द्रিয়াদির দ্বারা কর্মযোগের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ। ৭

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।  
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্মণঃ॥

তুমি শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যকর্ম করো কারণ কর্ম না করা অপেক্ষা কর্ম করা শ্রেয় এবং কর্ম না করলে তোমার দেহযাত্রাও নির্বাহ হবে না। ৮

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ।  
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥

যজ্ঞের নিমিত্ত কর্ম ভিন্ন অন্য কর্ম বন্ধনের কারণ হয়। অতএব হে কৌন্তেয় ! তুমি আসক্তিশূন্য হয়ে শুধুমাত্র যজ্ঞার্থে সব কর্ম করো। ৯

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।  
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেঘ বোহস্তিষ্টকামধুক্॥

প্রজাপতি ব্রহ্মা কল্পারম্ভে যজ্ঞের সঙ্গে প্রজা সৃষ্টি করে বলেছিলেন যে, তোমরা এই যজ্ঞের দ্বারা সমৃদ্ধ হও, এই যজ্ঞ তোমাদের অতীষ্ট ফল প্রদান করুক। ১০



দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।  
পরম্পরং ভাবয়ন্তুঃ শ্রেয়ঃ পরমবান্ধ্যথ॥

তোমরা এই যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদের সংবর্ধন করো  
এবং দেবতাগণও তোমাদের উন্নত করুন। এইরূপে  
নিঃস্বার্থভাবে পরম্পরের সংবর্ধনের দ্বারা তোমরা  
পরম কল্যাণ লাভ করবে। ১১

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।  
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ॥

যজ্ঞের দ্বারা সংবর্ধিত হয়ে দেবতাগণ তোমাদের  
অভীষ্ট ভোগ্যসামগ্রী প্রদান করবেন। এইভাবে  
দেবতাদের প্রদত্ত ভোগ্যবস্তু যে-ব্যক্তি দেবগণকে  
নিবেদন না করে স্বয়ং ভোগ করে, সে নিশ্চয়ই  
চোর। ১২

যজ্ঞবশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।  
ভুঙ্কতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥

যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নের ভোক্তা শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ সর্বপাপ  
হতে মুক্ত হন, আর যে-পাপাত্মাগণ নিজ শরীর  
পোষণের নিমিত্ত অন্নপাক করে তারা পাপ-ই ভক্ষণ

করে। ১৩

অন্যান্তবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।  
 যজ্ঞান্তবন্তি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ॥  
 কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।  
 তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥

সকল প্রাণী অন্য হতে উৎপন্ন হয়, অন্নের উৎপত্তি হয় বৃষ্টি হতে, বৃষ্টি হয় যজ্ঞ হতে এবং যজ্ঞের উৎপত্তি হয় বিহিত কর্ম হতে। কর্ম উৎপন্ন হয় বেদ হতে এবং বেদ অবিনাশী পরমাত্মা হতে উৎপন্ন বলে জানবে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সর্বব্যাপী পরম ব্রহ্ম পরমাত্মা সর্বদাই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ১৪-১৫

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।  
 অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥

হে পার্থ ! যে ব্যক্তি ইহলোকে এইরূপে পরম্পরাগতভাবে প্রচলিত সৃষ্টিচক্রের অনুবর্তন করে না অর্থাৎ নিজ কর্তব্য পালন করে না, সেই ইন্দ্রিয় সুখাসক্ত পাপী ব্যক্তি বৃথাই জীবনধারণ করে। ১৬

যস্তাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।  
 আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে॥

কিন্তু যিনি শুধু আত্মাতেই রমণ করেন, আত্মাতেই  
 তৃপ্ত ও আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁর কোনো কর্তব্য থাকে  
 না। ১৭

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।  
 ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যাপাশ্রয়ঃ॥

সেই মহাপুরুষের ইহজগতে কোনো কর্ম করা বা না  
 করার কোনো প্রয়োজন থাকে না এবং কোনো প্রাণীর  
 সঙ্গে তাঁর কিঞ্চিৎমাত্রও স্বার্থের সম্পর্ক থাকে না। ১৮

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।  
 অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥

অতএব তুমি আসক্তি রহিত হয়ে সর্বদা যথাযথভাবে  
 কর্তব্য-কর্মের আচরণ করো। কারণ আসক্তিরহিত হয়ে  
 কর্ম করলে মানুষ পরমাত্মাকে লাভ করে। ১৯

কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।  
 লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি॥

জনক প্রমুখ জ্ঞানিগণও নিষ্কাম কর্ম করে মোক্ষলাভ



করেছিলেন। সেইজন্য লোকসংগ্রহের নিমিত্ত তোমার  
নিষ্কাম কর্ম করা উচিত। ২০

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।  
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে॥

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেমন আচরণ করেন, অন্য ব্যক্তিরও  
তারই অনুসরণ করে। তিনি যা কিছু প্রমাণরূপে নির্দিষ্ট  
করে দেন, সকল মানুষ তাই অনুবর্তন করে। ২১

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।  
নানবাগ্নুমবাগ্নব্যং বর্ত এব চ কর্মণি॥

হে পার্থ! আমার ত্রিলোকে কোনো কর্তব্য কর্ম নেই  
এবং প্রাপ্তব্য কোনো বস্তুই অপ্রাপ্ত নেই, তথাপি আমি  
কর্মে ব্যাপ্ত থাকি, কর্মত্যাগ করি না। ২২

যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতদ্রিতঃ।  
মম বর্তানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥

কারণ হে পার্থ! আমি যদি সাবধান হয়ে কর্মে ব্যাপ্ত  
না থাকি, তা হলে অত্যন্ত ক্ষতি হবে, কারণ মানুষ  
সর্বভাবে আমার পথেরই অনুসরণ করবে। ২৩

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্।  
সঙ্করস্য চ কৰ্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥

সেই হেতু আমি যদি কর্ম না করি তা হলে এই সব লোক উৎসন্ন হয়ে যাবে। আমি বর্ণসঙ্কর ঘটানোর হেতু এবং প্রজাগণের বিনাশের কারণ হব। ২৪

সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুবন্তি ভারত।  
কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুলোকসংগ্রহম্॥

হে ভারত ! কর্মে আসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তির যেরূপ কর্ম করে, আসক্তিবর্জিত বিদ্বান ব্যক্তিও লোকসংগ্রহার্থে যেন সেইরূপ কর্ম করেন। ২৫

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।  
জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥

পরমাত্মার স্বরূপে স্থিত অবিচল জ্ঞানী ব্যক্তি যেন শাস্ত্রবিহিত কর্মে আসক্তিসম্পন্ন অজ্ঞানীদিগের বুদ্ধিভেদ অর্থাৎ অশ্রদ্ধা উৎপন্ন না করেন। উপরন্তু স্বয়ং শাস্ত্রবিহিত সমস্ত কর্ম যথাযথভাবে অনুষ্ঠান করে তাদের দ্বারাও সেইরূপ করাবেন। ২৬

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্মাণি সৰ্বশঃ।  
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কৰ্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

বাস্তবে কর্ম সর্বপ্রকারে প্রকৃতির গুণের দ্বারা সম্পন্ন হয়, কিন্তু যার অন্তঃকরণ অহঙ্কারে মোহিত, সেই অজ্ঞ ব্যক্তি মনে করে ‘আমি করি’। ২৭

তদ্বিভু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ।  
গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥

কিন্তু হে মহাবাহো ! গুণবিভাগ এবং কর্মবিভাগের\* তদ্ব\* জানেন যে জ্ঞানযোগী, তিনি গুণই গুণেতে প্রবর্তিত হচ্ছে, এরূপ জেনে আসক্ত হন না। ২৮

প্রকৃতেঃ গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু।  
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন বিচালয়েৎ॥

\* ত্রিগুণাত্মক মায়ার কার্যরূপ পঞ্চ মহাভূত এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং শব্দাদি পাঁচটি বিষয়—এইগুলি হল ‘গুণবিভাগ’ এবং এর দ্বারা সংঘটিত কর্মের নাম ‘কর্মবিভাগ’।

\* উপরিউক্ত ‘গুণবিভাগ’ এবং ‘কর্মবিভাগ’ হতে আত্মাকে পৃথক বা নির্লেপ জানাই হল এই গুণ ও কর্মবিভাগের তদ্বকে জানা।



প্রকৃতির গুণে মোহগ্রস্ত মানুষ গুণ এবং কর্মে আসক্ত হয়ে থাকে, সেই অবুঝ অস্ত্র ব্যক্তিদের জ্ঞানী ব্যক্তির বিচলিত করা উচিত নয়। ২৯

ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সন্ন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।  
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥

অন্তর্যামী পরমাত্মায় (আমাতে) নিবেদিত চিত্তে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করে আকাজক্ষাশূন্য, মমতাবর্জিত ও শোক-তাপরহিত হয়ে যুদ্ধ করো। ৩০

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।  
শ্রদ্ধাবন্তোহনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেহপি কর্মভিঃ॥

যাঁরা দোষদৃষ্টি রহিত ও শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে আমার এই মতের সর্বদা অনুসরণ করেন, তাঁরা সমস্ত কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হয়ে যান। ৩১

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।  
সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ॥

কিন্তু যারা আমার উপর দোষারোপ করে আমার মতানুযায়ী চলে না, সেই মূর্খদের তুমি সর্বজ্ঞান-মূঢ় এবং পরমার্থভ্রষ্ট বলে জানবে। ৩২

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতেজ্ঞানবানপি।  
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥

সকল প্রাণীই প্রকৃতির দ্বারা চালিত অর্থাৎ নিজ নিজ স্বভাবের বশীভূত হয়ে কর্ম করে। জ্ঞানীও নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম করেন। তা হলে এক্ষেত্রে কারও কোনোরূপ বলপূর্বক প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণের প্রচেষ্টা বা হঠকারিতায় কী হবে ? ৩৩

ইন্দ্রিয়স্যেन्द्रিয়স্যার্থে রাগদ্বेषৌ ব্যবহিতৌ।  
তয়োৰ্ণ বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্যা পরিপহ্নিনৌ॥

প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের স্ব স্ব বিষয়ে রাগ এবং দ্বেষ প্রচ্ছন্ন থাকে। মানুষের এই দুটির বশবর্তী হওয়া উচিত নয়, কারণ এই দুটিই মানুষের কল্যাণপথের বিঘ্নকারী মহাশত্রু। ৩৪

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।  
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ॥

উত্তমরূপে আচরিত অন্য ধর্ম হতে গুণরহিত নিজ ধর্ম শ্রেষ্ঠ। নিজ ধর্মে মৃত্যুও কল্যাণকারক, কিন্তু পরধর্ম ভয়াবহ। ৩৫

## অর্জুন উবাচ

অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।  
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥

অর্জুন বললেন—হে কৃষ্ণ ! তা হলে মানুষ স্বেচ্ছায়  
না করলেও যেন বলপূর্বক কার দ্বারা নিয়োজিত হয়ে  
পাপাচরণ করে ? ৩৬

## শ্রীভগবানুবাচ

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।  
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্যোনমিহ বৈরিণম্ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—রজোগুণ হতে উৎপন্ন  
এই কাম এবং ক্রোধ, এ মহাভক্ষক অর্থাৎ ভোগের  
দ্বারা কখনও তৃপ্ত হয় না এবং অত্যন্ত পাপকারক,  
একেই তুমি মহাশত্রু বলে জানবে। ৩৭

ধূমেনাব্রিয়তে বহির্য়থাদর্শো মলেন চ।  
যথোল্লেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥

ধূমের দ্বারা অগ্নি, ময়লার দ্বারা দর্পণ এবং জরায়ুর  
দ্বারা গর্ভ যেমন আবৃত থাকে, তেমনই কাম দ্বারা জ্ঞান  
আবৃত থাকে। ৩৮



আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।  
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ॥

হে কৌন্তেয় ! এই কাম জ্ঞানীদের চিরশত্রু এবং  
অগ্নির ন্যায় দুষ্পূরণীয়। এই কাম দ্বারা জ্ঞান আবৃত  
থাকে। ৩৯

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।  
এতৈর্বিমোহয়তোষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্॥

ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—এইগুলিকে কামের বাসস্থান  
বলা হয়। এই কামই মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়াদিকে  
অবলম্বন করে জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে জীবাত্মাকে  
মোহিত করে। ৪০

তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।  
পাপ্‌মানং প্রজাহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্॥

সেইজন্য হে অর্জুন ! তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়গুলিকে  
বশীভূত করে এই জ্ঞান-বিজ্ঞান বিনাশকারী মহাপাপী  
কামকে সবলে বিনাশ করো। ৪১

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।  
মনসন্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতন্তু সঃ॥

স্থূলশরীর হতে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয় হতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হতে যা অতিশয় শ্রেষ্ঠ তাই হল আত্মা। ৪২

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।  
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্॥

এইভাবে বুদ্ধি হতে অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ আত্মাকে জেনে  
এবং শুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা মনকে বশ করে হে মহাবাহো !  
তুমি এই কামরূপ দুর্জয় শত্রুকে বিনাশ করো। ৪৩

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং  
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে কর্মযোগো নাম  
তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥

ওঁ তৎ সৎ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদ্ তথা  
ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন সংবাদে  
‘কর্মযোগ’ নামক তৃতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ হল।



ওঁ

॥ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

চতুর্থ অধ্যায়

জ্ঞানকর্মসন্ন্যাসযোগ

শ্রীভগবানুবাচ

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।

বিবস্বান্মনবে প্রাহ মনুরিক্ষাকবেহব্রবীৎ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—এই অবিনাশী যোগ আমি সূর্যকে বলেছিলাম ; সূর্য তাঁর পুত্র বৈবস্বত মনুকে এবং মনু তাঁর পুত্র রাজা ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন। ১

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।

স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ॥

হে পরন্তপ অর্জুন ! এইভাবে পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত এই যোগ রাজর্ষিগণ জেনেছিলেন ; কিন্তু তার পর এই যোগ দীর্ঘকালের ব্যবধানে পৃথিবী হতে প্রায় বিনষ্ট হয়েছে। ২



স এবায়ং ময়া তেহদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।  
ভক্তোহসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্॥

তুমি আমার ভক্ত ও প্রিয় সখা, সেইজন্য এই  
পুরাতন যোগ আজ আমি তোমাকে বললাম ; কারণ  
এটি অতি উত্তম রহস্য অর্থাৎ গোপনীয় বিষয়। ৩

অর্জুন উবাচ

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।  
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি॥

অর্জুন বললেন—আপনার জন্ম তো এখন—এই যুগে  
হয়েছে আর সূর্যের জন্ম তো বহু পূর্বে অর্থাৎ কল্পের  
আদিতে হয়েছে। তবে আমি কী করে বুঝব যে  
আপনিই কল্পের আদিতে এই যোগের কথা সূর্যকে  
বলেছিলেন ? ৪

শ্রীভগবানুবাচ

বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।  
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেখ পরন্তপ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে পরন্তপ অর্জুন !

আমার এবং তোমার বহু জন্ম হয়েছে ; সে সব তুমি জানো না, কিন্তু আমি জানি। ৫

অজোহপি সন্নব্যাত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্।  
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥

আমি জন্মরহিত, অবিনাশীশ্বররূপ এবং সর্বভূতের ঈশ্বর হওয়া সত্ত্বেও নিজ প্রকৃতিকে অধীন করে স্বীয় যোগমায়া দ্বারা প্রকটিত হই। ৬

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।  
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

হে ভারত ! যখনই ধর্মের হানি এবং অধর্মের বৃদ্ধি হয়, তখনই আমি নিজেকে সৃষ্টি করি অর্থাৎ সাকাররূপে জনসমক্ষে প্রকট হই। ৭

পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।  
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

সাধুদের রক্ষার জন্য, পাপীদের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। ৮

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।

তত্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জুন॥

হে অর্জুন ! আমার জন্ম ও কর্ম দিব্য অর্থাৎ নির্মল ও অলৌকিক—এইভাবে যে ব্যক্তি আমাকে তত্ত্বতঃ♦ জানেন, তিনি দেহত্যাগ করে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না, তিনি আমাকেই লাভ করেন। ৯

বীতরাগভয়ক্রোধা মনুষ্যা মামুপাশ্রিতাঃ।

বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মন্তাবমাগতাঃ॥

যাঁদের আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ সর্বতোভাবে নষ্ট হয়েছে, যারা আমার প্রেমে একাগ্রচিত্ত এবং আমার শরণাপন্ন—এরূপ বহু ভক্ত জ্ঞানরূপ তপস্যা দ্বারা

♦ সর্বশক্তিমান সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা অজ, অবিনাশী এবং সর্বভূতের পরম গতি ও পরম আশ্রয়, তিনি শুধু ধর্ম স্থাপন করার জন্য এবং জগৎ সংসারকে উদ্ধার করার জন্য নিজ যোগমায়ার দ্বারা সগুণরূপে আর্বিভূত হন, সেইজন্য পরমেশ্বরের ন্যায় সুহৃদ, প্রেমিক এবং পতিতপাবন আর কেউ নেই। এইরূপ জেনে যে ব্যক্তি পরমেশ্বরকে অনন্যপ্রেমে নিরন্তর চিন্তা করেন ও আসক্তি বর্জন করে জগতের ব্যবহারাদি সম্পন্ন করেন, তিনিই তাঁকে তত্ত্বতঃ জানেন।



পবিত্র হয়ে আমার স্বরূপে স্থিতি লাভ করেছেন। ১০  
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।  
মম বর্জ্যানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥

হে অর্জুন ! যে ভক্ত আমাকে যেভাবে ভজনা করেন, আমিও তাঁকে সেইভাবেই ভজনা করি ; কারণ সকল মানুষই সর্বতোভাবে আমার পথেরই অনুসরণ করেন। ১১

কাজক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।  
ক্ষিপ্ৰং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা॥

এই মনুষ্যলোকে কর্মফলাকাজক্ষায়ুক্ত মানুষ দেবতাগণের পূজা করেন, কারণ কর্মজনিত সিদ্ধি তাঁরা শীঘ্রই লাভ করেন। ১২

চাতুর্বর্ণ্যঃ ময়া সৃষ্টঃ গুণকর্মবিভাগশঃ।  
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্যাকর্তারমব্যয়ম্॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই বর্ণচতুষ্টয় গুণ এবং কর্মের বিভাগ অনুযায়ী আমি সৃষ্টি করেছি। সৃষ্টি-কর্মের কর্তা হলেও অবিনাশী, পরমেশ্বররূপ আমাকে তুমি প্রকৃতপক্ষে অকর্তা বলে জানবে। ১৩

ন মাং কৰ্মাণি লিম্পন্তি ন মে কৰ্মফলে স্পৃহা।  
ইতি মাং যোহভিজানাতি কৰ্মভির্ন স বধ্যতে॥

কৰ্মফলে আমার স্পৃহা নেই, তাই কোন কৰ্ম আমাকে বদ্ধ করতে পারে না—এইরূপে যিনি আমাকে তত্ত্বতঃ জানেন, তিনিও কৰ্মের দ্বারা বদ্ধ হন না। ১৪  
এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কৰ্ম পূৰ্বেৱপি মুমুক্শুভিঃ।  
কুরু কৰ্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূৰ্বেঃ পূৰ্বতরং কৃতম্॥

এইরূপ জেনেই পূৰ্বতন মুমুক্শুগণও নিষ্কাম কৰ্ম করেছেন। এইজন্য তুমিও পূৰ্বসূরিগণের দ্বারা নিত্য আচরিত কৰ্মই পালন করো। ১৫

কিং কৰ্ম কিমকৰ্মেতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ।  
তত্ত্বে কৰ্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেহশুভাৎ॥

কৰ্ম কী, অকৰ্ম কী ?—এর যথার্থ্য নির্ণয় করতে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরেও বিভ্রান্ত হন। সেইজন্য এই কৰ্মতত্ত্ব আমি তোমাকে ভালোভাবে বুঝিয়ে বলছি যাতে তুমি অশুভ হতে অর্থাৎ কৰ্মবন্ধন হতে মুক্ত হতে পারো। ১৬  
কৰ্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকৰ্মণঃ।  
অকৰ্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কৰ্মণো গতিঃ॥

কর্ম, অকর্ম ও বিকর্মের স্বরূপ (তত্ত্ব) জানা উচিত,  
কারণ কর্মের গতি অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়। ১৭

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।  
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ॥

যে ব্যক্তি কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম দেখেন,  
মানুষের মধ্যে তিনিই জ্ঞানী ও যোগযুক্ত এবং  
সর্বকর্মকারী। ১৮

যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ।  
জ্ঞানাগ্নিদন্ধকর্মাণং তমাহঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥

যাঁর সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা, কামনা ও সংকল্পবহিত এবং  
যাঁর সমস্ত কর্ম জ্ঞানরূপ অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়েছে,  
তাঁকে জ্ঞানিগণও পণ্ডিত বলেন। ১৯

তত্ভা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।  
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞ্চিৎ কৰোতি সঃ॥

যিনি সকল কর্ম ও তার ফলের আসক্তি সর্বতোভাবে  
বর্জন পূর্বক সংসারের আশ্রয় ত্যাগ করেছেন  
এবং পরমাত্মাতে নিত্য তৃপ্তি লাভ করেছেন,  
তিনি কর্মসমূহে বিশেষভাবে প্রবৃত্ত থাকলেও



প্রকৃতপক্ষে কিছুই করেন না। ২০

নিরাশীৰ্যতচিন্তাত্মা                      ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ।

শরীরং কেবলং কৰ্ম কুৰ্বন্নাপ্নোতি    কিল্বিষম্॥

যাঁর অন্তঃকরণ এবং ইন্দ্রিয়াদিসহ শরীর স্ববশে আছে এবং যিনি সকল প্রকার ভোগ্যসামগ্রী ত্যাগ করেছেন, সেইরূপ আশারহিত ব্যক্তি শুধুমাত্র শরীর ধারণের উপযোগী কর্ম করলেও কোনোরূপ পাপ ভাগী হন না। ২১

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো    দ্বন্দ্বাতীতো    বিমৎসরঃ।

সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে॥

যিনি কোনো ইচ্ছা না রেখে যা পান তাতেই তুষ্ট, ঈর্ষাশূন্য, হর্ষ-শোকাদি দ্বন্দ্ব হতে মুক্ত এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমজ্ঞানসম্পন্ন, তিনি শরীর ধারণের উপযোগী কর্ম করলেও তাতে বদ্ধ হন না। ২২

গতসঙ্গস্য                      মুক্তস্য                      জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।

যজ্ঞায়াচরতঃ    কৰ্ম সমগ্রং                      প্রবিলীয়তে॥

যিনি সর্বতোভাবে আসক্তি বর্জন করেছেন, দেহাভিমান (অহংবোধ) ও মমত্বরহিত হয়েছেন এবং

যাঁর চিত্ত নিরন্তর পরমাত্মার জ্ঞানে স্থিত, কেবলমাত্র যজ্ঞ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে যিনি কর্ম করেন তাঁর সমস্ত কর্ম বিলীন হয়ে যায় অর্থাৎ তা ফল প্রসব করে না। ২৩  
 ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।  
 ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা॥

যে যজ্ঞে অর্পণ অর্থাৎ স্রবাদিও (যার দ্বারা হবি অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হয়) ব্রহ্ম এবং আহুত দ্রব্যাদিও ব্রহ্ম তথা ব্রহ্মরূপ যজ্ঞকর্তার দ্বারা ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে আহুতি প্রদানরূপ ক্রিয়াও ব্রহ্ম—সেই ব্রহ্মকর্মে নিবিষ্টচিত্ত যোগীর প্রাপ্ত ফলও ব্রহ্ম। ২৪

দৈবমেবাপরে যজ্ঞঃ যোগিনঃ পর্যুপাসতে।  
 ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞঃ যজ্ঞেনৈবোপজুহুতি॥

অন্যান্য যোগিগণ দেবপূজারূপ যজ্ঞের যথাযথ অনুষ্ঠান করেন এবং অন্য কোনো যোগী পরব্রহ্ম পরমাত্মারূপ অগ্নিতে অভেদদর্শনরূপ যজ্ঞের দ্বারা আত্মরূপ যজ্ঞের আহুতি দেন।\* ২৫

\*পরব্রহ্ম পরমাত্মায় জ্ঞানদ্বারা একীভূত হওয়াকেই বলা হয় ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞকে আহুতি দেওয়া।

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহুতি।  
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহুতি॥

অন্য যোগিগণ শ্রোত্রাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সংযমরূপ অগ্নিতে আহুতি দেন এবং কেউ কেউ (যোগী) শব্দাদি সমস্ত বিষয়কে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে আহুতি দেন। ২৬

সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে।  
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহুতি জ্ঞানদীপিতে॥

অন্য যোগিগণ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কর্ম এবং প্রাণের সকল কর্ম জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত আত্মসংযমযোগরূপ অগ্নিতে আহুতি দেন।\* ২৭

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।  
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥

কেউ কেউ দ্রব্যদানরূপ যজ্ঞ করেন, কেউ আবার তপস্যারূপ যজ্ঞ করেন, কেউ যোগরূপ যজ্ঞ করেন, আবার অহিংসাদি দৃঢ়ব্রতধারী যত্নশীল অনেক ব্যক্তি

\*সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কারও চিন্তা না করাই হল এসবের আহুতি দেওয়া।



স্বাধ্যায়রূপ জ্ঞানযজ্ঞ করেন। ২৮

অপানে জুহুতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথাপরে।

প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ॥

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহুতি।

সর্বহপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ॥

আবার অন্যান্য যোগিগণ অপানবায়ুতে প্রাণবায়ু আহুতি দেন, সেইরূপ কেউ আবার প্রাণবায়ুতে অপানের আহুতি দেন। কেউ কেউ নিয়মিত আহরী\* যোগী প্রাণায়ামপরায়ণ হয়ে প্রাণ ও অপানের গতিরুদ্ধ করে প্রাণকে প্রাণে আহুতি দেন। যজ্ঞের দ্বারা অপগত পাপ এইসকল যোগী যজ্ঞসমূহের জ্ঞাতা হন। ২৯-৩০

যজ্ঞশিষ্টামৃতভূজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।

নায়ং লোকোহস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোহন্যঃ কুরুসত্তম॥

হে কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জুন ! যজ্ঞাবশেষ অমৃত অনুভবকারী যোগিগণ সনাতন পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে লাভ করেন। আর যাঁরা যজ্ঞ করেন না তাঁদের ইহলোকও সুখদায়ক

\* গীতার ৬ অধ্যায় ১৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

হয় না, পরলোক তো দূরের কথা ! ৩১

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।  
কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বানুবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥

এইরূপ আরও বহুপ্রকার যজ্ঞের কথা বেদে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। এ সবই মন, ইন্দ্রিয়াদি ও কায়িক ক্রিয়ার দ্বারা সম্পন্ন হয় বলে জানবে, এইরূপ তত্ত্বতঃ জেনে এগুলির অনুষ্ঠান করলে তুমি কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হবে। ৩২

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।  
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥

হে পরন্তপ অর্জুন ! দ্রব্যময় যজ্ঞ হতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ,  
কারণ সমস্ত কর্ম জ্ঞানেই সমাপ্ত হয়। ৩৩

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।  
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

সেই জ্ঞান তুমি তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীদের কাছে গিয়ে  
জেনে নাও ; তাঁদের বিনয়পূর্বক প্রণাম ও সেবা  
তথা কপটতা ত্যাগ করে সরলভাবে প্রশ্ন করলে সেই  
তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমাকে তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ  
দেবেন। ৩৪

যজ্ঞ জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।  
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাঅন্যথো ময়ি॥

যা জানলে তুমি আর এইরূপ মোহগ্রস্ত হবে না এবং  
হে অর্জুন ! যে জ্ঞানের দ্বারা তুমি সমস্ত ভূতাদি নিঃশেষে  
প্রথমে নিজের মধ্যে\* এবং পরে সচ্চিদানন্দঘন  
পরমাত্মারূপী আমাতে দেখতে সক্ষম হবে।♦ ৩৫

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃতমঃ।  
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥

যদি তুমি সমস্ত পাপীর থেকেও অধিক পাপী হও তা  
হলেও তুমি জ্ঞানরূপ নৌকার সাহায্যে নিঃসন্দেহে সমগ্র  
পাপসাগর উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। ৩৬

যথৈখাংসি সমিদ্ধোহগ্নিভস্মসাৎ কুরুতেহর্জুন।  
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥

কারণ হে অর্জুন ! প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন তার  
ইন্ধনকে ভস্মীভূত করে, জ্ঞানরূপ অগ্নিও তেমনই সমস্ত  
কর্মকে ভস্মীভূত করে। ৩৭

\*গীতার ৬ অধ্যায় ২৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

♦গীতার ৬ অধ্যায় ৩০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।



ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।  
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥

নিঃসন্দেহে এই জগতে জ্ঞানের মতো পবিত্রকারী আর কিছুই নেই। দীর্ঘকাল প্রযত্ন দ্বারা কর্মযোগে চিত্ত শুদ্ধ হলে সাধক স্বয়ংই নিজের মধ্যে সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। ৩৮

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেन्द्रিয়ঃ।  
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥

জিতেन्द्रিয়, সাধনপরায়ণ, শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করেন। জ্ঞান লাভ করে তিনি অচিরেই ভগবৎ প্রাপ্তিরূপ পরমশান্তি লাভ করেন। ৩৯

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্ধধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।  
নাযং লোকোহস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥

বিবেকহীন, শ্রদ্ধাহীন, সংশয়াকুল ব্যক্তি পারমার্থিক পথ হতে অবশ্যই ভ্রষ্ট হয়। এইরূপ সংশয়াত্মার ইহলোকও নেই, পরলোকও নেই এবং সুখও নেই। ৪০

যোগসম্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসংহীনসংশয়ম্।  
আত্মবন্তং ন কৰ্মাণি নিবধন্তি ধনঞ্জয় ॥

হে ধনঞ্জয় ! যিনি কর্মযোগের দ্বারা সমস্ত কর্ম পরমাত্মায় অর্পণ করেছেন এবং বিবেকের দ্বারা সমস্ত সংশয় নাশ করেছেন এইরকম বশীভূত-চিত্ত ব্যক্তিকে কর্ম কখনও বদ্ধ করতে পারে না। ৪১

তস্মাদজ্ঞানসমুতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।  
হিঁদ্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোতিষ্ঠ ভারত॥

অতএব হে ভারতবংশীয় অর্জুন ! তুমি হৃদয়স্থিত এই অজ্ঞানজাত সংশয়কে বিবেকজ্ঞানরূপ তরবারির সাহায্যে ছেদন করে সমত্বরূপ যোগে স্থিত হও এবং যুদ্ধের জন্য উত্তীর্ণ হও। ৪

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্ম  
বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে জ্ঞানকর্ম-  
সন্ন্যাসযোগো নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥

ওঁ তৎ সৎ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদ্  
তথা ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন  
সংবাদে ‘জ্ঞানকর্মসন্ন্যাসযোগ’ নামক চতুর্থ  
অধ্যায় সম্পূর্ণ হল।



ওঁ

॥ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

পঞ্চম অধ্যায়

কর্মসন্ন্যাসযোগ

অর্জুন উবাচ

সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।  
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্॥

অর্জুন বললেন—হে কৃষ্ণ ! আপনি কর্মসন্ন্যাস এবং কর্মযোগ, উভয়েরই প্রশংসা করছেন। অতএব এই দুটির মধ্যে যেটি আমার পক্ষে নিশ্চিতরূপে কল্যাণকর, তা বলুন। ১

শ্রীভগবানুবাচ

সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।  
তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—কর্মসন্ন্যাস এবং কর্মযোগ উভয়ই কল্যাণকর ; কিন্তু কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগ সহজ হওয়ায় শ্রেষ্ঠ। ২



জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি ।  
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাত্ প্রমুচ্যতে ॥

হে অর্জুন ! যিনি কারও প্রতি দ্বেষ করেন না এবং  
কোনও কিছু আকাঙ্ক্ষা করেন না, সেই নিষ্কাম  
কর্মযোগীকে নিত্য-সন্ন্যাসী বলে জানবে। কারণ রাগ-  
দ্বেষরূপ দ্বন্দ্ব-রহিত পুরুষ অনায়াসে সংসারবন্ধন হতে  
মুক্ত হন। ৩

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ ।  
একমপ্যাহ্নিতঃ সম্যগুভয়োর্বিদতে ফলম্ ॥

মূর্খ ব্যক্তিগণ উপরিউক্ত সন্ন্যাস ও কর্মযোগকে  
পৃথক্ ফল প্রদানকারী বলে থাকে, পণ্ডিতেরা তা বলেন  
না ; কারণ দুটির মধ্যে একটিতে সম্যকভাবে স্থিত পুরুষ  
উভয়েরই ফলস্বরূপ একই পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হন। ৪

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে জ্ঞানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে ।  
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥

জ্ঞানযোগী যে পরমধাম লাভ করেন, কর্মযোগীও  
সেই ধাম প্রাপ্ত হন। তাই যিনি জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগকে  
ফলরূপে অভিন্ন দেখেন, তিনিই যথার্থদর্শী। ৫

সন্ন্যাসস্ত মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ ।  
 যোগযুক্তো মুনিব্রহ্ম নচিরেণাধিগচ্ছতি ॥

কিন্তু হে অর্জুন ! নিষ্কাম কর্মযোগ ব্যতিরেকে সন্ন্যাস অর্থাৎ মন, ইন্দ্রিয় এবং শরীরের দ্বারা করা সমস্ত কর্মে কর্তৃত্ব ত্যাগ করা কঠিন এবং ভগবৎ-স্বরূপ মননকারী নিষ্কাম কর্মযোগী পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে শীঘ্রই লাভ করেন। ৬

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ ।  
 সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥

যাঁর মন বশীভূত, যিনি জিতেন্দ্রিয়, বিশুদ্ধচিত্ত ও সর্বপ্রাণীর আত্মারূপ পরমাত্মাই যাঁর আত্মা স্বরূপ, এইরূপ নিষ্কাম কর্মযোগী কর্ম করলেও তাতে লিপ্ত হন না। ৭

নৈব কিঞ্চিৎ কৰোমীতি যুক্তো মন্যেত তদ্বিৎ ।  
 পশ্যান্ শৃণ্বন্ স্পৃশ্যান্ জিহ্ব্যান্ অশ্নান গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥  
 প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্ উন্মিষন্ নিমিষন্নপি ।  
 ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥

তত্ত্বদর্শী সাংখ্যযোগী দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, নিদ্রা, নিঃশ্বাসগ্রহণ, কথোপকথন,

মলমূত্রাদি ত্যাগ, গ্রহণ, চক্ষুর উন্মেষ এবং নিমেষ ইত্যাদি কার্যে ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয়সমূহে প্রবর্তিত এইরূপ বুঝে নিঃসন্দেহে মনে করেন যে আমি কিছুই করি না। ৮-৯

ব্রহ্মণ্যাধায় কৰ্মাণি সঙ্গং ত্যজ্ঞা কৰোতি যঃ।  
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্বপত্রমিবাভুসা॥

যিনি সমস্ত কর্ম পরমাত্মায় অর্পণ করেন এবং আসক্তি ত্যাগ করে কর্ম করেন, তিনি জলে পদ্বপত্রের ন্যায় পাপে লিপ্ত হন না। ১০

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।  
যোগিনঃ কৰ্ম কুৰ্বন্তি সঙ্গং ত্যজ্ঞাত্মশুদ্ধয়ে॥

নিষ্কাম কর্মযোগী ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং শরীরের প্রতি মমত্ববুদ্ধি রহিত হয়ে আসক্তি ত্যাগ করে চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম করেন। ১১

যুক্তঃ কৰ্মফলং ত্যজ্ঞা শান্তিমাप्নোতি নৈষ্ঠিকীম্।  
অযুক্তঃ কামকাৰেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে॥

নিষ্কাম কর্মযোগী কর্মফল ত্যাগ করে অবিচল শান্তি (ভগবৎ প্রাপ্তি) লাভ করেন আর সকাম ব্যক্তি



কামনাবশতঃ ফলে আসক্ত হয়ে বদ্ধ হন। ১২

সর্বকর্মাণি মনসা সন্ন্যস্যাস্তে সুখং বশী।  
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ ন কারয়ন্॥

বশীভূত অন্তঃকরণযুক্ত সাংখ্যযোগের আচরণকারী পুরুষ, কর্ম না করে বা না করিয়ে নবদ্বারযুক্ত দেহে সমস্ত কর্ম মনে মনে ত্যাগ করে আনন্দে সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার স্বরূপে স্থিত থাকেন। ১৩

ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।  
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্ত প্রবর্ততে॥

কারণ পরমেশ্বর মানুষের কর্তৃত্ব, কর্ম বা কর্মফল প্রাপ্তি সৃষ্টি করেন না, কিন্তু স্বভাবই (প্রকৃতি) প্রবর্তিত হয়। ১৪

নাদত্তে কস্যাচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।  
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥

সর্বব্যাপী পরমাত্মা কারও পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না, কিন্তু অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকায় মানুষ মোহগ্রস্ত হয়। ১৫

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।

তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্॥

কিন্তু আত্মজ্ঞান দ্বারা অন্তঃকরণের অজ্ঞান যাঁদের বিনষ্ট হয়েছে তাঁদের সেই জ্ঞান সূর্যের ন্যায় সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাকে প্রকাশিত করে। ১৬

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।

গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ॥

যাঁদের মন তাঁতে নিবিষ্ট, যাঁদের বুদ্ধিও তাঁতে স্থিত এবং যাঁরা সেই সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মায় নিরন্তর একীভাবে অবস্থান করেন, সেই তৎপরায়ণ ব্যক্তিগণ জ্ঞানের দ্বারা পাপরহিত হয়ে অপুনরাবৃত্তি অর্থাৎ পরমগতি প্রাপ্ত হন। ১৭

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।

শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥

ব্রহ্মজ্ঞানিগণ বিদ্যা ও বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণে, গো, হস্তী, কুকুর তথা চণ্ডালেও সমদর্শী\* হন। ১৮

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেবাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।

\*এর বিস্তারিত আলোচনা গীতা ৬ অধ্যায়ের ৩২ নং শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

নির্দোষঃ হি সমঃ ব্রহ্ম তস্মাদব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥

যাঁদের মন সমভাবে অবস্থিত, তাঁরা জীবিত অবস্থাতেই সংসার জয় করেছেন ; কারণ সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা নির্দোষ এবং সম, তাই তাঁরা সেই পরমাত্মাতেই অবস্থান করেন। ১৯

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।  
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥

যাঁরা প্রিয়বস্তু লাভে হৃষ্ট হন না এবং অপ্রিয়বস্তু প্রাপ্ত হলে উদ্বিগ্ন হন না ; স্থিরবুদ্ধি, সংশয়রহিত এইরূপ ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্ম পরমাত্মাতে নিত্য স্থিত। ২০

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যত্মনি যৎ সুখম্।  
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥

বাহ্য বিষয়ে অনাসক্ত পুরুষ আত্মায় যে শাস্ত্রত আনন্দ আছে তা লাভ করেন, অতঃপর সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্ম পরমাত্মার ধ্যানরূপ যোগে অভিন্নভাবে স্থিত হয়ে তিনি অক্ষয় আনন্দ অনুভব করেন। ২১



যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।  
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥

ভোগ যদিও বিষয়ীলোকের কাছে সুখরূপে ভাসিত হয়, কিন্তু আসলে তা দুঃখেরই হেতু। এর আদি-অন্ত আছে অর্থাৎ এ অনিত্য। সেইজন্য হে অর্জুন ! বুদ্ধিমান বিবেকশীল পুরুষ তাতে রত হন না। ২২

শক্লোতীহৈব যঃ সোদুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।  
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥

যিনি দেহত্যাগ করবার পূর্বে কাম-ক্রোধ হতে উৎপন্ন বেগ সহ্য করতে সক্ষম হন, তিনিই যোগী এবং সুখী। ২৩

যোহন্তঃসুখোহন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।  
স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোহধিগচ্ছতি॥

যিনি অন্তরাত্মাতেই সুখযুক্ত, আত্মারাম এবং আত্মাতেই জ্ঞানযুক্ত ; সেই সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্ম পরমাত্মার সঙ্গে একীভূত সাংখ্যযোগী ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন। ২৪

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ ।  
 ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মনঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥

যাঁর সমস্ত পাপ দূর হয়েছে, সমস্ত সংশয় জ্ঞান দ্বারা  
 ছিন্ন হয়েছে, যিনি সর্বভূতহিতে রত, সংযত চিত্ত ও  
 নিশ্চলভাবে পরমাত্মাতে স্থিত, সেই ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ  
 শান্তস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ২৫

কামক্রোধবিশুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্ ।  
 অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥

কাম-ক্রোধ হতে মুক্ত সংযতচিত্ত, ব্রহ্মদর্শী জ্ঞানী  
 পুরুষের সর্বদিক পরিপূর্ণ করে শান্ত পরব্রহ্মই স্থিত  
 আছেন। ২৬

স্পর্শান্ কৃৎস্না বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ ।  
 প্রাণাপানৌ সমৌ কৃৎস্না নাসাত্যন্তরচারিণৌ ॥  
 যতেन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः ।

বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥

বাহ্য বিষয়ভোগের চিন্তা না করে তাকে বাইরেই  
 ত্যাগ করে, চোখের দৃষ্টি ভ্রমধ্যে স্থাপন করে, নাসিকার  
 মধ্যে বিচরনশীল প্রাণ ও অপানবায়ুকে সম করে এবং

ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সংযত করে ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধশূন্য হয়ে যে মোক্ষপরায়ণ মুনি\* সর্বদা বিরাজ করেন, তিনি মুক্তই থাকেন। ২৭-২৮

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।  
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমুচ্ছতি॥

আমার ভক্ত আমাকে সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সর্বলোকের মহেশ্বর (ঈশ্বরেরও ঈশ্বর) এবং সকল প্রাণীর সুহৃদ অর্থাৎ স্বার্থরহিত দয়ালু ও প্রেমিক, এইরূপ তত্ত্বতঃ জেনে শান্তি লাভ করেন। ২৯

ওঁ তৎসদিতী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং  
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে কর্মসন্ন্যাসযোগো নাম  
পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥

ওঁ তৎ সৎ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদ্ তথা  
ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন সংবাদে  
‘কর্মসন্ন্যাসযোগ’ নামক পঞ্চম অধ্যায় সম্পূর্ণ হল।



\*পরমেশ্বরের স্বরূপ যিনি নিত্য মনন করেন।



ওঁ

॥ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধ্যানযোগ (আত্মসংযমযোগ)

শ্রীভগবানুবাচ

অনাশ্রিতঃ কৰ্মফলং কাৰ্যং কৰ্ম কৰোতি যঃ।  
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নিৰ্ণ চাক্রিয়ঃ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—যিনি কর্মফলের আশ্রয় না নিয়ে কর্তব্য-কর্ম করেন তিনিই সন্ন্যাসী এবং যোগী। যিনি কেবল যাগযজ্ঞাদিসম্পাদক বৈদিক অগ্নি ও লোকহিতকর ক্রিয়াদি ত্যাগ করেছেন তিনি যোগী বা সন্ন্যাসী নন। ১

যং সন্ন্যাসমিতি প্রার্থ্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।  
ন হ্যসন্ন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥

হে অর্জুন ! যাকে সন্ন্যাস\* বলা হয়, তাকেই তুমি যোগ♦ বলে জানবে কারণ সংকল্প ত্যাগ না করলে কেউই যোগী হতে পারে না। ২

☆-♦ তৃতীয় অধ্যায়ের ৩ নং শ্লোকের টিপ্পনীতে এদের অর্থ বিস্তারিতভাবে দেওয়া হয়েছে।

আরুৰুক্ষোৰ্মুনেৰ্যোগং কৰ্ম কারণমুচ্যতে।  
 যোগারুঢ়স্য তসৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥

যোগ-আরোহণে ইচ্ছুক মননশীল ব্যক্তির পক্ষে  
 যোগলাভের জন্য নিষ্কাম কৰ্ম করাকেই কারণ বলা  
 হয়েছে এবং যোগারুঢ় হলে যোগারুঢ় পুরুষের যে  
 সৰ্বসংকল্পের অভাব হয়, তাকেই তাঁর পরম কল্যাণের  
 কারণ বলা হয়েছে। ৩

যদা হি নেদ্রিয়ার্থেষু ন কৰ্মস্বনুষজ্জতে।  
 সৰ্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারুঢ়স্তদোচ্যতে॥

যখন সাধক ইন্দ্রিয়সমূহের ভোগে আসক্ত হন না  
 এবং কৰ্মেও আসক্ত হন না, তখন সেই  
 সৰ্বসংকল্পত্যাগী পুরুষকে যোগারুঢ় বলা হয়। ৪

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।  
 আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুৰাত্মনঃ॥

নিজের দ্বারাই নিজেকে সংসার হতে উদ্ধার করবে  
 এবং নিজেকে কখনও অধোগতির পথে যেতে দেবে  
 না; কারণ মানুষ নিজেই নিজের বন্ধু আবার নিজেই  
 নিজের শত্রু। ৫

বন্ধুরাত্মানন্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।  
 অনাত্মনস্ত শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুৰ্বৎ॥

যে আত্মার দ্বারা মন এবং ইন্দ্রিয়াদিসহ শরীর বশীভূত হয়েছে, সেই আত্মা নিজেই নিজের বন্ধু এবং যে আত্মার দ্বারা মন এবং ইন্দ্রিয়াদিসহ শরীর বশীভূত হয়নি, সেই আত্মা নিজেই নিজের শত্রু। ৬

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।  
 শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ॥

শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ এবং মান-অপমানে যাঁর চিত্ত পূর্ণরূপে শান্ত এইরূপ স্বাধীন-চিত্ত ব্যক্তি সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মায় সম্যকভাবে অবস্থান করেন অর্থাৎ তাঁর জ্ঞানে পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কিছুই থাকে না। ৭

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেन्द्रিয়ঃ।  
 যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ॥

যাঁর অন্তঃকরণ জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত, যিনি বিকার রহিত এবং জিতেन्द्रিয়, যাঁর দৃষ্টিতে মৃত্তিকা, প্রস্তর এবং স্বর্ণ সমতুল্য, তিনিই যোগযুক্ত অর্থাৎ তাঁর



ভগবৎ প্রাপ্তি হয়েছে বুঝতে হবে। ৮

সুহৃদমিত্রাৰ্যুদাসীনমধ্যস্থদেব্যবন্ধু।

সাধুস্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধিৰ্বিশিষ্যতে ॥

সুহৃদ\*, মিত্র, শত্রু, উদাসীন\*, মধ্যস্থ\*, দেব্য, বন্ধু, ধৰ্মাত্মা এবং পাপীদের উপর যিনি সমভাব রাখেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠ। ৯

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মনং রহসি স্থিতঃ।

একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥

মন ও ইন্দ্রিয়সহ যিনি সংযতদেহ, আকাঙ্ক্ষাশূন্য এবং সঞ্চয়বৃত্তিশূন্য; তিনি একাকী, নির্জন স্থানে থেকে নিরন্তর চিত্তকে পরমাত্মার ধ্যানে নিযুক্ত করবেন। ১০

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।

নাত্যচ্ছিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্ ॥

পবিত্রস্থানে, অতি উঁচু বা অতি নিচু না হয় এমনভাবে, ক্রমশঃ কুশ, মৃগচর্ম এবং বস্ত্রাদি পেতে নিজের স্থির আসন স্থাপন করবেন। ১১

\*স্বার্থশূন্য হয়ে যিনি সবার হিত করেন।

\*পক্ষপাতশূন্য।

\*উভয়পক্ষের হিতৈষী।

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃৎস্না যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।  
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥

সেই আসনে বসে চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযত করে মনকে একাগ্র করে, অন্তঃকরণের শুদ্ধির জন্য যোগ অভ্যাস করবেন। ১২

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।  
সংপ্ৰেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্॥

মেরুদণ্ড, মস্তক, গ্রীবাকে সমান ও নিশ্চলভাবে স্থির করে নিজ নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টিস্থাপন করে, অন্য কোনো দিকে না তাকিয়ে—১৩

প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।  
মনঃ সংযম্য মচ্ছিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥

ব্রহ্মার্চ্য ব্রতে স্থিত, ভয় রহিত ও প্রশান্তচিত্ত যোগী সতর্কতার সঙ্গে মনকে সংযত করে মদগতচিত্ত এবং মৎপরায়ণ হয়ে অবস্থান করবেন। ১৪

যুঞ্জন্মৈবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।  
শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি॥

সংযতচিত্ত যোগী এইভাবে আত্মাকে নিরন্তর

পরমেশ্বররূপ আমাতে সমাহিত করলে আমাতে স্থিত  
পরমানন্দের পরাকাষ্ঠারূপ শান্তি লাভ করেন। ১৫

নাত্যশ্নতন্তু যোগোহস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।  
ন চাতি স্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন॥

হে অর্জুন ! এই যোগ, যাঁরা অত্যধিক আহার  
করেন অথবা যাঁরা একান্ত অনাহারী, যাঁরা অতিশয়  
নিদ্রালু অথবা অত্যন্ত জাগরণশীল তাঁদের সিদ্ধ হয়  
না। ১৬

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।  
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥

দুঃখনাশক এই যোগ নিয়মিত আহার-বিহারকারী,  
কর্মে যথাযথ চেষ্টাকারী এবং নিয়মিত নিদ্রা ও  
জাগরণশীলেরই সিদ্ধ হয়। ১৭

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।  
নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা॥

চিত্ত যখন একান্তভাবে বশীভূত হয়ে পরমাত্মাতেই  
অবস্থান করে তখন ভোগে সম্পূর্ণভাবে আকাঙ্ক্ষাশূন্য  
পুরুষকে যোগযুক্ত বলা হয়। ১৮



যথা দীপো নিবাতছো নেপ্তে সোপমা স্মৃতা।  
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ॥

বায়ুবিহীন স্থানে প্রদীপ যেমন চঞ্চল হয় না,  
পরমাত্মার ধ্যানে সংযতচিত্ত যোগীর উপমারূপে  
তাকেই উল্লেখ করা হয়। ১৯

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।  
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যনাত্মনি তুষ্যতি॥

যোগ অভ্যাসের দ্বারা নিরুদ্ধ চিত্ত যে অবস্থায় নিবৃত্ত  
হয় এবং যে অবস্থায় পরমাত্মার ধ্যানে শুদ্ধ বুদ্ধির  
সাহায্যে পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করে যোগী পরমাত্মাতেই  
পরিতুষ্ট হন। ২০

সুখমাত্যন্তিকং যন্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।  
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥

ইন্দ্রিয়াদির অতীত, কেবল পরিশুদ্ধ বুদ্ধিদ্বারা গ্রাহ্য  
যে অনন্ত আনন্দ আছে, যোগী এই অবস্থায় সেটি  
অনুভব করেন এবং সেই অবস্থায় স্থিত যোগী  
কোনোভাবেই পরমাত্মাস্বরূপ হতে আর বিচলিত হন  
না। ২১

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।  
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥

পরমাত্মাকে লাভ করে অন্য কিছুকে যোগী তা অপেক্ষা অধিক লাভজনক মনে করেন না এবং পরমাত্মাপ্রাপ্তিরূপ সেই অবস্থায় স্থিত হয়ে মহাদুঃখেও বিচলিত হন না। ২২

তং বিদ্যাদুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।  
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোহনির্বিগ্নচেতসা॥

যা দুঃখরূপ সংসারের সংযোগরহিত, তাকেই বলা হয় যোগ, এটি জানা চাই। এই যোগ অধৈর্য না হয়ে অর্থাৎ ধৈর্য ও উৎসাহযুক্ত চিত্তে নিশ্চয়পূর্বক অভ্যাস করা কর্তব্য। ২৩

সংকল্পপ্রভবান্ কামান্ ত্যক্ত্বা সর্বানশেষতঃ।  
মনসৈবেन्द्रিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥

সংকল্পজাত সমস্ত কামনা নিঃশেষে ত্যাগ করে মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে সমস্ত বিষয় হতে নিবৃত্ত করে—২৪

শনৈঃ শনৈরূপরমেদ্বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।

আত্মসংস্থং মনঃ কৃৎস্না ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥

ধীরে ধীরে অভ্যাসের দ্বারা উপরতিতে স্থিত হবেন  
এবং ধৈর্যযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা মনকে পরমাত্মায় স্থাপন করে  
পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কিছুই চিন্তা করবেন না। ২৫

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।  
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥

এই অস্থির চঞ্চল মন যে-যে বিষয়ের প্রতি  
ধাবিত হয়, সেই সেই বিষয় হতে তাকে প্রত্যাহার  
করে বারবার পরমাত্মাতেই স্থিত করবেন। ২৬

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।  
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥

কারণ প্রশান্তচিত্ত, পাপরহিত এবং রজোগুণ-  
বৃত্তিশূন্য যোগী সচ্চিদানন্দধন ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম হয়ে  
পরম আনন্দ লাভ করেন। ২৭

যুগ্মেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।  
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্রুতে ॥

সেই নিষ্পাপ যোগী এইভাবে নিরন্তর আত্মাকে  
পরমাত্মায় সমাহিত করে অনায়াসে পরব্রহ্ম



পরমাত্মাপ্রাপ্তিরূপ অনন্ত আনন্দ অনুভব করেন। ২৮

সর্বভূতহুমান্নানং সর্বভূতানি চাত্মনি।

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥

সর্বব্যাপী অনন্ত চেতনে একত্বভাবযুক্ত তথা সর্বত্র সমদর্শনকারী যোগী স্বীয় আত্মাকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে স্বীয় আত্মায় দর্শন করেন। ২৯

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি।

তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥

যিনি সর্বভূতে আত্মারূপে আমাকে (বাসুদেবকে) দেখেন\* এবং সর্বভূতকে আমাতে দেখেন তাঁর কাছে আমি অদৃশ্য হই না এবং তিনিও আমার কাছে অদৃশ্য হন না। ৩০

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।

সর্বথা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে॥

যে-ব্যক্তি অভেদভাবে স্থিত হয়ে সর্বভূতে আত্মারূপে আমাকে (সচ্চিদানন্দঘন বাসুদেবকে)

\*গীতা ৯ অধ্যায়ের ৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

ভজনা করেন, সেই যোগী সর্বপ্রকার ব্যবহার করলেও  
আমাতেই অবস্থান করেন। ৩১

আত্মোপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোহর্জুন।  
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥

হে অর্জুন ! যিনি\* সর্বত্র সমদর্শী হয়ে সকল ভূতের  
সুখ ও দুঃখকে নিজের সুখ ও দুঃখ বলে অনুভব করেন,  
আমার মতে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। ৩২

অর্জুন উবাচ

যোহয়ং যোগত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।  
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্।

অর্জুন বললেন—হে মধুসূদন ! আপনি যে সমতারূপ  
যোগের কথা বললেন, মন চঞ্চল হওয়ায় আমি তার

---

\*মানুষ যেমন নিজ মস্তক, হাত, পা এবং গুহোর সঙ্গে  
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র এবং শ্লেচ্ছদের ন্যায় ব্যবহার করলেও তাতে  
আত্মভাব অর্থাৎ সবেতে একই আপনভাব হওয়ায় সুখ ও দুঃখকে  
সমানভাবে দেখে, তেমনই সমস্ত প্রাণীতে (ভূতাদিতে) নিজের  
মতো করে দেখাকেই সমভাব বলা হয়।

---

নিত্য স্থিতি দেখতে পাচ্ছি না। ৩৩

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবৎ দৃঢ়ম্।  
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥

কারণ হে কৃষ্ণ ! মন অত্যন্ত চঞ্চল, বিক্ষোভকারী,  
দৃঢ় ও শক্তিশালী। তাই একে বশে রাখা আমি বায়ুকে  
নিরুদ্ধ করার মতো দুষ্কর বলে মনে করি। ৩৪

শ্রীভগবানুবাচ

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।  
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে মহাবাহো ! মন  
নিঃসন্দেহে চঞ্চল এবং একে বশে রাখা দুষ্কর। কিন্তু হে  
কুন্তীপুত্র অর্জুন ! অভ্যাস\* ও বৈরাগ্য দ্বারা একে বশ  
করা যায়। ৩৫

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।  
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোহবাণ্ডুমুপায়তঃ॥

\*গীতা ১২ অধ্যায়ের ৯নং শ্লোকের টিপ্পনীতে এটি  
বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।



যারা সংযতচিত্ত নয় তাদের দ্বারা এই যোগ  
দুপ্রাপ্য, কিন্তু যত্নশীল বশীভূতচিত্ত ব্যক্তি সাধনার দ্বারা  
এই যোগ সহজেই প্রাপ্ত হতে পারেন—এই আমার  
মত । ৩৬

অর্জুন উবাচ

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ ।  
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥

অর্জুন বললেন—হে কৃষ্ণ ! যিনি যোগে শ্রদ্ধা  
রাখেন, কিন্তু সংযতচিত্ত নন, সেইজন্য অন্তিম সময়ে  
(মৃত্যুকালে) যাঁর মন যোগ হতে বিচলিত হয়ে যায়,  
এইরূপ যোগী যোগসিদ্ধ না হয়ে অর্থাৎ পরমাত্মার  
সাক্ষাৎকার না করে কীরূপ গতি প্রাপ্ত হন ? ৩৭

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টস্থিমাভ্রমিব নশ্যতি ।  
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥

হে মহাবাহো ! তিনি কি ভগবৎপ্রাপ্তির পথে বিভ্রান্ত  
এবং নিরাশ্রয় হয়ে ছিন্ন মেঘখণ্ডের ন্যায় উভয় পথ হতে  
ভ্রষ্ট হয়ে বিনাশ প্রাপ্ত হন ? ৩৮

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমহস্যশেষতঃ।  
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে॥

হে কৃষ্ণ ! আমার এই সংশয় নিঃশেষে আপনিই দূর  
করতে সমর্থ ; কারণ আপনি ছাড়া অন্য কেউ এই  
সংশয় দূর করতে পারবে না। ৩৯

শ্রীভগবানুবাচ

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।  
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে পার্থ ! সেই ব্যক্তির  
ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও বিনাশ নেই। কারণ  
হে বৎস ! কল্যাণকারীর কখনও অধোগতি হয় না। ৪০

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।  
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোহভিজায়তে॥

যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যত্মাগণের প্রাপ্যলোক অর্থাৎ  
স্বর্গাদি উচ্চলোকে বহুকাল বাস করে পুনঃ সদাচার-  
সম্পন্ন ধনীর গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। ৪১

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি শ্রীমতাম্।

এতন্নি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদিদৃশম্॥

অথবা যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি সেইসকল লোকাদিতে না গিয়ে জ্ঞানবান যোগীর কুলে জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপ জন্ম জগতে অত্যন্ত দুর্লভ। ৪২

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্।  
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুন্নন্দন॥

সেই দেহে পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে তিনি মোক্ষপর বুদ্ধি লাভ করেন। এবং হে কুরুন্নন্দন ! তার প্রভাবে পুনরায় পরমাত্মাকে লাভের জন্য তিনি পূর্বাপেক্ষা তীব্রভাবে চেষ্টা করেন। ৪৩

পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোহপি সঃ।  
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে॥

তিনি\* (শ্রীসম্পন্ন সদাচারী ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণকারী) যোগভ্রষ্ট হয়েও পূর্ব জন্মের অভ্যাসবশে নিজের অবশেষেই ভগবানে আকৃষ্ট হন, তথা সমবুদ্ধিরূপ

---

\*এখানে ‘তিনি’ শব্দের দ্বারা শ্রীসম্পন্ন সদাচারীর গৃহে জন্মগ্রহণকারী যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি বুঝতে হবে।



যোগের জিজ্ঞাসু ব্যক্তিও বেদে-বর্ণিত সকাম কর্মের ফলকে অতিক্রম করেন। ৪৪

প্রযত্নাদ্ যতমানন্তু যোগী সংশুদ্ধকিঞ্চিষঃ।  
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্॥

কিন্তু যত্নপূর্বক অভ্যাসকারী যোগী বিগত বহু জন্মের সাধনসঞ্চিত সংস্কারের প্রভাবে এই জন্মেই পাপরহিত হয়ে যান এবং তৎকালেই পরমগতি লাভ করেন। ৪৫

তপস্বিত্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিত্যোহপি মতোহধিকঃ।  
কর্মিত্যাশাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন॥

যোগী তপস্বিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, শাস্ত্রজ্ঞপণ্ডিতগণের হতেও শ্রেষ্ঠ এবং সকাম কর্মানুষ্ঠানকারিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। অতএব হে অর্জুন ! তুমি যোগী হও। ৪৬

যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনান্তরাশ্রয়ানা।  
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

সকল যোগীর মধ্যে যিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে মদগতচিন্তে নিরন্তর আমাকে ভজনা করেন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী—এই আমার মত। ৪৭

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং  
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে আত্মসংযমযোগো নাম  
ষষ্ঠোমোহধ্যায়ঃ ॥

ওঁ তৎ সৎ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদ্ তথা  
ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন সংবাদে  
ধ্যানযোগ (আত্মসংযমযোগ) নামক ষষ্ঠ অধ্যায়  
সম্পূর্ণ হল।



ওঁ

॥ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

সপ্তম অধ্যায়

জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।

অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে পার্থ ! একনিষ্ঠ ভক্তির দ্বারা আমাতে আসক্ত চিত্ত, মৎপরায়ণ এবং যোগযুক্ত হয়ে যেভাবে তুমি বিভূতি, বল ও ঐশ্বর্য গুণাবিত সকলের আত্মারূপী আমাকে নিঃসংশয়ে জানতে পারবে, তা শোনো। ১

জ্ঞানং তেহহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।  
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োহন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে॥

আমি তোমাকে বিজ্ঞানসহ এই তত্ত্বজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে বলছি যা জানলে ইহলোকে আর কিছুই জানবার বাকি থাকে না। ২

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।  
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥

হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কোনো একজন আমাকে লাভ করবার জন্য যত্ন করেন এবং সেই যত্নকারীদের মধ্যে হয়তো কেউ আমাকে তত্ত্বতঃ জানতে পারেন। ৩

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।  
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টথা॥



অপরেয়মিতস্তন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।  
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥

পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং  
অহঙ্কার—এ হল আট ভাগে বিভক্ত অপরা প্রকৃতি  
অর্থাৎ আমার জড় প্রকৃতি এবং হে মহাবাহো ! এ ছাড়া  
অন্য প্রকৃতি যাঁর দ্বারা এই সম্পূর্ণ জগৎ ধৃত আছে,  
তাঁকে আমার জীবরূপা পরা অর্থাৎ চেতন প্রকৃতি বলে  
জানবে। ৪-৫

এতদ্যোনিনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়।  
অহং কৎক্ষস্যা জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥

হে অর্জুন ! সর্বভূত (জড় ও চেতন) এই উভয়  
প্রকৃতি হতেই উৎপন্ন বলে জানবে এবং আমি সমস্ত  
জগতের উৎপত্তি এবং প্রলয়রূপ অর্থাৎ সমগ্র জগতের  
মূল কারণ। ৬

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।  
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥

হে ধনঞ্জয় ! আমি অপেক্ষা জগতের অন্য শ্রেষ্ঠ  
কোনও কারণ নেই। সূত্রে যেমন মণিসমূহ গ্রথিত

থাকে, সেইরূপ এই জগৎ আমাতে গ্রথিত রয়েছে। ৭  
রসোহমঙ্গু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ।  
প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু॥

হে অর্জুন ! আমি জলে রস, চন্দ্র ও সূর্যের জ্যোতি,  
চারি বেদে ওঁকার, আকাশে শব্দ এবং মনুষ্য মধ্যে  
পুরুষকাররূপে বিরাজ করি। ৮

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।  
জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু॥

আমি পৃথিবীতে পবিত্র\* গন্ধ, অগ্নিতে তেজ এবং  
সর্ব ভূতে জীবন এবং তপস্বীদের তপ। ৯

বীজং মাং সর্বভূতানাং বুদ্ধি পার্থ সনাতনম্।  
বুদ্ধিবুদ্ধিমতামস্মি তেজন্তেজস্বিনামহম্॥

হে অর্জুন ! সকল ভূতের সনাতন বীজ আমাকেই  
জানবে, বুদ্ধিমানের বুদ্ধি এবং তেজস্বীগণের তেজও  
আমি। ১০

---

\* শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধের দ্বারা বর্তমান প্রসঙ্গে এদের  
কারণরূপ তন্মাত্রকে ধরা হয়েছে। এই বিষয়টি স্পষ্ট করবার জন্য  
এগুলির সঙ্গে পবিত্র শব্দটি যোগ করা হয়েছে।

বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জিতম্।  
ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোহস্মি ভরতর্ষভ॥

হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! আমি বলবানদের কামরাগবিবর্জিত বল অর্থাৎ সামর্থ্য এবং সর্বভূতে ধর্মের অনুকূল অর্থাৎ শাস্ত্রসম্মত কাম। ১১

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্ত্রামসাশ্চ যে।  
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥

যে-সকল ভাব সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণ হতে উৎপন্ন হয়, তা সবই ‘আমা হতে উৎপন্ন’ বলে জেনো, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে\* আমি সেইগুলিতে নেই এবং সেইগুলিও আমাতে নেই। ১২

ত্রিভিগুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।  
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥

গুণের কার্যরূপ সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক —এই তিন প্রকার ভাব দ্বারা এই সমস্ত জগতের প্রাণিসমূহ মোহিত হয়ে আছে ; তাই এই ত্রিগুণের অতীত অবিনাশী আমাকে তারা জানতে পারে না। ১৩

\* গীতা ৯ অধ্যায় ৪-৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।



দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যা।  
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

কারণ আমার এই অতি অদ্ভুত ত্রিগুণাত্মিকা মায়া  
অত্যন্ত দুস্তর। কিন্তু যাঁরা কেবল আমাকেই নিরন্তর  
ভজনা করেন, তাঁরাই এই দুস্তর মায়া উত্তীর্ণ হতে  
পারেন অর্থাৎ সংসার-বন্ধন হতে মুক্ত হন। ১৪

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।  
মায়য়াপহতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥

মায়া-দ্বারা যাঁদের জ্ঞান অপহত, এরূপ আসুর  
স্বভাবযুক্ত নরাধম, নীচ, কুকর্মকারী মূঢ়ব্যক্তির  
আমাকে ভজনা করে না। ১৫

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোহর্জুন।  
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥

হে ভরতকুল শ্রেষ্ঠ অর্জুন ! অর্থার্থী,\* আর্ত,\*  
জিজ্ঞাসু♦ এবং জ্ঞানী—এই চার প্রকার পুণ্যকর্মা

\*জাগতিক পদার্থের জন্য উপাসনাকারী।

\*সঙ্কটমুক্তির আশায় উপাসনাকারী।

♦আমাকে যথার্থরূপে জানার ইচ্ছায় উপাসনাকারী।

ভক্তগণ আমার ভজনা করেন। ১৬

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।  
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহ্যতর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥

এই চার প্রকার ভক্তের মধ্যে আমাতে নিত্যযুক্ত,  
এবং একনিষ্ঠ ভক্তিসম্পন্ন জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। কেননা  
জ্ঞানীর আমি অত্যন্ত প্রিয় এবং জ্ঞানীও আমার অতীব  
প্রিয়। ১৭

উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্ত্বৈব মে মতম্।  
আহ্বিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥

এঁরা সকলেই মহান, কিন্তু জ্ঞানী সাক্ষাৎ আমারই  
স্বরূপ—এই আমার মত ; কারণ মদগত মনবুদ্ধি  
সম্পন্ন জ্ঞানী ভক্ত সর্বোৎকৃষ্ট গতিস্বরূপ আমাতেই  
অবস্থান করেন। ১৮

বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।  
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥

বহু জন্মের পর এই শেষ জন্মে তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ  
‘সবকিছুই বাসুদেব’ —এইরূপ জেনে আমার ভজনা

করেন, এইরূপ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ। ১৯

কামৈশ্তৈশ্তৈর্হতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেহন্যদেবতাঃ।

তং তং নিয়মমাহ্বায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥

বিভিন্ন ভোগাদির কামনায় যাঁদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে, তাঁরা নিজ নিজ স্বভাবের বশীভূত হয়ে সেই সেই নিয়ম পালন করে অন্যান্য দেবতার ভজনা করেন, অর্থাৎ উপাসনা করেন। ২০

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।

তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥

যে যে সকাম ভক্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে যে-যে দেবতাকে অর্চনা করেন, সেই সেই ভক্তের শ্রদ্ধা আমি সেই সেই দেবতাতেই দৃঢ় করে দিই। ২১

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।

লভতে চ ততঃ কামান্ ময়েব বিহিতান্ হি তান্॥

সেই ভক্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে সেই দেবতার আরাধনা করেন এবং সেই দেবতার নিকট হতে আমারই বিহিত কাম্য বস্তু অবশ্যই লাভ করেন। ২২



অন্তবত্তু ফলং তেষাং তত্ত্বত্যাগ্নমেধসাম্।  
দেবান্ দেবযজো যান্তি মন্ত্রজ্ঞা যান্তি মামপি॥

কিন্তু সেই অগ্নিবুদ্ধি ব্যক্তিদের আরাধনালব্ধ ফল  
বিনাশশীল। দেবতাদের পূজকগণ দেবতাদের প্রাপ্ত  
হন ; এবং আমার ভক্তগণ যে ভাবেই আমার ভজনা  
করুক, তাঁরা আমাকেই প্রাপ্ত হন। ২৩

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।  
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥

বুদ্ধিহীন ব্যক্তিগণ আমার সর্বোৎকৃষ্ট অবিনাশী পরম  
ভাব না জেনে মন ও ইন্দ্রিয়ের অতীত সচ্চিদানন্দধন  
পরমাত্মাস্বরূপ আমাকে সাধারণ মনুষ্যের ন্যায়  
ব্যক্তিভাবসম্পন্ন বলে মনে করে। ২৪

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।  
মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥

নিজ যোগমায়ার দ্বারা আবৃত বলে আমি সকলের  
নিকট প্রকাশিত হই না, তাই এই সব মূঢ় ব্যক্তিগণ  
জন্মরহিত অবিনাশী পরমেশ্বর আমাকে জানতে পারে  
না অর্থাৎ আমাকে জন্ম-মরণশীল বলে মনে করে। ২৫

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন।  
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন॥

হে অর্জুন ! অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ—এই  
তিন কালের ভূতসমুদয়কে আমি জানি, কিন্তু শ্রদ্ধা-  
ভক্তিশূন্য ব্যক্তি আমাকে জানতে পারে না। ২৬

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।  
সর্বভূতানি সন্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ॥

হে ভরতবংশীয় অর্জুন ! জগতে ইচ্ছা-দ্বেষ হতে  
উৎপন্ন সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বরূপ মোহ দ্বারা সমস্ত প্রাণী  
অজ্ঞান হয়ে আছে। ২৭

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্।  
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥

কিন্তু নিষ্কামভাবে শ্রেষ্ঠ কর্মের আচরণকারী যে-  
সকল পুরুষের পাপ নষ্ট হয়েছে, তাঁরা রাগ-দ্বেষ জনিত  
দ্বন্দ্ব মোহ মুক্ত হয়ে দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে আমাকে ভজনা  
করেন। ২৮

জরামরণমোক্ষায় মামাপ্রিত্য যতন্তি যে।  
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্॥

যাঁরা আমার শরণাগত হয়ে জরা-মরণ হতে মুক্তি  
লাভের জন্য যত্ন করেন তাঁরা সনাতন ব্রহ্ম, সমগ্র  
অধ্যাত্ম এবং অখিল কর্ম অবগত হন। ২৯

সাধিভূতাদিদৈবং মাং সাধিয়জ্ঞং চ যে বিদুঃ।  
প্রয়াণকালেহপি চ মাং তে বিদ্যুজ্ঞচেতসঃ॥

যাঁরা অধিভূত, অধিদৈব ও অধিয়জ্ঞের সঙ্গে (সবার  
আত্মরূপে) আমাকে জানেন, সেই সকল সমাহিত চিত্ত  
ব্যক্তি মৃত্যুকালেও আমাকে জানেন অর্থাৎ আমাকে  
প্রাপ্ত হন। ৩০

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং  
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে জ্ঞানবিজ্ঞানযোগো  
নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥

ওঁ তৎ সৎ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদ্ তথা  
ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন সংবাদে  
‘জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ’ নামক সপ্তম অধ্যায় সম্পূর্ণ হল।





ওঁ

॥ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

অষ্টম অধ্যায়

অক্ষরব্রহ্মযোগ

অর্জুন উবাচ

কিং তদ্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম পুরুষোত্তম।  
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে॥

অর্জুন বললেন—হে পুরুষোত্তম ! ব্রহ্ম কী ?  
অধ্যাত্ম কী ? কর্ম কী ? অধিভূত এবং অধিদৈবই বা  
কাকে বলে ? ১

অধিযজ্ঞঃ কথং কোহত্র দেহেহস্মিন্ মধুসূদন।  
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োহসি নিয়তাত্মভিঃ॥

হে মধুসূদন ! এই দেহে অধিযজ্ঞ কে এবং তিনি  
কীভাবে অবস্থিত ? অন্তকালে সমাহিতচিত্ত ব্যক্তিগণ  
আপনাকে কীরূপে জ্ঞাত হন ? ২

শ্রীভগবানুবাচ

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোহধ্যাত্মমুচ্যতে।

ভূতভাবোত্তবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—পরম অক্ষর হল ‘ব্রহ্ম’। নিজ স্বরূপ অর্থাৎ জীবাত্মাকে বলা হয় ‘অধ্যাত্ম’ এবং ভূতগণের ভাবের উৎপত্তিকারী যে ত্যাগ তাকে বলা হয় ‘কর্ম’। ৩

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।

অধিযজ্ঞোহহমেবাত্র দেহে দেহভূতাং বর ॥

উৎপত্তি ও বিনাশশীল সমস্ত বস্তুই অধিভূত ;

হিরণ্যগর্ভ পুরুষই\* অধিদৈব এবং হে নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন !

এই দেহে আমিই (বাসুদেব অন্তর্যামিরূপে) অধিযজ্ঞ। ৪

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্তা কলেবরম্।

যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥

যিনি মৃত্যুকালে আমাকেই স্মরণ করতে করতে

দেহত্যাগ করেন তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন—এতে

কোনো সংশয় নেই। ৫

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।

\*যাঁকে শাস্ত্রে ‘সূত্রাত্মা’, ‘হিরণ্যগর্ভ’, ‘প্রজাপতি’, ‘ব্রহ্মা’ প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়েছে।

তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥

হে কৌন্তেয় ! মানুষ মৃত্যুকালে যে-যে ভাব স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করেন সেই সেই ভাবই তিনি প্রাপ্ত হন ; কারণ তিনি সর্বদা সেই ভাবেই ভাবিত থাকেন। ৬

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।  
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্ ॥

অতএব হে অর্জুন ! তুমি নিরন্তর আমাকে স্মরণ করো এবং যুদ্ধও করো। আমাতে মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করলে তুমি আমাকেই লাভ করবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। ৭

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।  
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥

হে পার্থ ! পরমেশ্বরের ধ্যানে অভ্যাসরূপ যোগে যুক্ত হয়ে অনন্যগামী চিন্তে নিরন্তর চিন্তামগ্ন পুরুষ, জ্যোতির্ময় পরম দিব্যপুরুষকে অর্থাৎ পরমেশ্বরকেই লাভ করেন। ৮



কবিং            পুরাণমনুশাসিতার-  
                   মণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্            যঃ।

সর্বস্য            ধাতারমচিন্ত্যরূপ-  
                   মাদিত্যবর্ণং    তমসঃ    পরস্তাৎ॥

যিনি সর্বজ্ঞ, সনাতন, বিশ্ব-নিয়ন্তা\* এবং  
 সৃষ্টিাতিসৃষ্টি, সকলের ধারণ-পোষণকারী, অচিন্ত্য-  
 স্বরূপ, সূর্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ এবং অবিদ্যার অতীত শুদ্ধ  
 সচ্চিদানন্দঘন পরমেশ্বরকে স্মরণ করেন। ৯

প্রয়াণকালে            মনসাচলেন  
                   ভক্ত্যা    যুক্তো    যোগবলেন    চৈব।  
 ক্রবোর্মধ্যে    প্রাণমাবেশ্য    সম্যক্  
                   স তং পরং পুরুষমুপৈতি    দিব্যম্॥

সেই ভক্তিমান ব্যক্তি অন্তিমকালে যোগবলের দ্বারা  
 জায়ুগলের মধ্যে প্রাণকে ধারণপূর্বক, একাগ্র মনে স্মরণ  
 করে সেই দিব্য পরম পুরুষকেই প্রাপ্ত হন। ১০

---

\*অন্তর্যামিরূপে সমস্ত প্রাণীর শুভ-অশুভ কর্ম অনুযায়ী  
 শাসনকর্তা।

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি

বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ।

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি

তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে॥

বেদার্থজ্ঞগণ যাঁকে অক্ষর পুরুষ বলে বর্ণনা করেন,  
নিঃস্পৃহ যোগিগণ যাঁকে লাভ করেন, ব্রহ্মচারিগণ  
যাঁকে লাভ করার আকাঙ্ক্ষায় ব্রহ্মচর্য পালন করেন,  
সেই পরমপদ প্রাপ্তির উপায় আমি তোমাকে সংক্ষেপে  
বলছি। ১১

সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।

মূৰ্খ্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাহিতো যোগধারণাম্॥

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।

যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং য যাতি পরমাং গতিম্॥

সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার সংযত করে এবং মনকে হৃদয়ে  
নিরুদ্ধ করে, প্রাণকে মস্তকে স্থাপন করে  
পরমাত্মাসম্বন্ধী যোগে স্থিত হয়ে যিনি ‘ওঁ’ এই একাক্ষর  
ব্রহ্ম উচ্চারণ করতে করতে এবং তার অর্থস্বরূপ নির্গুণ  
ব্রহ্মরূপ আমাকে স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করেন

তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন। ১২-১৩

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।  
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥

হে অর্জুন ! যিনি অনন্য চিত্তে আমাকে নিরন্তর  
স্মরণ করেন, সেই নিত্য-নিরন্তর স্মরণশীল যোগীর  
নিকট আমি সহজলভ্য। ১৪

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাস্বতম্।  
নাপ্রবৃন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥

মুক্ত মহাত্মাগণ আমাকে লাভ করে আর দুঃখালয়,  
ক্ষণভঙ্গুর সংসারে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না। ১৫

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন।  
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

হে অর্জুন ! পৃথিবী হতে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত  
সমস্ত লোকই পুনরাবর্তনশীল, কিন্তু হে কৌন্তেয় !  
আমাকে প্রাপ্ত হলে আর পুনর্জন্ম হয় না ; কারণ আমি  
কালাতীত এবং এই সমস্ত লোক কালের অধীন হওয়ায়  
অনিত্য। ১৬

সহস্রযুগপর্যন্তমহর্ষদ্ব্রহ্মণো বিদুঃ।



রাত্রিঃ যুগসহস্রান্তাং তেহহোরাত্রবিদো জনাঃ॥

সহস্র চতুর্যুগব্যাপী ব্রহ্মার এক দিন এবং সহস্র চতুর্যুগব্যাপী তাঁর এক রাত্রি। যিনি তত্ত্বতঃ একথা জানেন তিনি দিবা-রাত্রের তত্ত্ব জানেন। ১৭

অব্যক্তাদব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।  
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥

সমস্ত চরাচর ভূতসমুদয় ব্রহ্মার দিবাগমে অব্যক্ত হতে অভিব্যক্ত হয় এবং তাঁর রাত্রি সমাগমে সেই অব্যক্তেই লয় হয়। ১৮

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।  
রাত্র্যাগমেহবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে॥

হে পার্থ ! প্রকৃতির বশবর্তী সেই ভূতসমুদয় পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয়ে ব্রহ্মার রাত্রিসমাগমে লয় হয় এবং দিবাগমে পুনরায় উৎপন্ন হয়। ১৯

পরন্তুস্মাৎ তু ভাবোহন্যোহব্যক্তোহব্যক্তাৎ সনাতনঃ।  
যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যাৎসু ন বিনশ্যতি॥

সেই অব্যক্তের অতীত সম্পূর্ণ বিলক্ষণ যে সনাতন অব্যক্ত ভাব আছে, সেই পরম দিব্যপুরুষ সমস্ত ভূত

বিনষ্ট হলেও বিনষ্ট হন না। ২০

অব্যক্তোহঙ্কর ইত্যুক্তস্তমাহঃ পরমাং গতিম্।  
যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥

যে অব্যক্তকে অঙ্কর নামে বলা হয়েছে, সেই অঙ্কর নামক অব্যক্ত ভাবকে পরমগতি বলা হয় এবং যে সনাতন অব্যক্ত ভাব প্রাপ্ত হলে মানুষকে আর ফিরে আসতে হয় না, তাই হল আমার পরম ধাম। ২১

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যায়া।  
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্॥

হে পার্থ ! সর্বভূত যে-পরমাত্মার অন্তর্গত এবং যে সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার দ্বারা এই জগৎ পরিব্যাপ্ত\*, সেই সনাতন অব্যক্ত পরম পুরুষকে অনন্যা\* ভক্তির দ্বারা লাভ করা যায়। ২২

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাৱৃত্তিঃ চৈব যোগিনঃ।  
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ॥

\*গীতা নবম অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

\*গীতা একাদশ অধ্যায়ের ৫৫তম শ্লোকে এর বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! যে কালে\* শরীর ত্যাগ করলে  
যোগিগণ মোক্ষ ও পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন সেই দুই কালের  
কথা আমি তোমাকে বলব। ২৩

অগ্নিজ্যোতিরহঃ শুক্রঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।  
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥

যে-মার্গে জ্যোতির্ময় অগ্নির অধিপতি দেবতা,  
দিনের অধিপতি দেবতা, শুক্রপক্ষের অধিপতি দেবতা  
এবং উত্তরায়ণের ছয় মাসের অধিপতি দেবতা থাকেন,  
সেই মার্গে মৃত্যু হলে ব্রহ্মবিদ যোগিগণ উপরিউক্ত  
দেবাদিগণের দ্বারা ক্রমশঃ নীত হয়ে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত  
হন। ২৪

ধূমো রাত্রিস্থথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।  
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে॥

যে-মার্গে ধূমের অধিপতি দেবতা, রাত্রির অধিপতি  
দেবতা এবং কৃষ্ণপক্ষের অধিপতি দেবতা ও

---

\* এখানে কাল শব্দের দ্বারা পথ বুঝতে হবে ; কারণ পরবর্তী  
শ্লোকগুলিতে ভগবান এর নাম ‘সৃতি’, ‘গতি’—এইরূপ  
বলেছেন।



দক্ষিণায়নের ছয় মাসের অধিপতি দেবতা থাকেন, সেই  
মার্গে মৃত্যু হলে সকাম কর্মযোগী উপরিউক্ত দেবগণের  
দ্বারা ক্রমশঃ নীত হয়ে চন্দ্রজ্যোতি প্রাপ্ত হয়ে স্বর্গে নিজ  
পুণ্যকর্মের ফল ভোগ করে পুনরাগমন করেন। ২৫

শুক্রকৃষ্ণে গতি হ্যেতে জগতঃ শাস্বতে মতে।  
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ততে পুনঃ॥

কারণ জগতে এই দু'টি পথ—শুক্র ও কৃষ্ণ অর্থাৎ  
দেবযান ও পিতৃযানকে সনাতন পথ বলা হয়, এর মধ্যে  
একটিতে† পুনর্জন্ম হয় না অর্থাৎ পরমগতি লাভ হয়  
এবং অপরটিতে\* পুনরাগমন করতে হয় অর্থাৎ জন্ম-  
মৃত্যু প্রাপ্তি হয়। ২৬

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।  
তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জুন॥

হে পার্থ ! এই উভয় পথের তত্ত্ব জানলে কোনও

† অর্থাৎ এই অধ্যায়ের ২৪তম শ্লোক অনুসারে অর্চিমার্গ  
প্রাপ্ত যোগী।

\* অর্থাৎ এই অধ্যায়ের ২৫তম শ্লোক অনুযায়ী ধূমমার্গে  
গমনকারী সকাম কর্মযোগী।

যোগী মোহগ্রস্ত হন না। সেইজন্য হে অর্জুন ! তুমি সর্বদা  
সমবুদ্ধিরূপ যোগে যুক্ত হও অর্থাৎ আমাকে প্রাপ্তির  
জন্য নিরন্তর সাধনপরায়ণ হও। ২৭

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব

দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিশ্টম্।

অত্যেতি তৎ সর্বমিদং বিদিত্বা

যোগী পরং জ্ঞানমুপৈতি চাদ্যম্॥

যোগিগণ এই রহস্যের তত্ত্ব জেনে বেদপাঠ, যজ্ঞ,  
তপস্যা এবং দান ইত্যাদি করায় যে-পুণ্যফল বলা  
হয়েছে, সে সবই নিঃসন্দেহে অতিক্রম করেন এবং  
সনাতন ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। ২৮

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং  
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে অক্ষরব্রহ্মযোগো নাম  
অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥

ওঁ তৎ সৎ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদ্ তথা  
ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন সংবাদে  
‘অক্ষরব্রহ্মযোগ’ নামক অষ্টম অধ্যায় সম্পূর্ণ হল।



ওঁ

॥ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

নবম অধ্যায়

রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগ

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।  
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেহশুভাৎ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—তোমার দোষদৃষ্টি নেই,  
তাই তোমাকে এই পরম গোপনীয় বিজ্ঞানসহ জ্ঞান  
পুনরায় ভালভাবে বলছি, যা জানলে তুমি এই দুঃখরূপ  
সংসার হতে মুক্ত হবে। ১

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।  
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্ ॥

এই ব্রহ্মবিদ্যা সমস্ত বিদ্যা এবং সর্বগোপনীয়  
বিষয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এটি অত্যন্ত পবিত্র, উৎকৃষ্ট,  
সাক্ষাৎফলপ্রদ, ধর্মযুক্ত, সহজসাধ্য এবং অবিনাশী। ২  
অশ্রদ্ধধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ।



অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্জনি ॥

হে পরম্পর ! উপরিউক্ত ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি  
আমাকে প্রাপ্ত না হয়ে মৃত্যুময় সংসারচক্রে ভ্রমণ করতে  
থাকে। ৩

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।

মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেদ্ববস্থিতঃ ॥

নিরাকার পরমাত্মারূপী আমার দ্বারা এই সমগ্র জগৎ  
(জলের দ্বারা বরফের ন্যায়) পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে এবং  
সমস্ত ভূত আমাতেই অবস্থিত, কিন্তু আমি সেগুলিতে  
অবস্থিত নই। ৪

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।

ভূতভূত চ ভূতজ্ঞো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥

ভূতগণ আমাতে অবস্থিত নয় ; কিন্তু তুমি আমার  
ঈশ্বরীয় যোগশক্তি দর্শন করো। এই ভূতগণের ধারক ও  
পোষক তথা সৃষ্টিকারী হয়েও আমার স্বরূপ বাস্তবে এই  
ভূতগণে অবস্থিত নয়। ৫

যথাকালস্থিতো নত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্।

তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥

যেমন আকাশে উৎপন্ন সর্বত্রগামী মহাবায়ু সর্বদা  
আকাশেই অবস্থান করে, তেমনই আমার সংকল্পজাত  
হওয়ায় সমস্ত ভূত আমাতেই অবস্থিত বলে জানবে। ৬  
সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।  
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্॥

হে অর্জুন ! কল্পের শেষে সমস্ত ভূত আমার  
প্রকৃতিতে বিলীন হয় এবং কল্পের আরম্ভে আমি পুনরায়  
তাদের সৃষ্টি করি। ৭

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।  
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥

নিজ প্রকৃতিকে বশীভূত করে স্বভাবের বশে বশীভূত  
এই ভূত সমুদয়কে আমি বারংবার তাদের কর্ম অনুযায়ী  
সৃষ্টি করি। ৮

ন চ মাং তানি কৰ্মাণি নিবধন্তি ধনঞ্জয়।  
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মসু॥

হে ধনঞ্জয় ! অনাসক্ত এবং উদাসীনের ন্যায়\*

\*যাঁর সমস্ত কর্ম কর্তৃত্বভাবশূন্য এবং স্বতঃই সত্তামাত্রের  
দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, তাঁকে বলা হয় ‘উদাসীন সদৃশ’।

অবস্থান করায় সেই সকল কর্ম আমাকে আবদ্ধ করতে পারে না। ৯

ময়াধ্যক্ষ্ণেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।  
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপর্যবর্ততে॥

হে কৌন্তেয় ! আমার অধ্যক্ষতার দ্বারা প্রকৃতি এই চরাচর সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করে। এই জন্যই জগৎরূপ চক্র আবর্তিত হয়। ১০

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।  
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥

আমার পরমভাবকে\* না জেনে মূঢ় লোকেরা মনুষ্য-দেহধারণকারী, সর্ব ভূতের মহেশ্বর আমাকে অবজ্ঞা করে অর্থাৎ নিজ যোগমায়া দ্বারা সংসারের উদ্ধারের নিমিত্ত মনুষ্যরূপে বিচরণশীল পরমেশ্বরকে (আমাকে) সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। ১১

মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।  
রাক্ষসীমাসুরীকৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥

\* গীতা সপ্তম অধ্যায়ের ২৪তম শ্লোক দ্রষ্টব্য।



বৃথা আশা, বিফল কর্ম ও নিষ্ফল জ্ঞানযুক্ত  
অবিবেকিগণ রান্ধসী, আসুরী, এবং মোহিনী  
প্রকৃতি\*কে আশ্রয় করে থাকে। ১২

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।  
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥

কিন্তু হে কুন্তীপুত্র ! দৈবী প্রকৃতি\* আশ্রিত মহাত্মাগণ  
আমাকে সর্বভূতের সনাতন কারণ এবং অবিনাশী  
জেনে অনন্যচিত্তে নিরন্তর আমার ভজনা করেন। ১৩  
সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্ত্শ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।  
নমস্যন্ত্শ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥

দৃঢ়ব্রত ভক্তগণ নিত্য আমার নাম ও গুণকীর্তন করে  
আমাকে লাভের জন্য চেষ্টা করেন এবং আমাকে

\*ভগবান গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের শ্লোকসংখ্যা ৪ এবং ৭  
থেকে ২১ শ্লোক পর্যন্ত আসুরী সম্পদ নামে এর বিস্তারিত বর্ণনা  
করেছেন।

\*এর বিস্তারিত বর্ণনা গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের ১ থেকে ৩  
শ্লোক পর্যন্ত দ্রষ্টব্য।

বারংবার প্রণাম করে নিত্য সমাহিত হয়ে অনন্য ভক্তির  
সঙ্গে আমার ভজনা করেন। ১৪

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যো যজন্তো মামুপাসতে।  
একত্বেন পৃথক্‌ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্॥

অন্য কেউ (জ্ঞানযোগী) জ্ঞানরূপ যজ্ঞের দ্বারা  
নির্গুণ-নিরাকার ব্রহ্মরূপে অভিন্নভাবে আমার উপাসনা  
করেন, আবার কেউ কেউ নিজেদের থেকে পৃথক রূপে  
দেখে বিশ্বমূর্তি ভগবান আমাকে বহু প্রকারে আরাধনা  
করেন। ১৫

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।  
মন্ত্রোহহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥

ক্রতু আমি, আমিই যজ্ঞ, আমি স্বধা, আমি ভেষজ,  
আমি মন্ত্র, আমিই ঘৃত, অগ্নিও আমি এবং হোমাদি  
ক্রিয়াও আমি। ১৬

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।  
বেদ্যং পবিত্রমোক্ষার ঋক্ সাম যজুরেব চ॥

আমিই এই সমস্ত জগতের ধাতা অর্থাৎ ধারণকারী,

কর্মের ফল প্রদানকারী ; পিতা, মাতা, পিতামহ এবং একমাত্র জ্যেষ্ঠ<sup>†</sup> ও শুদ্ধ বস্তু। আমিই পবিত্র ঔঙ্কার এবং ঋক্বেদ, সামবেদ ও যজুর্বেদ । ১৭

গতিভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।  
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥

প্রাপ্তিযোগ্য পরম ধাম, ভর্তা, সকলের প্রভু, শুভাশুভ দ্রষ্টা, সকলের আশ্রয়স্থল, শরণগ্রহণের যোগ্য, প্রত্যাশার আশা না রেখে হিতকারী, উৎপত্তি ও প্রলয়ের হেতু, স্থিতির আধার, নিধান\* এবং অবিনাশী কারণও আমিই। ১৮

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যৎসৃজামি চ।  
অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্ছাহমর্জুন॥

আমিই সূর্যরূপে উত্তাপ বিকিরণ করি এবং জল আকর্ষণ করে বর্ষণ করি। হে অর্জুন ! আমিই অমরত্ব ও মৃত্যু এবং সদস্যও আমিই। ১৯

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা

<sup>†</sup>গীতার ১৩ অধ্যায়ের ১২ থেকে ১৭ শ্লোক পর্যন্ত দ্রষ্টব্য।

\* প্রলয়কালে সমস্ত ভূত সূক্ষ্মরূপে যাতে লয় পায়, তাকে বলা হয় 'নিধান'।



যজ্ঞৈরিষ্টা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।  
 তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-

মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥

ত্রিবেদের বিধান অনুযায়ী সকাম কর্মপরায়ণ,  
 সোমরসপায়ী নিষ্পাপ ব্যক্তিগণ যজ্ঞের\* দ্বারা আমাকে  
 পূজা করে স্বর্গ কামনা করেন ; তাঁরা তাঁদের পুণ্যের  
 ফলরূপে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়ে দিব্য দেবভোগ উপভোগ  
 করেন। ২০

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং  
 ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।

এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না

গতাগতং কামকামা লভন্তে॥

তাঁরা সেই বিশাল স্বর্গসুখ ভোগ করে পুণ্যক্ষয় হলে  
 মর্ত্যলোকে ফিরে আসেন। এইরূপে স্বর্গের সাধন  
 হিসাবে ত্রিবেদোক্ত সকাম কর্মের অনুষ্ঠানকারী, ভোগ-  
 কামী ব্যক্তিগণ বারংবার ইহলোকে গমনাগমন করেন  
 অর্থাৎ পুণ্যের প্রভাবে স্বর্গে যান এবং পুণ্যক্ষয় হলে

\*এখানে স্বর্গপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক দেবঋণরূপ পাপ হতে পবিত্র  
 হওয়া বুঝতে হবে।

পুনরায় এই মর্ত্যলোকে ফিরে আসেন। ২১

অনন্যাশ্চিত্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।  
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

অনন্যাচিত্তে যে-ভক্তগণ আমাকে সর্বদা  
নিষ্কামভাবে ভজনা করেন, সেই নিত্য-সমাহিত  
মুমুক্শুগণের যোগক্ষেম\* আমি স্বয়ং বহন করি। ২২

যেহপ্যান্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়াষ্বিতাঃ।  
তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিपूर्वकम्॥

হে অর্জুন ! শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে যাঁরা অন্য দেবতার  
পূজা করেন, তাঁরাও প্রকৃতপক্ষে আমাকেই পূজা  
করেন। কিন্তু তাঁদের সেই পূজা বিধিपूर्वক নয় অর্থাৎ তা  
অঙ্গুতাপ্রসূত। ২৩

অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।  
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥

কারণ আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু ; কিন্তু  
তাঁরা পরমেশ্বররূপী আমাকে তত্ত্বতঃ জানেন না,

\*ভগবৎস্বরূপ প্রাপ্তিকে বলা হয় ‘যোগ’ এবং ভগবৎ  
প্রাপ্তির জন্য কৃত সাধনের রক্ষা করাকে বলা হয় ‘ক্ষেম’।

সেইজন্যই তাঁদের পতন হয় অর্থাৎ পুনর্জন্ম হয়। ২৪  
 যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।  
 ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্॥

দেবোপাসকগণ দেবগণকে প্রাপ্ত হন, পিতৃভক্তগণ  
 পিতৃগণকে প্রাপ্ত হন, ভূতোপাসকগণ ভূতগণকে প্রাপ্ত  
 হন এবং আমার উপাসকগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন। তাই  
 আমার ভক্তের পুনর্জন্ম হয় না।\* ২৫

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।  
 তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্লামি প্রযতাত্মনঃ॥

যে ভক্ত আমাকে ভক্তিভাবে পত্র-পুষ্প-ফল-জল  
 ইত্যাদি অর্পণ করেন, সেই শুদ্ধবুদ্ধিসম্পন্ন নিষ্কাম  
 প্রেমিক ভক্তের ভক্তিপূর্বক প্রদত্ত পত্র-পুষ্পাদি আমি  
 সগুণরূপে প্রকট হয়ে প্রীতিপূর্বক ভক্ষণ করি। ২৬

যৎ করোষি যদশ্বাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।  
 যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

হে অর্জুন ! তুমি যা কর্ম কর, যা আহার কর, যা  
 হোম কর, যা দান কর এবং যে তপস্যা কর, তা সবই

\*গীতার অষ্টম অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।



আমাকে অর্পণ করো। ২৭

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ।  
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥

এইভাবে, আমাতে সমস্ত কর্ম অর্পণ দ্বারা সন্ন্যাসযোগে যুক্ত হয়ে তুমি শুভাশুভ ফলরূপ কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হবে এবং এ থেকে মুক্ত হয়ে আমাকেই প্রাপ্ত হবে। ২৮

সমোহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষোহস্তি ন প্রিয়ঃ।  
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥

আমি সর্বভূতে সমানভাবে বিরাজ করি, আমার প্রিয় বা অপ্রিয় কেউ নেই ; কিন্তু যাঁরা ভক্তিভাবে আমার উপাসনা করেন তাঁরা আমাতে এবং আমি তাঁদের হৃদয়ে বাস করি।† ২৯

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।  
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ধ্যবসিতো হি সঃ॥

† যেমন, সূক্ষ্মরূপে সর্বত্র ব্যাপ্ত অগ্নি প্রজ্বলিত করলে তবেই প্রত্যক্ষ হয়, তেমনি সর্বত্রস্থিত হলেও পরমেশ্বর ভক্তিযুক্তভাবে ভজনকারীর হৃদয়ে প্রত্যক্ষরূপে প্রকট (প্রকাশিত) হন।

অতি দুরাচারী ব্যক্তিও যদি অনন্য ভক্তির সঙ্গে আমার ভজনা করে তবে তাকে সাধু বলে জানবে, কারণ তার সঙ্কল্প অতি শুভ। ৩০

ক্ষিপ্ৰং ভবতি ধৰ্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিঃ নিগচ্ছতি।  
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥

সেই ব্যক্তি শীঘ্রই ধৰ্মাত্মা হয়ে যায় এবং শাস্ত লাভ করে। হে কৌন্তেয় ! তুমি নিশ্চিত জেনো যে আমার ভক্ত কখনই বিনষ্ট হয় না। ৩১

মাং হি পার্থ ব্যাপাশ্রিত্য যেহপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।  
দ্বিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্॥

হে অর্জুন ! স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র এবং পাপযোনিসম্মত চণ্ডালাদি যে কেউই হোক না কেন, তারাও আমাকে আশ্রয় করে পরমগতি লাভ করে। ৩২

কিং পুনর্রাম্ভণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।  
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥

সুতরাং পুণ্যজন্মা ব্রাহ্মণ ভক্ত এবং ক্ষত্রিয়গণের আর কথা কী ? তাঁরা আমাকে আশ্রয় করলে নিশ্চয়ই

পরমগতি লাভ করবেন। অতএব তুমি সুখহীন  
ক্ষণভঙ্গুর মনুষ্যদেহ ধারণ করে নিরন্তর আমাকেই  
ভজনা করো । ৩৩

মন্যনা ভব মত্ত্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।  
মামেবৈষ্যসি যুক্তৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥

তুমি মদগতচিত্ত হও, আমার ভজনশীল ও  
পূজনশীল হও। কায়মনোবাক্যে আমাকে প্রণাম করো।  
এইভাবে আত্মাকে আমার সঙ্গে যুক্ত করে মৎপরায়ণ  
হলে তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হবে। ৩৪

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং  
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে রাজবিদ্যা-  
রাজগুহ্যযোগো নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥

ওঁ তৎ সৎ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদ্  
তথা ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন  
সংবাদে ‘রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগ’ নামক নবম  
অধ্যায় সম্পূর্ণ হল।





ওঁ

॥ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

দশম অধ্যায়

বিভূতিযোগ

শ্রীভগবানুবাচ

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ ।  
যন্তেহহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে মহাবাহো ! তুমি  
পুনরায় আমার রহস্য ও প্রভাবযুক্ত উৎকৃষ্ট বাক্য  
শোনো, আমার প্রতি অতিশয় প্রীতিসম্পন্ন হওয়ায়  
তোমার হিতার্থে আমি এই কথা বলছি। ১

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ ।  
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীগাঞ্চ সর্বশঃ ॥

দেবতা বা মহর্ষি কেউই আমার উৎপত্তির কথা  
অবগত নয়, কারণ আমি দেবতা ও মহর্ষিগণের  
সর্বপ্রকারে আদিকারণ। ২

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্ ।  
অসংমৃঢ়ঃ স মর্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥

যিনি আমাকে জন্মরহিত, অনাদি<sup>†</sup> এবং  
সর্বলোকের মহেশ্বর বলে তত্ত্বতঃ জানেন, তিনি মনুষ্য  
মধ্যে মোহশূন্য হয়ে সর্ব পাপ হতে মুক্ত হন। ৩

বুদ্ধির্জ্ঞানমসম্মোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।  
সুখং দুঃখং ভবোহভাবো ভয়ং চাভয়মেব চ॥  
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোহযশঃ।  
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ॥

নিশ্চয় করবার শক্তি, যথার্থ জ্ঞান, অসম্মূঢ়তা,  
ক্ষমা, সত্য, ইন্দ্রিয় সংযত করা, মনের নিগ্রহ ও সুখ-  
দুঃখ, উৎপত্তি-প্রলয় এবং ভয়-অভয়, অহিংসা, সাম্য,  
সন্তোষ, তপ\*, দান, কীর্তি-অকীর্তি—প্রাণীদের এই  
সকল ভিন্ন ভিন্ন ভাব আমা হতেই উৎপন্ন হয়। ৪-৫

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবস্তুথা।  
মন্তাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ॥

বসিষ্ঠ প্রভৃতি সপ্ত মহর্ষি, পুরাকালের সনকাদি

<sup>†</sup>তাকেই অনাদি বলা হয় যিনি আদিরহিত এবং সবকিছুর কারণ।

\*স্বধর্মের আচরণ দ্বারা ইন্দ্রিয়াদিকে সংযত করে শুদ্ধ করাকেই  
বলা হয় ‘তপ’।

চারজন, এবং স্বায়ম্ভুব প্রমুখ চতুর্দশ মনু—এঁরা সকলেই আমার ভাবসম্পন্ন এবং আমারই সংকল্পজাত। জগতের সমস্ত প্রজা এঁদের থেকেই সৃষ্ট হয়েছে। ৬

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তদ্বতঃ।  
সোহবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥

যিনি আমার এই পরম ঐশ্বর্যরূপ বিভূতি এবং যোগশক্তি তদ্বতঃ জানেন\*, তিনি অচল ভক্তিযোগে যুক্ত হন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ৭

অহং সর্বস্য প্রভবো মন্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।  
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমম্বিতাঃ॥

আমি (বাসুদেবই) সমস্ত জগতের উৎপত্তির কারণ, আমার থেকেই সমস্ত জগৎ প্রবর্তিত হয়, শ্রদ্ধা ও ভক্তিযুক্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি এইরূপ জেনে নিরন্তর পরমেশ্বররূপ আমারই ভজনা করেন। ৮

মচ্ছিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরম্পরম্।

\*দৃশ্যমান এই যে জগৎ তা সবই ভগবানের মায়া এবং বাসুদেব ভগবানই সর্বত্র ব্যাপ্তিস্বরূপ হয়ে আছেন, এটা জানাই হল তদ্বতঃ জানা।



কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥

নিরন্তর মদগতচিত্ত এবং মদগতপ্রাণ\* ভক্তগণ পরস্পর আমার কথা আলোচনা করে নিজেদের মধ্যে আমার প্রভাবের কথা জানিয়ে এবং আমার গুণ-প্রভাবের কথা কীর্তনের দ্বারাই সন্তোষ লাভ করেন এবং আমার মধ্যেই নিরন্তর রমণ করেন। ৯

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।  
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

সর্বদা আমার ধ্যানে আসক্ত এবং প্রেমপূর্বক ভজনশীল সেই ভক্তদের আমি তত্ত্বজ্ঞান-রূপ যোগ প্রদান করি, যাতে তাঁরা আমাকেই লাভ করেন। ১০

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।  
নাশয়াম্যাত্মভাবহ্ণো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥

হে অর্জুন ! সেই ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহবশতঃ আমি তাঁদের অন্তঃকরণে স্থিত আমি তাঁদের অজ্ঞানজনিত অন্ধকারকে প্রকাশময় তত্ত্বজ্ঞানরূপ প্রদীপের দ্বারা নাশ করি। ১১

\*বাসুদের রূপধারী আমাকে যারা তাঁদের জীবন অর্পণ করেন, তাঁদের বলা হয় ‘মদগতপ্রাণ’।

## অর্জুন উবাচ

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।  
 পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভূম্॥  
 আত্মত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষিনারদস্তথা।  
 অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে॥

অর্জুন বললেন—আপনি পরমব্রহ্ম, পরমধাম এবং পরম পবিত্র ; আপনি সর্বব্যাপী, সনাতন, জন্মরহিত, দিব্যপুরুষ ও আদিদেব। দেবর্ষি নারদ এবং অসিত ও দেবল ঋষি এবং মহর্ষি ব্যাসও আপনাকে এইরূপেই বর্ণনা করেছেন এবং আপনি নিজেও আমাকে তাই বলছেন। ১২-১৩

সর্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।  
 ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ॥

হে কেশব ! আমাকে আপনি যা বলছেন তা সবই আমি সত্য বলে মনে করি। হে ভগবন্ ! আপনার এই আবির্ভাব (অবতারত্ব) ♦ দেবতা বা দানব কারও অবগত নয়। ১৪

♦গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে এর বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

স্বয়মেবাত্মনাত্মনং বেথ ত্বং পুরুষোত্তম।  
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে॥

হে ভূতগণের সৃষ্টিকারী ! হে ভূতেশ ! হে দেবাদিদেব ! হে জগৎপতি ! হে পুরুষোত্তম ! আপনি নিজেই নিজেকে জানেন। ১৫

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।  
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি॥

আপনি যে যে বিভূতি দ্বারা এইলোকসমূহে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন, সেই সকল দিব্য বিভূতিগুলি সম্যকরূপে বর্ণনা করতে একমাত্র আপনিই সক্ষম। ১৬  
কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচ্ছিন্তয়ন্।  
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোহসি ভগবন্ময়া॥

হে যোগেশ্বর ! কীভাবে নিরন্তর চিন্তা করলে আমি আপনাকে জানতে পারব ? হে ভগবন্ ! আপনাকে আমি কী কী ভাবে চিন্তা করব ? ১৭

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দন।  
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেহমৃতম্॥

হে জনার্দন ! আপনার যোগশক্তি এবং বিভূতি বিস্তারিতভাবে আবার বলুন, কারণ আপনার অমৃতময়



কথা শুনে আমার তৃপ্তি হচ্ছে না, আমি আরও শুনতে ইচ্ছা করি। ১৮

শ্রীভগবানুবাচ

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।  
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! আমার যে দিব্য বিভূতি আছে তার মধ্যে প্রধান প্রধানগুলির কথা তোমাকে বলব, কারণ আমার বিস্তৃত বিভূতির অন্ত নেই। ১৯

অহমাত্মা গুডাকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।  
অহমাদিশ্চ মধ্যক্ষঃ ভূতানামন্ত এব চ॥

হে অর্জুন ! সর্বভূতের হৃদয়স্থিত সকলের আত্মা আমিই এবং সর্বভূতের আদি, মধ্য ও অন্তও আমিই। ২০

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।  
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী॥

অদিতির দ্বাদশপুত্রের মধ্যে আমি বিষ্ণু, জ্যোতিসমূহের মধ্যে আমি কিরণশালী সূর্য, উনপঞ্চাশ বায়ুর মধ্যে আমি মরীচি এবং নক্ষত্রগণের অধিপতি

চন্দ্রও আমি। ২১

বেদানাং সামবেদোহস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।  
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥

চার বেদের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবগণের মধ্যে আমি ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে আমি মন এবং প্রাণিদেহে অভিব্যক্ত চেতনা অর্থাৎ জীবনশক্তিও আমি। ২২

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিভ্রেশো যক্ষরক্ষসাম্।  
বসুনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥

একাদশ রুদ্রের মধ্যে আমি শঙ্কর, যক্ষ এবং রাক্ষসদের মধ্যে আমি ধনাধিপতি কুবের, অষ্টবসুর মধ্যে আমি অগ্নি এবং উচ্চ শিখরযুক্ত পর্বত-সমূহের মধ্যে আমি সুমেরু পর্বত। ২৩

পুরোধসাস্থ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।  
সেনানীনামহং ক্লন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥

হে পার্থ ! পুরোহিতগণের মধ্যে আমি দেবগুরু বৃহস্পতি, সেনাপতিদের মধ্যে আমি দেবসেনাপতি কার্তিকেয় এবং জলাশয়সমূহের মধ্যে আমি সাগর। ২৪

মহর্ষীগাং ভৃগুরহং গিরামশ্ম্যেকমক্ষরম্।  
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ॥

মহর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু, শব্দের মধ্যে আমি এক অক্ষর ব্রহ্মবাচক ওঁকার। সকল যজ্ঞের মধ্যে আমি জপরূপ যজ্ঞ এবং স্থাবর পদার্থের মধ্যে আমি হিমালয় পর্বত। ২৫

অশ্বথঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীগাঞ্চ নারদঃ।  
গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ॥

বৃক্ষসমূহের মধ্যে আমি অশ্বথ, দেবর্ষিদের মধ্যে নারদ, গন্ধর্বগণের মধ্যে চিত্ররথ এবং সিদ্ধগণের মধ্যে আমি কপিলমুনি। ২৬

উচৈঃশ্রবসমস্থানাং বিদ্ধি মামমৃতোত্তমম্।  
ঐরাবতং গজেन्द्रাণাং নরাগাঞ্চ নরাধিপম্॥

অশ্বসমূহের মধ্যে অমৃত মছনকালে উদ্ভূত উচৈঃশ্রবা নামক অশ্ব, গজেन्द्रগণের মধ্যে ঐরাবত এবং মনুষ্যগণের মধ্যে আমাকে রাজা বলে জানবে। ২৭

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনুনামস্মি কামধুক্।  
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ॥



শস্ত্রসমূহের মধ্যে আমি বজ্র, গাভীগণের মধ্যে আমি কামধেনু। শাস্ত্রোক্ত নিয়ম অনুযায়ী সন্তান উৎপাদনের হেতু কাম আমিই এবং সর্পগণের মধ্যে সর্পরাজ বাসুকিও আমি। ২৮

অনন্তশ্চাম্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।  
পিতৃণামর্যমা চাম্মি যমঃ সংযমতামহম্॥

আমি নাগগণের\* মধ্যে নাগরাজ অনন্ত এবং জলচর বা জলদেবতাগণের মধ্যে রাজা বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে পিতৃরাজ অর্যমা এবং শাসনকর্তাদের মধ্যে আমি মৃত্যুরাজ যম। ২৯

প্রহ্লাদশ্চাম্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।  
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোহহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্॥

দৈত্যগণের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, গণনাকারীদের মধ্যে আমি সময়\* (কাল), পশুদের মধ্যে আমি সিংহ এবং পক্ষিগণের মধ্যে আমি গরুড়। ৩০

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভূতামহম্।

\*নাগ ও সর্প—সাপের এই দুইপ্রকারের জাতি হয়ে থাকে।

\*ক্ষণ, ঘণ্টা, দিন, পক্ষ, মাস ইত্যাদিতে যে-সময়, তা আমিই।

ঋষাণাং মকরশ্চাম্মি শ্রোতসামাম্মি জাহ্নবী॥

বেগবানগণের মধ্যে আমি বায়ু এবং শস্ত্রধারীদের মধ্যে আমি রাম, মৎস্যকুলের মধ্যে আমি মকর এবং নদীসমূহের মধ্যে আমি গঙ্গা। ৩১

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যাঐবাহমর্জুন।

অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্॥

হে অর্জুন ! সমগ্র সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্ত আমিই। বিদ্যার মধ্যে আমি অধ্যাত্মবিদ্যা (ব্রহ্মবিদ্যা) এবং পরস্পর তর্ককারীদের মধ্যে আমি সত্যনির্ণায়ক বিচারস্বরূপ বাদ। ৩২

অক্ষরাণামকারোহাম্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।

অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ॥

অক্ষরসমূহের মধ্যে আমি অকার, সমাসসমূহের মধ্যে আমি দ্বন্দ্বসমাস, আমি অক্ষয় কাল (কালেরও কাল মহাকাল) এবং সর্বতোমুখ বিরাট স্বরূপ, সকলের ধারণপোষণকারীও আমিই। ৩৩

মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুত্ত্ববশ্চ ভবিষ্যতাম্।

কীর্তিঃ শ্রীর্বাচ্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেষা ধৃতিঃ ক্ষমা॥

আমি সর্বসংহারকর্তা মৃত্যু এবং ভবিষ্যতে যা কিছু

হবে আমি তাদের উৎপত্তির কারণ এবং নারীগণের মধ্যে কীর্তি\*, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি এবং ক্ষমা। ৩৪

বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্।  
মাসানাং মার্গশীর্ষোহহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ॥

আমি গীতযোগ্য শ্রুতির মধ্যে বৃহৎসাম, ছন্দসমূহের মধ্যে গায়ত্রী ছন্দ, মাসসমূহের মধ্যে অগ্রহায়ণ এবং ষড় ঋতুর মধ্যে ঋতুরাজ বসন্ত। ৩৫

দ্যুতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।  
জয়োহস্মি ব্যবসাযোহস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্॥

ছলনাকারীদের মধ্যে আমি দ্যুতক्रीড়ারূপ ছল, তেজস্বিগণের তেজ, বিজয়িগণের বিজয়, অধ্যবসায়-শীল ব্যক্তিদের অধ্যবসায় এবং সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের সত্ত্বগুণও আমি। ৩৬

বৃক্ষীনাং বাসুদেবোহস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।  
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ॥

\*কীর্তিপ্রমুখ এই সাতজন দেবী এবং স্ত্রীবাচক নামসম্পন্ন গুণও প্রসিদ্ধ, তাই দু ভাবেই ভগবানের বিভূতি।



বৃষ্ণিবংশীয়দের\* মধ্যে বাসুদেব অর্থাৎ তোমার  
সখা আমি, পাণ্ডবদের মধ্যে ধনঞ্জয় অর্থাৎ তুমি,  
মুনিদের মধ্যে বেদব্যাস এবং কবিদের মধ্যে শুক্ৰাচার্য  
(দৈত্যগুরু) আমি। ৩৭

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।  
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্॥

আমি শাসনকর্তাদের দণ্ড অর্থাৎ দমন করবার শক্তি।  
জয়লাভেচ্ছুদের নীতি, গোপনীয় বিষয় সমূহের  
সংরক্ষক মৌন এবং জ্ঞানীদের তত্ত্বজ্ঞান আমিই। ৩৮

যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন।  
ন তদস্তুি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্॥

হে অর্জুন ! সকল ভূতের উৎপত্তির কারণও আমি ;  
কারণ স্থাবর বা জঙ্গম এমন কোনো প্রাণী-ই নেই যা  
আমাকে ছাড়া সত্তাবান হতে পারে। ৩৯

নান্তোহস্তুি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।  
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া॥

হে পরন্তপ ! আমার দিব্যবিভূতির অন্ত নেই। আমি

---

\* বৃষ্ণিবংশ যাদবদেরই অন্তর্গত একটি বংশের নাম।

সংক্ষেপে এই সকল বিভূতির বর্ণনা করলাম। ৪০

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্বং শ্রীমদৃর্জিতমেব বা।  
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবম্॥

যা যা ঐশ্বর্যযুক্ত, শ্রীসম্পন্ন বা উৎসাহশালী সেই সকলই আমার শক্তির অংশ হতে অভিব্যক্ত বলে জানবে। ৪১

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।  
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥

অথবা, হে অর্জুন ! তোমার এত বিস্তারিত জানবার দরকারই বা কী ? আমি এই সমস্ত জগৎ নিজ যোগশক্তির একাংশে ধারণ করে আছি। ৪২

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু  
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে  
বিভূতিযোগো নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥

ওঁ তৎ সৎ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদ্ তথা  
ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন সংবাদে  
‘বিভূতিযোগ’ নামক দশম অধ্যায় সম্পূর্ণ হল।



ওঁ

॥ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

একাদশ অধ্যায়

বিশ্বরূপদর্শনযোগ

অর্জুন উবাচ

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।

যৎ ত্বয়োক্তং বচন্তেন মোহোহয়ং বিগতো মম॥

অর্জুন বললেন—হে ভগবান ! আমার প্রতি অনুগ্রহ করে আপনি যে পরম গুহ্য অধ্যাত্মতত্ত্ব বললেন, তাতে আমার মোহ দূর হয়েছে। ১

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।

ত্বত্ত্বঃ কমলপত্রাঙ্ক মহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্॥

কারণ হে কমললোচন ! আমি আপনার কাছে ভূতগণের উৎপত্তি ও বিনাশ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে শুনেছি এবং আপনার অক্ষয় মহাত্ম্যও জেনেছি। ২

এবমেতদ্ যথার্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।

দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম॥



হে পরমেশ্বর ! আপনি যে আত্মতত্ত্ব বলছেন, তা যথার্থ ; কিন্তু হে পুরুষোত্তম ! আমি আপনার জ্ঞান, ঐশ্বর্য, শক্তি, বল, বীর্য এবং তেজঃসমন্বিত ঈশ্বরীয় বিশ্বরূপ দেখতে ইচ্ছা করি। ৩

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।  
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্॥

হে প্রভু\* ! আমাকে যদি আপনার সেই বিশ্বরূপ দেখার যোগ্য বলে মনে করেন, তা হলে হে যোগেশ্বর ! আমাকে আপনার সেই অবিনাশী স্বরূপ দেখান। ৪

শ্রীভগবানুবাচ

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ সহস্রশঃ।  
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে পার্থ ! তুমি আমার বহুবিধ এবং নানা বর্ণ ও নানা আকৃতিবিশিষ্ট শত শত এবং সহস্র সহস্র দিব্যরূপ দর্শন করো। ৫

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।

\*উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় এবং অন্তর্যামিরূপে শাসনকর্তা হওয়ায় ভগবানকে ‘প্রভু’ বলা হয়।

বহুনাদৃষ্টপূর্বাণি পশ্যাশ্চর্যাণি ভারত ॥

হে ভরতবংশীয় অর্জুন ! তুমি আমার মধ্যে দ্বাদশ আদিত্য (অদিতির পুত্রদের), অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও ঊনপঞ্চাশ মরুদগণ (বায়ু)কে দর্শন করো এবং পূর্বে যা কখনও দেখোনি এরূপ বহু আশ্চর্যময় রূপ দর্শন করো। ৬

ইহৈকহুং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।  
মম দেহে গুডাকেশ\* যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥

হে অর্জুন ! আমার এই বিরাট শরীরে একস্থানে অবস্থিত চরাচরসহ সমগ্র জগৎ অবলোকন করো এবং আরও যা কিছু তোমার দেখবার ইচ্ছা তা-ও দেখো। ৭

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমেনৈব স্বচক্ষুষা।  
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥

কিন্তু তুমি নিজ চর্ম চক্ষুর দ্বারা আমার এই বিশ্বরূপ দেখতে সমর্থ হবে না ; সেইজন্য আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করছি, সেই চক্ষু দ্বারা তুমি আমার ঈশ্বরীয়

\*নিদ্রাজয়ী হওয়ায় অর্জুনের অপর নাম 'গুডাকেশ'।

যোগশক্তি দর্শন করো। ৮

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।  
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্॥

সঞ্জয় বললেন—হে রাজন্ ! মহাযোগেশ্বর এবং  
সর্বপাপনাশকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলে  
অর্জুনকে নিজের পরম ঐশ্বর্যযুক্ত দিব্যরূপ  
দেখালেন। ৯

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাভুতদর্শনম্।

অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যাতায়ুধম্॥

দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।

সর্বাশ্চর্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্॥

সেই বিশ্বরূপ অনেক মুখ ও অনেক নেত্রযুক্ত,  
অসংখ্য অভুত আকৃতি বিশিষ্ট, বহু দিব্যভূষণাদি  
পরিহিত এবং বহু দিব্য আয়ুধে সজ্জিত, দিব্য মালা  
এবং দিব্য বস্ত্রে ভূষিত, দিব্যগন্ধ অনুলিপ্ত,  
সর্বাশ্চর্যযুক্ত, অনন্ত ও সর্বতোমুখ—সেই বিশ্বরূপ  
পরমদেব পরমেশ্বরকে অর্জুন দর্শন করলেন। ১০-১১



দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুখিতা।

যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাৎ ভাসন্তস্য মহাত্মনঃ॥

সহস্র সূর্য একসঙ্গে আকাশে উদিত হলে যে-প্রকাশ উৎপন্ন হয়, সেই প্রকাশও বিশ্বরূপ পরমাত্মার প্রকাশের কিঞ্চিৎ তুল্য হতে পারে। ১২

তত্রৈকহং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।

অপশ্যাদ্বেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা॥

পাণ্ডুপুত্র অর্জুন সেই সময় নানা ভাগে বিভক্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে দেবাদিদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরীরে একস্থানে অবস্থিত দেখলেন। ১৩

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।

প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত॥

এরপর বিস্ময়াবিষ্ট এবং রোমাঞ্চিত অর্জুন বিশ্বরূপধারী ভগবানকে শ্রদ্ধা-ভক্তিসহ নতমস্তকে প্রণাম করে করজোড়ে বললেন। ১৪

অর্জুন উবাচ

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে

সর্বাংস্তথা

ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।

ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-

মৃষীংশ্চ সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥

অর্জুন বললেন—হে দেব ! আপনার শরীরে আমি সমস্ত দেবতা এবং বহুবিধ ভূত সমুদয়, কমলাসনে অধিষ্ঠিত সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে, মহাদেবকে এবং সমস্ত ঋষি ও দিব্য সর্পগণকে দেখতে পাচ্ছি। ১৫

অনেকবাহুদরবক্রুনেত্রং

পশ্যামি ত্বাং সর্বতোহনন্তরূপম্।

নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং

পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥

হে বিশ্বপতি ! আপনার বহু বাহু, বহু উদর, বহু মুখ এবং বহু নেত্র বিশিষ্ট এবং সব দিকেই অনন্তরূপযুক্ত বিরাট মূর্তি দেখছি। হে বিশ্বরূপ ! আমি আপনার অন্ত, মধ্য এবং আদি দেখতে পাচ্ছি না। ১৬

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ

তেজোরশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্।

পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্

দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্॥

আপনাকে আমি কিরীটি, গদা ও চক্রধারী, সর্বত্র  
দীপ্তিমান, তেজঃপুঞ্জরূপ, প্রজ্বলিত অগ্নি ও সূর্যের ন্যায়  
জ্যোতিসম্পন্ন, দুর্নিরীক্ষ্য এবং সর্বত্র অপ্রমেয়স্বরূপ  
দেখছি। ১৭

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং  
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।  
ত্বমব্যয়ঃ শাস্বতধর্মগোপ্তা  
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥

আপনি পরম ব্রহ্ম ও একমাত্র জ্ঞাতব্য। আপনি  
জগতের পরম আশ্রয় ও সনাতন ধর্মের রক্ষক, আপনিই  
অবিনাশী সনাতন পুরুষ, এই আমার মত। ১৮

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীৰ্য-

মনন্তবাহুঃ শশিসূর্যনেত্রম্।  
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহৃতাশবক্রং  
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥

আপনাকে আমি আদি, মধ্য ও অন্তহীনরূপে  
দেখছি, আপনি অনন্ত শক্তিসম্পন্ন ও অসংখ্য  
বাহুবিশিষ্ট, চন্দ্র ও সূর্য আপনার নেত্র, মুখ প্রজ্বলিত  
অগ্নির ন্যায় এবং স্থায়ী তেজে এই বিশ্বকে আপনি



সন্তপ্ত করছেন। ১৯

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি

ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ।

দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং

লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মনৃ॥

হে মহাত্মনৃ ! স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যবর্তী অন্তরীক্ষ  
এবং সর্বদিক আপনি পরিব্যাপ্ত করে আছেন। আপনার  
এই অদ্ভুত উগ্র রূপ দেখে ত্রিলোক অত্যন্ত ভীত  
হচ্ছে। ২০

অস্মী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি

কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।

স্বস্তীত্যাভ্যা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ

স্তবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্পলাভিঃ॥

ওই দেবগণ আপনাতেই প্রবিষ্ট হচ্ছেন। কেউ কেউ  
ভীত হয়ে করজোড়ে আপনার গুণগান করছেন এবং  
মহর্ষি ও সিদ্ধগণ ‘জগতের কল্যাণ হোক’ বলে প্রচুর  
স্তুতিবাক্য দ্বারা আপনার স্তব করছেন। ২১

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা

বিশ্বেহশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।

গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসজ্জা

বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে॥

একাদশ রুদ্র ও দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্গণ, পিতৃগণ এবং গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও সিদ্ধগণ সকলেই বিস্মিত হয়ে আপনাকে দেখছেন। ২২

রূপং মহন্তে বহুবক্রনেত্রং

মহাবাহো বহুবাহুরূপাদম্।

বহুদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং

দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতান্তথাহম্॥

হে মহাবাহো ! আপনার বহু মুখ, বহু চক্ষু, বহু বাহু, বহু উরু, বহু চরণ, বহু উদর এবং ভয়ানক দন্তযুক্ত বিকট রূপ দেখে সমস্ত লোক অত্যন্ত ভীত হচ্ছে এবং আমিও অতিশয় ভীত হচ্ছি। ২৩

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং

ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।

দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাহ্মা

ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণে॥

কারণ হে বিষ্ণে ! আকাশস্পর্শকারী, তেজোময়,

নানাবর্ণবিশিষ্ট, বিস্ফারিত মুখমণ্ডল তথা জাজ্বল্যমান  
বিশাল চক্ষুবিশিষ্ট আপনাকে দেখে আমি ভীত হচ্ছি  
এবং ধৈর্য ও শান্তি পাচ্ছি না। ২৪

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি  
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।

দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম  
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥

বিকট দন্তদ্বারা বিকৃত এবং প্রলয়াগ্নিসম প্রজ্বলিত  
আপনার মুখ দেখে আমি দিশাহারা হচ্ছি, শান্তি পাচ্ছি  
না। হে দেবেশ ! হে জগন্নিবাস ! আপনি আমার প্রতি  
প্রসন্ন হোন। ২৫

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ  
সর্বৈ সহৈবাবনিপালসজ্জৈঃ।

ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ  
সহাস্মদীযৈরপি যোধমুখ্যৈঃ॥

বক্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি  
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।

কেচিদ্ধিলগ্না দশনান্তরেষু  
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাস্তৈঃ॥



রাজন্যবর্গসহ ঐসব ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ এবং পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কর্ণ এবং আমাদের পক্ষের প্রধান যোদ্ধাগণসহ সকলেই আপনার দংষ্ট্রাকরাল ভীষণ মুখগহ্বরে সবেগে প্রবেশ করছেন। কারও চূর্ণিত মস্তক খণ্ড আপনার দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে লেগে রয়েছে দেখছি। ২৬-২৭

যথা নদীনাং বহুবোহম্মবেগাঃ  
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।  
তথা তবামী নরলোকবীরা  
বিশন্তি বজ্রাণ্যভিবিজ্জলন্তি॥

যেমন নদীসমূহের বহু জলপ্রবাহ সমুদ্রাভিমুখে যায় অর্থাৎ দ্রুতবেগে সমুদ্রে প্রবেশ করে, তেমনই এই বীরপুরুষগণও আপনার প্রজ্জ্বলিত মুখবিবরে প্রবেশ করছেন। ২৮

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা  
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।  
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-  
স্ত্বাপি বজ্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ॥

যেমন পতঙ্গগণ অতিবেগে ধাবিত হয়ে মরণের জন্য

জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে, তেমনি এইসব লোকও  
মৃত্যুর জন্যই অতিবেগে ধাবমান হয়ে আপনার  
মুখগহ্বরে প্রবেশ করছেন। ২৯

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমস্তাং

লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলন্তিঃ।

তেজোভিরাপূর্য জগৎ সমগ্রং

ভাসন্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষেণা॥

আপনি সকল লোককে জ্বলন্ত মুখবিবরে গ্রাস করে  
সব দিকে জিহ্বা দ্বারা লেহন করছেন। হে বিষেণা !  
আপনার তীব্র প্রভা সমস্ত জগৎকে তেজোরাশি দ্বারা পূর্ণ  
করে সন্তপ্ত করছে। ৩০

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো

নমোহস্তু তে দেববর প্রসীদ।

বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তুমাদ্যাং

ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিम्॥

আপনি আমাকে বলুন, এই উগ্ররূপে আপনি কে ?  
হে দেবশ্রেষ্ঠ ! আপনাকে প্রণাম করি। আপনি প্রসন্ন  
হোন। আদিপুরুষ আপনাকে আমি বিশেষভাবে জানতে  
ইচ্ছা করি, কারণ আপনার কী প্রবৃত্তি তা আমি জানি

না। ৩১

শ্রীভগবানুবাচ

কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো  
লোকান্ সমাহতুমিহ প্রবৃত্তঃ।  
ঋতেহপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে  
যেহবহ্নিতাঃ প্রতনীকেষু যোধাঃ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—আমি লোকনাশকারক  
প্রবৃদ্ধ কাল। এখন এই লোক সংহার করতে  
প্রবৃত্ত হয়েছি। তুমি যদি যুদ্ধ না-ও করো, প্রতিপক্ষের  
যোদ্ধাগণ কেউই জীবিত থাকবে না অর্থাৎ এঁদের বিনাশ  
হবেই। ৩২

তস্মাদ্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব  
জিত্বা শত্রান্ ভুঙ্স্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।  
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব  
নিমিত্তমাত্রং ভব সবাসাচিন্॥

অতএব তুমি যুদ্ধার্থে উত্তীর্ণ হও ও যশ লাভ করো  
এবং শত্রু জয় করে ধন-ধান্যসম্পন্ন রাজ্য ভোগ করো।  
এই যোদ্ধাদের আমি পূর্বেই বধ করেছি। হে



সব্যাসাচী\* ! তুমি কেবল নিমিত্তমাত্র হও। ৩৩

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ

কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।

ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা

যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্॥

ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ এবং অন্যান্য বীর যোদ্ধাদের আমি পূর্বেই নিহত করেছি, সেই মৃতদেরই তুমি বধ করো। ভয় করো না। তুমি নিশ্চয়ই যুদ্ধে শত্রুদের জয় করবে। অতএব যুদ্ধ করো। ৩৪

সঞ্জয় উবাচ

এতচ্ছুত্বা বচনং কেশবস্য

কৃতাঞ্জলির্বৈপমানঃ কিরীটী।

নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণঃ

সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য॥

সঞ্জয় বললেন—কেশবের এই কথা শুনে মুকুটধারী অর্জুন কম্পিত দেহে হাত জোড় করে

\*বাম হস্তেও বাণ নিক্ষেপে অভ্যস্ত হওয়ায় অর্জুনের অপর নাম ‘সব্যাসাচী’।

শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করলেন এবং অত্যন্ত ভীত হয়ে  
পুনরায় প্রণাম করে গদগদ স্বরে বললেন। ৩৫

অর্জুন উবাচ

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা

জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।

রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি

সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ॥

অর্জুন বললেন—হে হৃষীকেশ ! আপনার মাহাত্ম্য  
কীর্তনে সমস্ত জগৎ আনন্দিত ও আপনার প্রতি অনুরক্ত  
হচ্ছে। ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে রাক্ষসেরা নানাদিকে ধাবিত  
হচ্ছে ও সিদ্ধগণ আপনাকে নমস্কার জানাচ্ছেন। এই  
সমস্ত খুবই যুক্তিযুক্ত। ৩৬

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্

গরীয়সে ব্রহ্মণোহপ্যাদিকর্ত্রে।

অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস

ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ॥

হে মহাত্মন্ ! ব্রহ্মারও আদি তথা সর্বোত্তম  
আপনাকে কেনই বা সকলে প্রণাম করবে না ? হে  
অনন্ত ! হে দেবেশ ! হে জগন্নিবাস ! যা সৎ, যা অ-সৎ

তাও আপনি এবং এই উভয়ের অতীত যে  
সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্ম, তাও আপনি। ৩৭

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-

ত্বমস্যা বিশ্বস্য পরং নিধানম্।

বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম

ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥

আপনি আদিদেব ও অনাদি পুরুষ, আপনি এই  
জগতের পরম আশ্রয় এবং জ্ঞাতা ও জ্ঞাতব্য, আপনি  
পরমধাম। হে অনন্তরূপ ! আপনিই জগৎকে পরিব্যাপ্ত  
করে আছেন। ৩৮

বায়ুর্যমোহগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ

প্রজাপতিত্বং প্রপিতামহশ্চ।

নমো নমন্তেহস্তু সহস্রকৃত্বঃ

পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমন্তে॥

আপনি বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র ; আপনি  
প্রজাপতি ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মারও পিতা। আপনাকে  
সহস্রবার প্রণাম করি। আপনাকে পুনরায় প্রণাম করি।  
আপনাকে বারবার প্রণাম করি। ৩৯



নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতন্তে

নমোহস্তু তে সর্বত এব সর্ব।

অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্তুঃ

সর্বং সমাপ্নোষি ততোহসি সর্বঃ॥

হে অনন্ত সামর্থ্যসম্পন্ন ! আপনাকে সম্মুখে প্রণাম,  
পশ্চাতে প্রণাম ! সর্বদিক হতে প্রণাম। হে সর্বাশ্বিন্ !  
অসীম পরাক্রমশালী আপনি সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত করে  
আছেন, অতএব আপনিই সর্বস্বরূপ। ৪০

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং

হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।

অজানতা মহিমানং তবেদং

ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥

যচ্চাবহাসার্থমসংকৃতোহসি

বিহারশয্যাসনভোজনেষু।

একোহথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং

তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্॥

আপনার এই মাহাত্ম্য না জেনে আপনাকে সখা  
মনে করে প্রণয়বশতঃ বা প্রমাদবশতঃ আমি ‘হে কৃষ্ণ !’  
‘হে যাদব !’ ‘হে সখে !’—এই বলে অবুঝের মতো

আপনাকে সম্বোধন করেছি। হে অচ্যুত, উপহাসচ্ছলে  
আহার, বিহার, আসন এবং শয়নের সময় একাকী বা  
অন্য সখাদের সমক্ষে আপনাকে যে অমর্যাদা করেছি,  
হে অপ্রমেয় ! সেইসব অপরাধের জন্য আমি আপনার  
ক্ষমা ভিক্ষা করছি। ৪১-৪২

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য  
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুগরীয়ান্।  
ন ত্বৎসমোহস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোহন্যো  
লোকত্রেয়ৈহপ্যপ্রতিমপ্রভাব॥

আপনি এই জগৎ চরাচরের পিতা, পূজ্য, গুরু ও  
গুরু। হে অনুপম প্রভাবশালী ! ত্রিলোকে আপনার  
সমকক্ষ আর কেউ নেই, আপনার হতে শ্রেষ্ঠ আর কে  
হতে পারে ? ৪৩

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং  
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড়্যম্।  
পিতের পুত্রস্য সখের সখ্যঃ  
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াইসি দেব সোঢ়ুম্॥

হে প্রভো ! সেইজন্য আপনাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে,  
সর্বতোভাবে পূজনীয় ঈশ্বরস্বরূপ আপনার প্রসন্নতা

আমি প্রার্থনা করছি। হে দেব ! পিতা যেমন পুত্রের, সখা  
যেমন সখার এবং পতি যেমন তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর  
অপরাধ ক্ষমা করেন—তেমনই আপনিও আমার  
অপরাধ ক্ষমা করবেন। ৪৪

অদৃষ্টপূর্বং হ্রষিতোহস্মি দৃষ্ট্বা

ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।

তদেব মে দর্শয় দেবরূপং

প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥

যা পূর্বে কখনও আমি দর্শন করিনি আপনার সেই  
বিশ্বরূপ দেখে আমি হর্ষান্বিত হচ্ছি, আবার মন ভয়ে  
ব্যথিত হচ্ছে। আমার অতিপ্রিয় আপনার সেই পূর্বরূপই  
আমাকে দেখান। হে দেবেশ ! হে জগন্নিবাস ! আপনি  
প্রসন্ন হোন। ৪৫

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-

মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।

তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন

সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে ॥

আমি পূর্বের মতো আপনার মুকুটধারী এবং গদা-  
চক্রধারী রূপ দর্শন করতে চাই। হে বিশ্বমূর্তি ! হে



সহস্রবাহো ! এখন আপনি সেই চতুর্ভূজরূপ ধারণ করুন। ৪৬

শ্রীভগবানুবাচ  
ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং  
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।  
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং  
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে অর্জুন ! তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে স্থায়ী ঈশ্বরীয় যোগ প্রভাবে আমার তেজোময়, সকলের আদি এবং অন্তশূন্য ও উত্তম বিশ্বরূপ তোমাকে দেখিয়েছি, যা তুমি ছাড়া আগে আর কেউ দেখেনি। ৪৭

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-  
র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।  
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে  
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর॥

হে অর্জুন ! ইহজগতে আমার এই বিশ্বরূপ বেদ পাঠ বা যজ্ঞের দ্বারা, দান বা ক্রিয়াদির দ্বারা অথবা কঠোর তপস্যার দ্বারাও কেউ দেখতে সক্ষম নয়। একমাত্র

তুমিই তা দর্শন করলে। ৪৮

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো

দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্ মমেদম্।

ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্বং

তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য॥

আমার এই ভয়ঙ্কর বিশ্বরূপ দেখে তুমি ভীত ও ব্যথিত হয়ো না, তোমার মূঢ়ভাবও যেন না হয় ; তুমি ভয় ত্যাগ করে প্রসন্নচিত্তে আমার সেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম সমন্বিত চতুর্ভুজ রূপ পুনরায় দর্শন করো। ৪৯

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যর্জুনঃ বাসুদেবস্তথোক্ত্বা

স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।

আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং

ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপূর্মহাত্মা॥

সঞ্জয় বললেন—ভগবান বাসুদেব অর্জুনকে এই কথা বলে পুনরায় নিজ সেই চতুর্ভুজ রূপ দেখালেন এবং এর পর শ্রীকৃষ্ণ সৌম্যমূর্তি ধারণ করে ভীত অর্জুনকে আশ্বস্ত করলেন। ৫০

অর্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন।

ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥

অর্জুন বললেন—হে জনার্দন ! আপনার এই সৌম্য মনুষ্যরূপ দেখে এখন আমি প্রসন্নচিত্ত ও প্রকৃতিস্থ হলাম এবং নিজ স্বাভাবিক স্থিতি ফিরে পেলাম। ৫১

শ্রীভগবানুবাচ

সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।

দেবা অপ্যস্যা রূপস্য নিত্যং দর্শনকাজ্জিহ্বাঃ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—তুমি আমার যে চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করেছ তার দর্শন পাওয়া বড়ই দুর্লভ। দেবতাগণও সর্বদা এই রূপের দর্শনাকাজ্জিহ্বী। ৫২

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।

শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥

আমার যে বিশ্বরূপের দর্শন তুমি করেছ তা বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান বা যজ্ঞের দ্বারাও সম্ভব নয়। ৫৩

ভক্ত্যা ত্বনন্যায়া শক্য অহমেবংবিধোহর্জুন।

জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥

হে পরন্তপ অর্জুন ! একনিষ্ঠ ভক্তি\* দ্বারাই এই

\*অনন্যা ভক্তির কথা পরবর্তী শ্লোকে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে।



প্রকার আমাকে জানতে ও স্বরূপতঃ প্রত্যক্ষ করতে  
এবং আমাতে প্রবেশ রূপ মোক্ষ লাভ করতে ভক্তগণ  
সমর্থ হয়, অন্য উপায়ে নয়। ৫৪

মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মন্তুক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।  
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাশুব॥

হে অর্জুন ! যে-ব্যক্তি আমারই জন্য সমস্ত কর্ম  
করেন, আমার পরায়ণ হন, আমার ভক্ত হন,  
আসক্তিশূন্য হন এবং সমস্ত প্রাণীতে বৈরিভাব\* রহিত  
হন, সেই অনন্য ভক্তিযুক্ত পুরুষ আমাকেই প্রাপ্ত  
হন। ৫৫

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎ ব্রহ্মবিদ্যায়াং  
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে ‘বিশ্বরূপদর্শনযোগো’  
নাম একাদশোহধ্যায়ঃ ॥

ওঁ তৎ সৎ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদ্ তথা  
ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন সংবাদে  
‘বিশ্বরূপদর্শনযোগ’ নামক একাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ হল।



\*সর্বত্র ভগবদ্বুদ্ধি হওয়ায় ঐ পুরুষের অত্যন্ত অপরাধকারীর  
প্রতিও বৈর ভাব থাকে না, অন্য কারোর কথা আর কী বলার আছে ?

ও

॥ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়

ভক্তিযোগ

অর্জুন উবাচ

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্যুপাসতে।  
যে চাপ্যক্ষরমব্যাক্তং তেষাং কে যোগবিশ্বমাঃ॥

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—হে কৃষ্ণ, নিরন্তর ভজন-  
ধ্যানে নিযুক্ত থেকে যে সকল অনন্যাচিত্ত ভক্ত সমাহিত  
চিত্তে সগুণ আপনার উপাসনা করেন এবং অন্য যাঁরা  
কেবল অবিনাশী সচ্চিদানন্দঘন নিরাকার ব্রহ্মের  
উপাসনা করেন,—এই উভয় উপাসকগণের মধ্যে কারা  
শ্রেষ্ঠ যোগবেত্তা ? ১

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।  
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতান্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—আমাতে মনোনিবেশ  
পূর্বক নিত্য-নিরন্তর ভজন-ধ্যানে নিযুক্ত থেকে যে

ভক্তগণ অতি শ্রদ্ধাসহকারে\* সগুণ পরমেশ্বররূপী  
আমার উপাসনা করেন, তাঁরাই আমার মতে শ্রেষ্ঠ  
যোগী। ২

যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে।  
সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং প্রবম্॥  
সংনিয়মোদ্ভ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।  
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ॥

কিন্তু যাঁরা ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করে মন-বুদ্ধির  
অগম্য, সর্বব্যাপী অব্যক্ত স্বরূপ, সর্বদা একরস এবং  
নিত্য, অচল, নিরাকার, অবিনাশী সচ্চিদানন্দঘন  
ব্রহ্মের নিরন্তর একাত্মভাবে ধ্যানযুক্ত হয়ে উপাসনা  
করেন ও সকল প্রাণীর হিতে রত এবং সর্বত্র সমান  
ভাবসম্পন্ন, তাঁরাও আমাকেই প্রাপ্ত হন। ৩-৪

ক্লেশোহধিকতরন্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।  
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবন্তিরবাপ্যতে॥

সেই সচ্চিদানন্দঘন নিরাকার ব্রহ্মে নিবিষ্টচিত্ত

---

\*অর্থাৎ গীতার একাদশ অধ্যায়ের ৫৫তম শ্লোক অনুযায়ী  
নিত্য আমাতে নিবিষ্টচিত্ত।



ব্যক্তিদের সাধনায় অধিক ক্লেশ হয় ; কারণ দেহাভিমানীদের পক্ষে অব্যক্ত বিষয়ক গতি প্রাপ্ত হওয়া অতিশয় কষ্টকর। ৫

যে তু সর্বাণি কৰ্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরাঃ।  
অনন্যো নৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥

কিন্তু যে সকল মদগত ভক্ত সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণ করে সগুণরূপে আমাকে অনন্য ভক্তিযোগের দ্বারা উপাসনা ও ধ্যান করেন\*। ৬

তেষামহং সমুদ্বর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।  
ভবামি নচিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥

হে অর্জুন ! সেই সকল মদগতচিত্ত ভক্তকে আমি অতি শীঘ্রই মৃত্যুরূপ সংসার-সাগর হতে উদ্ধার করি। ৭

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।  
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উর্ধ্বং ন সংশয়ঃ॥

আমাতে মন সমাহিত করো, আমাতেই বুদ্ধি নিবিষ্ট করো। এইরূপ করলে তুমি অতঃপর নিশ্চয়ই

---

\*এই শ্লোকটির বিশেষ অর্থ জানার জন্য গীতার একাদশ অধ্যায়ের ৫৫তম শ্লোক দ্রষ্টব্য।

মৎস্বরূপে স্থিতিলাভ করবে, এতে কোনও সন্দেহ নেই। ৮

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্লোষি ময়ি স্থিরম্।  
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥

যদি তুমি মনকে আমাতে স্থিরভাবে সমাহিত করতে না পারো, তা হলে হে অর্জুন ! অভ্যাসযোগের<sup>†</sup> দ্বারা আমাকে লাভ করতে চেষ্টা করো। ৯

অভ্যাসেহ্যস্যসমর্থোহসি মৎকর্মপরমো ভব।  
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্যসি॥

যদি তুমি এই প্রকার অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তবে শুধুমাত্র আমার জন্যই কর্ম করো\*। কারণ আমার জন্য কর্ম করতে করতেই তুমি আমাকে প্রাপ্ত হবে

<sup>†</sup>ভগবানের নাম এবং গুণ শ্রবণ, কীর্তন, মনন এবং শ্বাস দ্বারা জপ এবং ভগবৎপ্রাপ্তিবিষয়ক শাস্ত্রাদির পঠন-পাঠন ইত্যাদি ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য করা নিরন্তর সাধনাকে বলা হয় ‘অভ্যাস’।

\*স্বার্থত্যাগ করে এবং পরমেশ্বরকেই পরম আশ্রয় ও পরম গতি মনে করে নিষ্কামভাবে পতিব্রতা রমণীর ন্যায় কায়মনো-বাক্যে পরমেশ্বরেরই জন্য যজ্ঞ-দান-তপস্যা ইত্যাদি সব কর্তব্য-কর্ম করাকেই ‘ভগবদর্থো কর্মপরায়ণ হওয়া’ বলা হয়।

(সিদ্ধিলাভ করবে)। ১০

অথৈতদপ্যাশক্তোহসি কৰ্ত্তুং মদ্যোগমাশ্রিতঃ।  
সৰ্বকৰ্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥

আর যদি তুমি এও করতে অসমর্থ হও, তবে মন-  
বুদ্ধি সংযমপূর্বক আমাতে সৰ্বকর্ম সমর্পণরূপ যোগ  
আশ্রয় করে সমস্ত কর্মের ফল ত্যাগ♦ করো। ১১

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্ জ্ঞানাদ্ভ্যাসানং বিশিষ্যতে।  
ধ্যানাৎ কৰ্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্॥

মর্ম না জেনে শুধুমাত্র অভ্যাস করা হতে জ্ঞান  
শ্রেষ্ঠ ; জ্ঞান হতে পরমেশ্বরের স্বরূপের ধ্যান শ্রেষ্ঠ ;  
ধ্যান অপেক্ষা সৰ্বকর্মের ফল ত্যাগ\*শ্রেষ্ঠ ; কারণ  
ত্যাগের দ্বারা অবিলম্বেই পরম শান্তি লাভ হয়। ১২

অদ্বৈষ্টা সৰ্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।

♦ গীতার নবম অধ্যায়ের ২৭ নম্বর শ্লোকে এর বিস্তারিত  
বিবরণ দ্রষ্টব্য।

\* যে ব্যক্তি কেবলমাত্র ভগবদর্থ্যে কর্ম করেন তার ভগবানে  
প্রেম, শ্রদ্ধা এবং তাঁর চিন্তা অনুক্ষণ বজায় থাকে। সেইজন্য ধ্যান  
অপেক্ষা ‘কর্মফলের ত্যাগ’কে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে।



নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥  
 সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ।  
 ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মন্তুঃ স মে প্রিয়ঃ ॥

যিনি সর্বভূতে দ্বেষহীন, স্বার্থপরতারহিত, সর্বভূতে  
 প্রেমভাবাপন্ন, হেতুরহিতভাবেই দয়ালু, মমত্ববুদ্ধিশূন্য,  
 নিরহঙ্কার ; সুখে-দুঃখে সমভাবাপন্ন, ক্ষমাশীল অর্থাৎ  
 অপরাধীকেও যিনি অভয় দান করেন, সদা সন্তুষ্ট, সদা  
 সমাহিত চিত্ত, সদা সংযতস্বভাব, সদা আমার প্রতি  
 দৃঢ়-নিশ্চয়যুক্ত, যাঁর মন-বুদ্ধি আমাতে অর্পিত, তিনি  
 আমার প্রিয় ভক্ত। ১৩-১৪

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ ।  
 হর্ষামর্ষভয়োদ্বৈগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥

যিনি কাকেও উদ্বিগ্ন করেন না, যিনি কারও দ্বারা  
 উদ্বিগ্ন হন না এবং যিনি হর্ষ, অমর্ষ,\* ভয় ও উদ्वৈগ  
 হতে মুক্ত, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত। ১৫

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ ।  
 সর্বরত্তপরিত্যাগী যো মন্তুঃ স মে প্রিয়ঃ ॥

\*অপরের উন্নতি দেখে জ্বালা বোধ করাকে ‘অমর্ষ’ বলা হয়।

যিনি নিঃস্পৃহ, বাহ্যভন্তর শুচি,\* দক্ষ, পক্ষপাত-  
শূন্য, ভয় হতে মুক্ত এবং সকাম কর্মের অনুষ্ঠানে  
বিরত, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত । ১৬

যো ন হ্রষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাজ্জঙ্ঘতি ।  
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥

যিনি ইষ্ট প্রাপ্তিতে হ্রষ্ট হন না, অনিষ্ট প্রাপ্তিতে দ্বেষ  
করেন না, প্রিয়বিরোগে শোক করেন না, অপ্রাপ্ত  
ইষ্টবস্তু আকাজ্জঙ্ঘা করেন না এবং শুভ ও অশুভ সমস্ত  
কর্ম পরিত্যাগ করেছেন তিনি আমার প্রিয় ভক্ত । ১৭

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ।  
শীতোষ্ণঃসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥

যিনি শত্রু ও মিত্রে, মান ও অপমানে সমবুদ্ধি, শীত  
ও উষ্ণঃ এবং সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব নির্বিকার ও  
আসক্তিশূন্য, ১৮

তুল্যানিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ ।  
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥

\*গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৭ম শ্লোকের টিপ্পনীতে এর  
বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

যিনি নিন্দা ও স্তুতিতে সমবুদ্ধি, সংযতবাক্, জীবন-নির্বাহে যা পাওয়া যায় তাতেই সন্তুষ্ট এবং গৃহাদিতে মমতাসূন্য—এরূপ স্থিরবুদ্ধিবিশিষ্ট ভক্তিমান পুরুষ আমার প্রিয়। ১৯

যে তু ধর্ম্যামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে।  
শ্রদ্ধাধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেহতীব মে প্রিয়াঃ॥

কিন্তু যে সকল শ্রদ্ধাবান্\* ব্যক্তি মৎপরায়ণ হয়ে উক্তপ্রকার অমৃততুল্য ধর্ম ভক্তিপূর্বক অনুষ্ঠান করেন সেই সকল ভক্ত আমার অত্যন্ত প্রিয়। ২০

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু  
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে  
ভক্তিয়োগো নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥

ওঁ তৎ সৎ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদ্ তথা  
ব্রহ্মবিদ্যাবিধয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন সংবাদে  
‘ভক্তিয়োগ’ নামক দ্বাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ হল।



\* বেদ, শাস্ত্র, মহাত্মা, গুরুজন ও ঈশ্বরের বচনে প্রত্যক্ষের  
ন্যায় বিশ্বাস রাখাকেই বলা হয় ‘শ্রদ্ধা’।



ওঁ

॥ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্জবিভাগযোগ

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।  
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাপ্নোতি ক্ষেত্রজ্জ ইতি তদ্বিদঃ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে অর্জুন ! এই শরীরকে  
'ক্ষেত্র' \* বলা হয় এবং যিনি এই শরীরকে জানেন,  
তত্ত্ববিদ্ জ্ঞানিগণ তাঁকে 'ক্ষেত্রজ্জ' নামে অভিহিত  
করেন। ১

ক্ষেত্রজ্জ্ঞাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।  
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্জয়োজ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম ॥  
হে অর্জুন ! সমস্ত ক্ষেত্রের মধ্যে ক্ষেত্রজ্জ অর্থাৎ

---

\*যে রূপ, জমিতে বপন করা বীজের অনুরূপ ফল সময়মতো  
হয়, তেমনই এই মনুষ্যদেহে কৃত কর্মসমূহের সংস্কাররূপ বীজের  
ফলও সময়মতো উপস্থিত হয়, এইজন্য একে 'ক্ষেত্র' বলা হয়।

জীবাত্মা আমাকেই জানবে\* এবং ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের  
অর্থাৎ বিকারসহ প্রকৃতি এবং পুরুষকে পৃথক যে  
জানা† তাই হল জ্ঞান—এই আমার মত। ২

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।  
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু॥

সেই ক্ষেত্র কী এবং কেমন, তা কিরূপ বিকার  
বিশিষ্ট, কী কারণে হয় এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ কেমন, তাঁর  
কীরূপ প্রভাব—এই সব সংক্ষেপে আমার কাছে  
শোনো। ৩

ঋষিভির্বহ্বা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।  
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমন্তির্বিনিশ্চিতৈঃ॥

এই ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব ঋষিগণ নানাভাবে  
বলেছেন ও বিবিধ বেদমন্ত্রাদির দ্বারাও বিভাগ করে বলা  
হয়েছে এবং অসন্দ্বিগ্ধভাবে যুক্তিযুক্ত ব্রহ্মসূত্রপদসমূহ  
দ্বারাও একে বর্ণনা করা হয়েছে। ৪

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যাক্তমেব চ।

\* গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের ৭ম শ্লোক এবং তার মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

† গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ২৩ তম শ্লোক এবং তার মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥

পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি এবং মূল প্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয়, মন এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয় অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ — ৫

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতচেতনা ধৃতিঃ।  
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥

এবং ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, স্থূলদেহ, চেতনা\* ও ধৃতি° — এই সকল বিকারযুক্ত\* ক্ষেত্রটি সংক্ষেপে বলা হল। ৬

অমানিত্বমদন্তিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।  
আচার্যোপাসনং শৌচং হৈর্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥

নিজের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান না থাকা, অদান্তিকতা, কোনওভাবে কোনও প্রাণীকে কষ্ট না দেওয়া, ক্ষমা, মন ও বাক্যে সরলতা, শ্রদ্ধা ও ভক্তি

\*শরীর ও চিত্তের একপ্রকারের চেতনশক্তি।

°গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৩৪ থেকে ৩৫ শ্লোক পর্যন্ত দ্রষ্টব্য।

\*পঞ্চম শ্লোকে ক্ষেত্রের স্বরূপ এবং এই শ্লোকে কথিত ইচ্ছা ইত্যাদি ক্ষেত্রের বিকার বুঝতে হবে।



সহকারে গুরু সেবা, বাহ্যান্তর শুদ্ধি\*, আত্মসংযম ও  
স্থৈর্য। ৭

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।  
জন্মমৃত্যুজরাব্যাদি দুঃখদোষানুদর্শনম্॥

ইহলোকের ও পরলোকের সর্বপ্রকারের ভোগে  
অনাসক্তি, নিরহঙ্কারিতা, জন্ম-মৃত্যু-জরা ও ব্যাধি-  
রূপ দুঃখে পুনঃ পুনঃ দোষ দর্শন করা। ৮

অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।  
নিত্যঞ্চ সমচিন্ত্ত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু॥

স্ত্রী-পুত্র-গৃহ ও ধনাদিতে অনাসক্তি, মমত্বশূন্যতা  
এবং প্রিয় ও অপ্রিয় প্রাপ্তিতে সর্বদা চিন্ত্তের  
সম্ভাব থাকা। ৯

ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।  
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি॥

\*সত্যপূর্বক শুদ্ধ ব্যবহারের দ্বারা দ্রব্য এবং তার দ্বারা প্রাপ্ত  
অন্নের আহার এবং যথাযোগ্য ব্যবহারের সাহায্যে আচরণ ও জল-  
মাটির সাহায্যে শরীরের শুদ্ধিকে বাহ্যশুদ্ধি বলা হয় এবং রাগ-দ্বेष  
কপটাচার দূর হয়ে চিন্ত্ত শুদ্ধ হওয়াকে বলা হয় অভ্যন্তরীণ শুদ্ধি।

আমাতে অনন্য যোগসহ অব্যভিচারিণী ভক্তি,❖  
নির্জনবাস ও পবিত্র স্থানে থাকার স্বভাব ও বিষয়াসক্ত  
লোকের সংসর্গ ত্যাগ। ১০

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং                      তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।  
এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহন্যথা॥

অধ্যাত্মজ্ঞানে† নিত্যস্থিতি, তত্ত্বজ্ঞানের অর্থরূপে  
একমাত্র পরমেশ্বরকে সর্বত্র দর্শন—এইগুলি হল  
জ্ঞান\* এবং এর বিপরীতকে বলা হয় অজ্ঞান\*। ১১

❖ একমাত্র সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরকে নিজের স্বামী মেনে  
স্বার্থপরতা ও অহঙ্কার ত্যাগপূর্বক শ্রদ্ধা ও ভাব যুক্ত হয়ে পরম  
ভক্তি সহকারে ভগবানের নিরন্তর চিন্তা করাকে ‘অব্যভিচারিণী’  
ভক্তি বলা হয়।

† যে জ্ঞানের সাহায্যে আত্মবস্তু ও অনাত্মবস্তু জানা যায়, সেই  
জ্ঞানকে বলা হয় অধ্যাত্মজ্ঞান।

\* এই অধ্যায়ের ৭ম শ্লোক থেকে এই পর্যন্ত যে-সাধনপ্রণালী  
বলা হয়েছে, সেইসব তত্ত্বজ্ঞান লাভের হেতু হওয়ায় ‘জ্ঞান’  
নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

\* উপরোক্ত ‘জ্ঞান-সাধন’-এর বিপরীত মান, দম্ব ও হিংসাদি  
অজ্ঞান বৃদ্ধির হেতু হওয়ায় সেগুলিকে ‘অজ্ঞান’ বলা হয়েছে।

জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।  
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্ত্বমাসদুচ্যতে॥

যা জ্ঞাতব্য এবং যা জেনে মানুষ পরমানন্দ লাভ করে তা সবিশেষ তোমাকে বলব। সেই অনাদি পরমব্রহ্ম সৎও নয় আবার অসৎও নয়। ১২

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্।  
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥

তার সর্বদিকে হস্ত ও পদ, চক্ষু ও মস্তক, মুখ ও কান। কারণ তিনি সমগ্র জগৎকে ব্যাপ্ত করে বিরাজিত আছেন।\* ১৩

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।  
অসক্তং সর্বভূচৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥

তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহের জ্ঞাতা হয়েও প্রকৃতপক্ষে সমস্ত ইন্দ্রিয়রহিত এবং অনাসক্ত হয়েও সকলের ধারক ও পোষক, নির্গুণ হয়েও সমস্ত গুণের ভোক্তা। ১৪

\* যেমন আকাশ, বায়ু-অগ্নি-জল ও পৃথিবীর কারণরূপ হওয়ায় সেইগুলিকে পরিব্যাপ্ত করে আছে, তেমনই পরমাত্মা সকলের কারণরূপ হওয়ায় সমস্ত চরাচর জগৎ পরিব্যাপ্ত করে আছেন।



বহিরন্তশ্চ ভূতানাং চরং চরমেব চ।

সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরত্বং চান্তিকে চ তৎ॥

তিনি চর, অচর সর্বভূতের ভেতরে ও বাইরে এবং  
স্থাবর ও জঙ্গম দেহসমূহে বিরাজিত। অতি সূক্ষ্ম বলে  
অবিজ্ঞেয়\*, তিনি জ্ঞানীর অতি নিকটে<sup>০</sup> এবং  
অজ্ঞানীর অত্যন্ত দূরে<sup>♦</sup>। ১৫

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।

ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥

এই পরমাত্মা অবিভক্তরূপে আকাশসদৃশ পরিপূর্ণ  
হয়েও চর-অচর সর্বভূতে ভিন্ন ভিন্ন বলে প্রতীত  
হন\* এবং সেই জ্ঞাতব্য পরমাত্মাকে বিষ্ণুরূপে

\*সূর্যকিরণে অবস্থিত সূক্ষ্ম জলরাশির কথা সাধারণ ব্যক্তি  
যেমন জানতে পারে না, তেমনি সর্বব্যাপী পরমাত্মাও সূক্ষ্ম  
হওয়ায় তিনি সাধারণ মানুষের গোচরে আসেন না।

০পরমাত্মা সর্বত্র পরিপূর্ণ এবং সকলের আত্মা হওয়ায় তিনি  
অতি নিকটে অবস্থিত রয়েছেন।

♦শ্রদ্ধাহীন, অজ্ঞানী ব্যক্তিদের অজ্ঞতার জন্য তাদের থেকে  
তিনি অতি দূরে।

❖যেমন মহাকাশ বিভাগহীন হলেও পৃথক পৃথক ঘটে

সকলের ধারক ও পোষক এবং রুদ্ররূপে সংহারকর্তা  
ও ব্রহ্মরূপে সৃষ্টিকর্তা বলে জানবে। ১৬

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।  
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্॥

সেই ব্রহ্ম জ্যোতিসমূহেরও জ্যোতি<sup>♦</sup> এবং মায়ার  
সম্পূর্ণ অতীত বলে কথিত হয়েছেন। এই পরমাত্মা  
বোধস্বরূপ, জানার বিষয়, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা লাভ করা  
যায় এবং সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে বিশেষভাবে অধিষ্ঠিত  
আছেন। ১৭

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চোক্তং সমাসতঃ।  
মন্তুক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মন্তাবায়োপপদ্যতে॥

এইভাবে ক্ষেত্র<sup>\*</sup>, জ্ঞান<sup>\*</sup> এবং জ্ঞেয় পরমাত্মার  
স্বরূপ<sup>☆</sup> সংক্ষেপে বলা হল। আমার ভক্ত এই তত্ত্ব

পৃথকপৃথক রূপে প্রতীত হয়, তেমনই পরমাত্মা সর্বভূতে একরূপে  
অবস্থিত হলেও পৃথক পৃথক রূপে প্রতীত হয়ে থাকেন।

♦ গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের ১২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

\* ৫-৬ শ্লোকে বিকারসহ ক্ষেত্রের স্বরূপ জানানো হয়েছে।

☆ ৭-১১ শ্লোক পর্যন্ত জ্ঞান এবং জ্ঞানের সাধনের কথা বলা হয়েছে।

☆ ১২-১৭ শ্লোক পর্যন্ত জ্ঞেয়ের স্বরূপ বলা হয়েছে।

জেনে আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হন। ১৮

প্রকৃতিং পুরুষশ্চৈব বিদ্বানাদী উভাবপি।  
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্॥

প্রকৃতি এবং পুরুষ—উভয়কেই তুমি অনাদি বলে জানবে এবং রাগ-দ্বेषাদি বিকারসমূহ ও ত্রিগুণাত্মক সমস্ত পদার্থকে প্রকৃতি হতে উৎপন্ন বলে জানবে। ১৯

কার্যকরণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরূচ্যতে।  
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরূচ্যতে॥

কার্য ♦ এবং করণ † উৎপন্ন করায় প্রকৃতিকেই হেতু বলা হয় এবং জীবাত্মাকে সুখ-দুঃখাদির ভোগে অর্থাৎ ভোক্তৃত্বে হেতু বলা হয়। ২০

পুরুষঃ প্রকৃতিহো হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।  
কারণং গুণসঙ্গোহস্য সদসদ্যোনিজন্মসু॥

♦ আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এইগুলিকে বলা হয় ‘কার্য’।

† বুদ্ধি-অহঙ্কার-মন এবং চক্ষু-কর্ণ-জিহ্বা-নাসিকা-ত্বক ও বাক্-পাণি-পাদ-উপস্থ-পায়ু—এই ১৩টিকে ‘করণ’ বলা হয়।



প্রকৃতিতে† স্থিত পুরুষই প্রকৃতিজাত ত্রিগুণাত্মক পদার্থ ভোগ করে এবং এই গুণসমূহের সংসর্গের জন্যই এই জীবাত্মাকে সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্মগ্রহণ♦ করতে হয়। ২১

উপদ্রষ্টানুমত্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।  
পরমাশ্রুতি চাপ্যুক্তো দেহেহস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥

এই দেহে অবস্থিত যে-আত্মা তিনিই প্রকৃতপক্ষে পরমাশ্রুতি। তিনি সাক্ষী হওয়ায় উপদ্রষ্টা, যথার্থ সম্মতি দেওয়ায় অনুমত্তা, সকলের ধারক ও পোষক হওয়ায় ভর্তা, জীবরূপে ভোক্তা, ব্রহ্মাদি সকলের স্বামী হওয়ায় মহেশ্বর এবং শুদ্ধ সচ্চিদানন্দঘন হওয়ায় পরমাশ্রুতি বলে কথিত হন। ২২

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ।  
সর্বথা বর্তমানোহপি ন স ভূয়োহভিজায়তে॥

†গীতার ৭ অধ্যায়ের ১৪ শ্লোকে কথিত ভগবানের ত্রিগুণাত্মক মায়াকে প্রকৃতি শব্দের অর্থ হিসাবে ধরতে হবে।

♦সত্ত্বগুণের সঙ্গ করার ফলে দেবযোনিতে, রজোগুণের সঙ্গ করবার ফলে মনুষ্যযোনিতে এবং তমোগুণের সঙ্গ করার ফলে পশু-পক্ষী ইত্যাদি নীচ যোনিসমূহে জন্ম হয়ে থাকে।

এই প্রকারে যিনি পুরুষকে (ব্রহ্মকে) এবং গুণসহ প্রকৃতিকে তত্ত্বতঃ পৃথকভাবে জানেন\* তিনি সর্বপ্রকার কর্তব্য-কর্ম সম্পাদন করলেও পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না। ২৩

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।  
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে॥

সেই পরমাত্মাকে কেউ কেউ শুদ্ধবুদ্ধি দ্বারা ধ্যানের† সাহায্যে হৃদয়ে দর্শন করেন। অন্য কেউ কেউ জ্ঞানযোগের‡ দ্বারা এবং অপর কেউ কেউ

\*জগতের সমস্ত দৃশ্যবস্তুই মায়ার কার্য হওয়ায় সেগুলি ক্ষণভঙ্গুর, বিনাশশীল, জড় ও অনিত্য আর জীবাত্মা হল নিত্য, চেতন, নির্বিকার ও অবিনাশী এবং তা হল শুদ্ধ, বোধস্বরূপ, সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মারই সনাতন অংশ—এরূপ জেনে সমস্ত মায়াধীন পদার্থের সঙ্গ সর্বতোভাবে বর্জন করে পরমপুরুষ পরমাত্মায় একাত্মভাবে স্থিত হওয়াকে বলা হয় তত্ত্বতঃ তাঁকে জানা।

†এর বর্ণনা গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের শ্লোকসংখ্যা ১১ থেকে ৩২ পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে।

‡এর বর্ণনা গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১১ থেকে ৩০ শ্লোক পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে।

কর্মযোগের\* দ্বারা সেই পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন। ২৪  
অন্যে ত্বেষমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যোভ্য উপাসতে।  
তেহপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥

আবার কেউ কেউ যাঁরা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, তাঁরা  
এইভাবে আত্মাকে না জানতে পেরে অন্যের নিকট  
অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের নিকট শুনে তদনুসারে  
উপাসনা করেন এবং এইরূপ শ্রবণপরায়ণ ব্যক্তিও  
মৃত্যুরূপ সংসার-সাগর নিঃসংশয়ে অতিক্রম  
করেন। ২৫

যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।  
ক্ষেত্রক্ষেত্রজসংযোগাৎ তদ্বিক্তি ভরতর্ষভ॥

হে অর্জুন ! স্থাবর ও জঙ্গম যা কিছু পদার্থ উৎপন্ন  
হয়, তা সবই ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজের সংযোগেই উৎপন্ন  
হয় বলে জানবে। ২৬

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।  
বিনশ্যাৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥

\* এর বর্ণনা গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪০ হতে শেষ পর্যন্ত  
বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে।



যিনি বিনাশশীল সমগ্র চরাচর ভূতসমূহের মধ্যে  
অবিনাশী পরমেশ্বরকে সমভাবে স্থিত দর্শন করেন,  
তিনিই যথার্থদর্শী। ২৭

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।  
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥

সেই সমদর্শী সর্বত্র নির্বিশেষরূপে অবস্থিত  
পরমেশ্বরকে দর্শন করেন বলে, তিনি নিজে নিজেকে  
হিংসা (নাশ) করেন না। সেইজন্য তিনি পরমগতি  
লাভ করেন। ২৮

প্রকৃতৌব চ কৰ্মাণি ক্রিয়মাণানি সৰ্বশঃ।  
যঃ পশ্যতি তথা ত্বানমকর্তারং স পশ্যতি॥

যিনি সমস্ত কর্ম সর্বপ্রকারে প্রকৃতির দ্বারাই হচ্ছে  
এইরূপ অবলোকন করেন এবং আত্মাকে অকর্তারূপে  
দেখেন, তিনিই যথার্থদর্শী। ২৯

যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকহ্মনুপশ্যতি।  
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥

যখন তিনি ভূতসমূহের পৃথক্ পৃথক্ ভাবকে এক  
পরমাত্মাতেই অবস্থিত দেখেন এবং সেই পরমাত্মা  
হতেই সমস্ত প্রাণীর বিকাশ দর্শন করেন, তখন তিনি

সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ৩০

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।  
শরীরহোহপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥

হে অর্জুন ! এই পরমাত্মা অনাদি ও নির্গুণ হওয়ায়  
অব্যয়, সেই হেতু শরীরসমূহে অবস্থিত থেকেও  
প্রকৃতপক্ষে তিনি কিছুই করেন না এবং লিপ্তও হন  
না। ৩১

যথা সর্বগতং সৌম্ভ্র্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।  
সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাহি নোপলিপ্যতে॥

যেমন আকাশ সর্বব্যাপী হয়েও অতি সূক্ষ্মতার জন্য  
কিছুতে লিপ্ত হয় না, আত্মাও সেইরূপ দেহের সর্বত্র  
অবস্থান করলেও নির্গুণ হওয়ায় দৈহিক গুণাদিতে  
কখনও লিপ্ত হন না। ৩২

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।  
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥

হে অর্জুন ! যেমন একমাত্র সূর্য সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে  
প্রকাশিত করেন, তেমনই এক আত্মা সমস্ত ক্ষেত্রকে  
প্রকাশিত করেন। ৩৩

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।

ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্॥

এইপ্রকার ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভেদ\* এবং প্রকৃতি ও প্রকৃতির কার্য হতে মুক্তির উপায় যাঁরা জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা তত্ত্বতঃ উপলব্ধি করেন, সেই মহাত্মাগণ পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে লাভ করেন। ৩৪

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু  
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে  
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগো নাম

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥

ওঁ তৎ সৎ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদ্  
তথা ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন  
সংবাদে ‘ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ’ নামক ত্রয়োদশ  
অধ্যায় সম্পূর্ণ হল।



\*ক্ষেত্রকে জড়, বিকারশীল, ক্ষণিক এবং বিনাশশীল এবং  
ক্ষেত্রজ্ঞকে নিত্য, চেতন, অবিকারী এবং অবিনাশরূপে জানাই  
হল এদের প্রভেদকে ‘জানা’।



ওঁ

॥ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

চতুর্দশ অধ্যায়

শুণত্রয়বিভাগযোগ

শ্রীভগবানুবাচ

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।

যজ্ জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে সেই উত্তম পরম জ্ঞানের কথা পুনরায় বলছি, যা জেনে মুনিগণ এই সংসারবন্ধন হতে মুক্ত হয়ে পরম সিদ্ধি লাভ করেছেন । ১

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যাগতাঃ।

সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥

এই জ্ঞান আশ্রয় করে আমার স্বরূপ-প্রাপ্ত পুরুষ সৃষ্টিকালে (পুনরায়) জন্মগ্রহণ করেন না এবং প্রলয়কালেও ব্যথিত হন না অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু অতিক্রম করেন । ২

মম যোনির্মহদ্বন্ধ তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।

সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥

হে অর্জুন ! আমার মহৎ-ব্রহ্মরূপ মূল প্রকৃতি সমস্ত  
ভূতের যোনি অর্থাৎ গর্ভাধানস্থান এবং আমি সেই স্থানে  
চেতনরূপ গর্ভ স্থাপন করি। সেই জড় ও চেতনের  
সংযোগেই সর্বভূতের উৎপত্তি হয়। ৩

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।  
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥

হে কৌন্তেয় ! নানাপ্রকারের যোনিসমূহে যে-সমস্ত  
মূর্তি অর্থাৎ দেহধারী প্রাণী উৎপন্ন হয়, প্রকৃতি তাদের  
গর্ভধারণকারী মাতা এবং আমি বীজ বপনকারী পিতা। ৪  
সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।  
নিবধন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥

হে মহাবাহো ! সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—প্রকৃতি হতে  
উৎপন্ন এই তিনটি গুণ অবিনাশী জীবাত্মাকে শরীরে  
আবদ্ধ করে। ৫

তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।  
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥

হে নিষ্পাপ অর্জুন ! এই তিনটি গুণের মধ্যে  
সত্ত্বগুণ নির্মল হওয়ায় প্রকাশশীল এবং বিকাররহিত, এ  
আমি সুখী, আমি জ্ঞানী এই অভিমানে জীবাত্মাকে বদ্ধ

করে। ৬

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুত্তবম্।  
তন্নিবন্ধাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্॥

হে কৌন্তেয় ! রজোগুণ হল রাগাত্মক। এটি কামনা এবং আসক্তি থেকে উৎপন্ন হয়। এ জীবাত্মাকে কর্ম এবং ফলের নিমিত্ত আসক্তি দ্বারা বন্ধন করে। ৭

তমস্তজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্।  
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবন্ধাতি ভারত॥

হে অর্জুন ! সকল দেহাভিমাত্রীর মোহকারক এই তমোগুণকে অজ্ঞান হতে উৎপন্ন বলে জানবে। এ জীবাত্মাকে প্রমাদ\*, আলস্য† এবং নিদ্রার দ্বারা বন্ধন করে। ৮

সদ্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মণি ভারত।  
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যত॥

হে অর্জুন ! সদ্বংগুণ সুখে আসক্ত করে, রজোগুণ কর্মে এবং তমোগুণ জ্ঞানকে আচ্ছাদিত করে প্রমাদে

\*ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের ব্যর্থ প্রচেষ্টাকে বলা হয় ‘প্রমাদ’।

†কর্তব্য-কর্মে অপ্রবৃত্তিরূপ নিরুদ্যমকে বলা হয় ‘আলস্য’।



আসক্ত করে। ৯

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।

রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা॥

হে ভারত ! রজোগুণ ও তমোগুণকে অভিভূত করে সত্ত্বগুণ প্রবল হয়, সত্ত্বগুণ ও তমোগুণকে অভিভূত করে রজোগুণ প্রবল হয়, তেমনই সত্ত্বগুণ ও রজোগুণকে অভিভূত করে তমোগুণ প্রবল হয়। ১০

সর্বদ্বারেষু দেহেহস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।

জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাধিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যত॥

যখন এই দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশ দ্বারা উদ্ভাসিত হয়, তখন সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হয়েছে বুঝতে হবে। ১১

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কৰ্মণামশমঃ স্পৃহা।

রজস্যোতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ॥

হে অর্জুন ! রজোগুণ বৃদ্ধি হলে লোভ, প্রবৃত্তি, স্বার্থবুদ্ধিতে সকামকর্মে প্রবৃত্তি, অশান্তি এবং বিষয়ভোগের লালসা—এই সব উৎপন্ন হয়। ১২

অপ্রকাশোহপ্রবৃত্তিষ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।

তমস্যোতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন॥

হে অর্জুন ! তমোগুণ বৃদ্ধি হলে অন্তঃকরণে ও ইন্দ্রিয়ে অপ্রকাশ, কর্তব্য-কর্মে অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ বা ব্যর্থচেষ্টা, এবং নিদ্রাদি অন্তঃকরণের মোহিনী বৃত্তি— এই সব উৎপন্ন হয়। ১৩

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভূৎ।  
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে॥

সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিকালে মানুষ দেহত্যাগ করলে উত্তম উপাসকগণের সুখময় ব্রহ্মলোকাদিতে গমন করেন। ১৪

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গিষু জায়তে।  
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে॥

রজোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হলে কর্মে আসক্ত মনুষ্যকূলে জন্ম হয় এবং তমোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হলে মানুষ কীট, পশু ইত্যাদি মূঢ় যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। ১৫  
কর্মণঃ সুকৃতস্যাঙ্কঃ সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলম্।  
রজসস্ত্র ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্॥

সাত্ত্বিক কর্মের ফল নির্মল সুখ, রাজসিক কর্মের ফল দুঃখ এবং তামসিক কর্মের ফল অজ্ঞান। ১৬

সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।

প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোহজ্ঞানমেব চ॥

সত্ত্বগুণ হতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, রজোগুণ হতে লোভ এবং তমোগুণ হতে প্রমাদ<sup>\*</sup>, মোহ<sup>✱</sup> এবং অজ্ঞান উৎপন্ন হয়। ১৭

উর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বজ্ঞা মধ্যো তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।

জঘন্যাণ্ডণবৃত্তিহ্না অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ॥

সত্ত্বগুণে স্থিত ব্যক্তি স্বর্গাদি উচ্চলোকে গমন করেন, রজোগুণে স্থিত ব্যক্তি মধ্যলোকে অর্থাৎ মনুষ্যালোকে জন্মগ্রহণ করেন এবং তমোগুণের কার্যরূপ নিদ্রা-প্রমাদ-আলস্যাদিতে স্থিত তামসিক ব্যক্তিগণ অধোগতি অর্থাৎ কীট, পশু আদি নীচ যোনি বা নরকপ্রাপ্ত হয়। ১৮

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।

গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মন্তাবং সোহধিগচ্ছতি॥

যখন দ্রষ্টা তিন গুণ ভিন্ন অন্য কাউকেও কর্তারূপে দেখেন না এবং তিন গুণের অতীত সচ্চিদানন্দঘন স্বরূপ আমাকে পরমাত্মারূপে তত্ত্বতঃ জ্ঞাত হন, তখন তিনি আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হন। ১৯

\* - ✱ এই অধ্যায়ের শ্লোকসংখ্যা ১৩ দ্রষ্টব্য। ✱



গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।  
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোহমৃতমশ্নুতে ॥

দেহ\* উৎপত্তির কারণস্বরূপ এই তিনটি গুণ অতিক্রম করে জীব জন্ম-মৃত্যু-জরা ইত্যাদি সমস্ত দুঃখ হতে মুক্ত হয়ে পরমানন্দ লাভ করে। ২০

অর্জুন উবাচ

কৈলিগৈস্ট্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।  
কিমাচারঃ কথঞ্চৈতাংস্ট্রীন্ গুণানতিবর্ততে ॥

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—হে প্রভু, এই তিনটি গুণের অতীত ব্যক্তির কী লক্ষণ, তাঁর আচরণ কেমন? এবং মানুষ কোন্ উপায়ে তিনটি গুণ অতিক্রম করতে পারে? ২১

শ্রীভগবানুবাচ

প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাণ্ডব।  
ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাতঙ্কতি ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে অর্জুন! সত্ত্বগুণের

\* বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং মন ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চভূত, পঞ্চইন্দ্রিয়ের বিষয় এইরূপ ২৩টি তত্ত্বের পিণ্ডরূপ এই স্থূলশরীর প্রকৃতি হতে উৎপন্ন গুণেরই কার্য। সেইজন্য গুণত্রয়কে এর উৎপত্তির কারণ বলা হয়েছে।

কার্য প্রকাশ<sup>\*</sup>, রজোগুণের কার্য প্রবৃত্তি ও তমোগুণের কার্য মোহ<sup>†</sup> আবির্ভূত হলে যিনি দ্বেষ করেন না এবং এই সকলের নিবৃত্তিও আকাঙ্ক্ষা করেন না তিনি গুণাতীত<sup>\*</sup>। ২২

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।  
গুণা বর্তন্ত ইত্যেব যোহবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥

উদাসীন ব্যক্তি যেমন সাক্ষীর ন্যায় স্থিত হয়ে গুণসমূহের দ্বারা বিচলিত হন না এবং গুণই

<sup>\*</sup>চিন্তা ও ইন্দ্রিয়াদিতে আলস্য দূরীভূত হয়ে যে এক প্রকারের চেতনা জাগে, তাকেই বলা হয় ‘প্রকাশ’।

<sup>†</sup>নিদ্রা ও আলস্যের বাহুল্যে অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়সমূহে চেতন-শক্তির লয় হওয়াকেই এইস্থানে ‘মোহ’ বলা হয়েছে।

<sup>\*</sup>যে-ব্যক্তি একমাত্র সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাতে নিত্য একাত্মভাবে স্থিত হয়ে এই ত্রিগুণময়ী মায়ার প্রপঞ্চরূপ জগতের অতীত হয়েছেন, সেই গুণাতীত ব্যক্তির অহংবর্জিত চিন্তে ত্রিগুণের কার্যরূপ প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহাদি বৃত্তি প্রকটিত হলে বা না হলে কোনো সময়েই ইচ্ছা-দ্বেষ ইত্যাদি বিকার হয় না। এটিই হল গুণাতীত হওয়ার প্রধান লক্ষণ।

গুণেতে প্রবর্তিত† হচ্ছে এইরূপ জেনে  
সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাতে একীভাবে অবস্থান করেন  
এবং সেই অবস্থা হতে কখনও বিচ্যুত হন না—তিনিই  
গুণাতীত । ২৩

সমদুঃখসুখঃ স্বহৃঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ।  
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তূল্যানিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥

যিনি নিরন্তর আত্মভাবে স্থিত, সুখ-দুঃখে সমবুদ্ধি,  
মাটি-পাথর ও স্বর্গে সমভাববিশিষ্ট, প্রিয় ও অপ্রিয়ে  
সমজ্ঞানযুক্ত, নিন্দা ও স্তুতিতে সমভাবাপন্ন—সেই ধীর  
ব্যক্তি গুণাতীত । ২৪

মানাপমানয়োস্তূল্যস্তূল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ ।  
সর্বরত্তপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥

যিনি মান-অপমানে সম, শত্রু ও মিত্রেও সম এবং  
সকল প্রচেষ্টাতেই যিনি কর্তৃত্বভাব বর্জিত, তাঁকেই  
গুণাতীত বলা হয় । ২৫

মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিয়োগেন সেবতে ।

† ত্রিগুণময়ী মায়া থেকে উৎপন্ন অন্তঃকরণসহ ইন্দ্রিয়সমূহের নিজের  
নিজের বিষয়ে বিচরণ করাকেই ‘গুণই গুণে আবর্তিত হচ্ছে’ বলা হয় ।



স গুণান্ সমতীতৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

যে নিষ্কামকর্মী ঐকান্তিকী ভক্তির সঙ্গে<sup>০</sup> আমাকে উপাসনা করেন, তিনিও ত্রিগুণাতীত হয়ে সচ্চিদানন্দ-ঘন ব্রহ্ম লাভে সক্ষম হন। ২৬

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যাস্য চ।

শাস্বতস্য চ ধর্মস্য সুখসৌকান্তিকস্য চ ॥

কারণ অবিনাশী পরব্রহ্মের, সনাতন ধর্মের, অমৃতের ও অখণ্ড একরসসম্পন্ন আনন্দের আশ্রয় আমিই। ২৭

ওঁ তৎসদিতী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥

ওঁ তৎ সৎ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদ্ তথা ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন সংবাদে ‘গুণত্রয়বিভাগযোগ’ নামক চতুর্দশ অধ্যায় সম্পূর্ণ হল।



<sup>০</sup> এক সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর বাসুদেব ভগবানকেই নিজ প্রভু বলে মেনে, স্বার্থ এবং অভিমান পরিত্যাগ করে শ্রদ্ধা এবং ভাব-সহকারে, পরম প্রেমে নিত্য-নিরন্তর তাঁর চিন্তা করাকেই ‘অব্যভিচারী ভক্তিযোগ’ বলা হয়।

ওঁ

॥ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়

পুরুষোত্তমযোগ

শ্রীভগবানুবাচ

উর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বখং প্রাহুরব্যয়ম্।

ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যন্তুং বেদ স বেদবিৎ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—আদিপুরুষ পরমেশ্বরই হলেন মূল\* এবং ব্রহ্মা হলেন প্রধান শাখা♦ (এইরূপ

\*আদিপুরুষ নারায়ণ বাসুদেব ভগবানই নিত্য এবং অনন্ত ও সকলের আধার হওয়ায় ও সবার উপরে নিত্যধামে সগুণরূপে বাস করায় তাঁকে উর্ধ্ব নামে বলা হয়েছে। এই মায়াধিপতি, সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরই এই সংসাররূপ বৃক্ষের কারণস্বরূপ, তাই এই সংসার বৃক্ষকে ‘উর্ধ্বমূলসম্পন্ন’ বলা হয়।

♦এই আদিপুরুষ পরমেশ্বর হতে উদ্ভূত হওয়ায় এবং নিত্যধামের নীচে ব্রহ্মলোকে অবস্থান করায়, হিরণ্যগর্ভরূপ ব্রহ্মাকে পরমেশ্বরের হতে ‘অধঃ’ বলা হয়েছে এবং তিনিই এই জগতের বিস্তারকারী হওয়ায় এর প্রধান শাখা, সেইজন্য এই সংসারবৃক্ষকে ‘অধঃশাখাসম্পন্ন’ বলা হয়েছে।

যে) সংসাররূপী অশ্বখগাছ তাকে অবিনাশী\* বলা হয়  
এবং বেদসমূহ এর পাতা\*। এই সংসাররূপী  
অশ্বখবৃক্ষকে যে-ব্যক্তি মূল সহিত তত্ত্বতঃ জানেন  
তিনিই\* বেদের প্রকৃত তাৎপর্যের জ্ঞাতা। ১

অধশ্চোৰ্ধ্বং প্রসূতাস্তস্য শাখা  
গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।  
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি  
কৰ্মানুবন্ধীনি মনুষ্যালোকে॥

\* এই বৃক্ষের মূল কারণ পরমাত্মা অবিনাশী এবং  
অনাদিকাল হতে এর পরম্পরা চলে আসছে, তাই সংসারবৃক্ষকে  
‘অবিনাশী’ বলা হয়।

\* এই বৃক্ষটিকে শাখারূপ ব্রহ্মা হতে প্রকটিত হওয়ায় এবং  
যজ্ঞাদি কর্ম দ্বারা এই সংসারবৃক্ষের রক্ষা এবং বৃদ্ধিকারী এবং  
শোভাবর্ধনকারী হওয়াতে বেদকে ‘পাতা’ রূপে বলা হয়েছে।

\* ভগবানের যোগমায়ায় জাত এই সংসার ক্ষণভঙ্গুর,  
বিনাশশীল এবং দুঃখস্বরূপ। এর চিন্তা পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র  
পরমেশ্বরকেই নিত্য-নিরন্তর অনন্য ভক্তি দ্বারা চিন্তা করাকেই  
‘বেদের তাৎপর্য জানা’ বোঝায়।



এই সংসারবৃক্ষের তিন গুণরূপী জলের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, বিষয় ভোগরূপ প্রবালবিশিষ্ট♦ ; দেবতা, মনুষ্য ও তির্যগাদি যোনিরূপ শাখাগুলি† নিম্নে ও উর্ধ্বে সর্বত্র বিস্তৃত এবং মনুষ্যলোকে‡ কর্মানুযায়ী বন্ধনকারক অহং, মমত্ব ও বাসনারূপ মূল নিম্নে ও উর্ধ্বে সমস্ত লোকে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। ২

ন রূপমসৌহ তথোপলভ্যতে

নান্তো ন চাদিন চ সম্প্রতিষ্ঠা।

অশ্বখমেনং সুবিরূঢ়মূল-

♦স্পর্শ, শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ—এই পাঁচটি জ্বলদেহ এবং ইন্দ্রিয় হতে সূক্ষ্ম হওয়াতে ঐ শাখাগুলির প্রবালরূপে বলা হয়েছে।

†মুখ্য শাখা ব্রহ্মা হতে সকল লোকাদিসহ দেবতা, মানুষ, তির্যগাদি যোনির উৎপত্তি ও বিস্তার হয়েছে, সেইজন্য ঐগুলিকে এখানে ‘শাখা’ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

‡অহং-মমত্ববোধ এবং বাসনারূপ মূলগুলিকে শুধুমাত্র মনুষ্য যোনিতে কর্মানুযায়ী বন্ধনকারক বলার কারণ হল যে অন্য সব যোনিতে শুধু পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফল ভোগ করার অধিকার থাকে, মনুষ্য যোনিতে নতুন কর্ম করারও অধিকার থাকে।

## মসঙ্গশাস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিদ্ভা॥

এই সংসারবৃক্ষের সম্বন্ধে যেমন বলা হয় চিন্তা করলে তেমন উপলব্ধি হয় না<sup>\*</sup>, কারণ এর আদিও নেই<sup>\*</sup>, অন্তও নেই<sup>†</sup> এবং যথাযথ স্থিতিও নেই<sup>‡</sup>। সেইজন্য এই অহং, মমত্ব এবং বাসনারূপ দৃঢ় মূলসম্পন্ন সংসাররূপ অশ্বত্থ বৃক্ষকে দৃঢ় বৈরাগ্যরূপ<sup>♦</sup> শাস্ত্রের দ্বারা ছেদন

<sup>\*</sup>এই সংসারের স্বরূপ শাস্ত্রে যেমন বর্ণিত আছে এবং যেমন দেখা ও শোনা যায়, তত্ত্বজ্ঞান হলে আর সেরূপ থাকে না, যেমন ঘুম ভাঙলে আর স্বপ্নের সংসার দেখা যায় না।

<sup>\*</sup>এর আদি নেই বলার অর্থ হল এই যে, এই পরম্পরা কবে হতে চলে আসছে তার কোনো ঠিক নেই।

<sup>†</sup>অন্ত নেই বলার অর্থ এর পরম্পরা কত দূর চলবে, তারও কোনো ঠিক নেই।

<sup>‡</sup>এর স্থিতিও ঠিকমতো নেই বলার অর্থ হল প্রকৃতপক্ষে এটা ক্ষণভঙ্গুর ও বিনাশশীল।

<sup>♦</sup>ব্রহ্মলোক পর্যন্ত ভোগ ক্ষণিক এবং বিনাশশীল, এটা জেনে এই জগতের সমস্ত বিষয়ভোগে সন্তা, সুখ, প্রীতি এবং রমণীয়তায়

করে\*। ৩

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং

যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ।

তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে

যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসূতা পুরাণী॥

অতঃপর সর্বতোভাবে সেই পরম-পদরূপ পরমেশ্বরের অন্বেষণ করা উচিত, যাকে প্রাপ্ত হলে জগতে আর ফিরে আসতে হয় না, এবং যে-পরমেশ্বর হতে এই অনাদি সংসারের প্রবৃত্তির বিস্তার হয়েছে আমি সেই আদিপুরুষের শরণাগত হই—এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় হয়ে সেই পরমেশ্বরের মনন ও নিদিধ্যাসন করা উচিত। ৪

নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা

অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।

দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-

নিমজ্জিত না হওয়াকেই বলা হয় দৃঢ় ‘বৈরাগ্যরূপ শস্ত্র’।

\*স্থাবর, জঙ্গমরূপ সমস্ত সংসার-চিন্তা ও অনাদিকাল হতে অজ্ঞানজাত অহং-মমত্ববোধ ও বাসনারূপ মূলকে পরিত্যাগ করাই সংসারবৃক্ষের অবান্তর ‘মূলসহ ছেদন করা’ বোঝায়।



গচ্ছন্ত্যমৃতাঃ পদমব্যয়ং তৎ॥

যাঁদের মান এবং মোহ দূর হয়েছে, যারা আসক্তি জয় করেছেন, যাঁদের পরমাত্মার স্বরূপে নিত্য-স্থিতি এবং যাঁদের কামনা সম্পূর্ণভাবে নিবৃত্ত হয়েছে—সেই সকল সুখ-দুঃখ দ্বন্দ্বমুক্ত জ্ঞানী ব্যক্তি অবিনাশী পরমপদ লাভ করেন। ৫

ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।  
যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥

যে পরমপদ প্রাপ্ত হলে মানুষ আর সংসারে ফিরে আসে না, সেই স্বয়ং প্রকাশ পরমপদকে সূর্য, চন্দ্র বা অগ্নি কেউই প্রকাশ করতে পারে না, সেটিই আমার পরমধাম\*। ৬

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।  
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কৰ্ষতি॥

এই দেহে জীবাত্মা আমারই সনাতন অংশ† এবং

\*‘পরমধাম’ এর অর্থ গীতার অষ্টম অধ্যায়ের ২১তম শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

† বিভাগরহিত হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন ঘটে যেমন মহাকাশ ভিন্ন বলে প্রতীত হয় তেমনই সর্বভূতে একাত্মভাবে অবস্থান করলেও পরমাত্মাকে ভিন্ন ভিন্ন বলে মনে হয়। সেইজন্যই দেহে

প্রকৃতিতে স্থিত হয়ে মনসহ পঞ্চেন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে। ৭

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।  
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥

বায়ু যেমন পুষ্পাদি হতে গন্ধ আহরণ করে নিয়ে যায়, তেমনই দেহাদির স্বামী জীবাত্মাও শরীর ত্যাগ করে যাবার সময় মনসহ ইন্দ্রিয়গুলিকে সঙ্গে নিয়ে যায় ; অর্থাৎ পূর্ব দেহের ইন্দ্রিয়াদি নূতন দেহে প্রবেশ করে। ৮

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।  
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥

দেহস্থিত জীবাত্মা কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকাকে আশ্রয় করে মনের সাহায্যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ— এই পঞ্চবিষয়কে উপভোগ করে। ৯

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।  
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥

শরীর ত্যাগের সময় অথবা শরীরে অবস্থানপূর্বক

স্থিত জীবাত্মাকে তাঁর ‘সনাতন-অংশ’ বলে বর্ণনা করেছেন।



বিষয়ভোগ করার কালে বা গুণত্রয়ের সঙ্গে সংযুক্ত-  
রূপে এই জীবাত্মাকে বিমূঢ় ব্যক্তিগণ জানতে পারে  
না। কেবল জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন, বিবেকিগণই জানতে  
পারেন। ১০

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যত্বন্যবস্থিতম্।  
যতন্তোহপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ॥

যত্নশীল যোগিগণই নিজেদের হৃদয়ে অবস্থিত এই  
আত্মাকে তত্ত্বতঃ জানতে পারেন ; কিন্তু যারা নিজ  
অন্তঃকরণ শুদ্ধ করেনি, এইরূপ অজ্ঞানিগণ যত্ন  
করলেও এই আত্মাকে জানতে পারে না। ১১

যদাদিত্যগতং তেজো জগন্তাসয়তেহখিলম্।  
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥

সূর্যে যে জ্যোতি আছে এবং যা সমগ্র জগৎকে  
প্রকাশ করে, যা চন্দ্রে এবং অগ্নিতে বিদ্যমান—সেই  
জ্যোতি আমারই জানবে। ১২

গামাভিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।  
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্নকঃ॥

আমি ঐশ্বরিক শক্তিদ্বারা পৃথিবীতে প্রবেশপূর্বক  
চরাচর সমস্ত ভূতকে ধারণ করি এবং রসাত্নক চন্দ্ররূপে  
সকল ওষধি অর্থাৎ বনস্পতিকে পুষ্ট করি। ১৩



অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাস্থিতঃ।  
প্রাণাপানসমায়ুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্॥

আমিই উদরাগ্নিরূপে প্রাণিগণের দেহ আশ্রয়পূর্বক  
প্রাণ ও অপান বায়ুর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য  
ও পেয়—এই চার\* প্রকার খাদ্য পরিপাক করি। ১৪

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো  
মত্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনঞ্চ।  
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো  
বেদান্তকৃদেদবিদেব চাহম্॥

আমি সকল প্রাণীর হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে অবস্থান  
করি এবং আমি হতেই স্মৃতি, জ্ঞান ও অপোহন\* হয়।  
আমিই চার বেদের জ্ঞাতব্য\* বিষয়, বেদান্তের কর্তা

\* খাদ্যবস্তু চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়—এই চার প্রকারের হয়।  
যেগুলি চর্বণ করে খেতে হয় তাকে বলা হয় ‘চর্ব্য’ যেমন, রুটি ইত্যাদি; যা  
চুষে খাওয়া হয় তা ‘চোষ্য’ যেমন, আখ ইত্যাদি। যেগুলি লেহন করে  
খাওয়া হয়, সেগুলিকে ‘লেহ্য’ বলা হয়; যেমন, চাটনি ইত্যাদি এবং  
যেগুলি পান করা হয় সেগুলিকে বলা হয় ‘পেয়’; যেমন, দুধ ইত্যাদি।

❖ সংশয়, বিপর্যয় ইত্যাদি দোষের নাশ।

\* সর্ববেদের তাৎপর্য হল পরমেশ্বরকে জানা, তাই  
সর্ববেদের দ্বারা জানবার একমাত্র বিষয় হলেন পরমেশ্বর।

এবং বেদার্থবেত্তা। ১৫

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।  
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোহক্ষর উচ্যতে॥

এই জগতে অবিনাশী ও বিনাশী—এই দুই প্রকারের\* পুরুষ আছেন। এঁদের মধ্যে সর্বভূতের শরীর বিনাশী এবং জীবাত্মা অবিনাশী। ১৬

উত্তমঃ পুরুষস্তন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।  
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥

এই দুই পুরুষ হতে অত্যন্ত ভিন্ন উত্তম পুরুষ আছেন, যিনি ত্রিলোকে প্রবিষ্ট হয়ে সকলের ধারণ ও পালন করেন। তাঁকেই অবিনাশী পরমেশ্বর ও পরমাত্মা বলা হয়। ১৭

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।  
অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥

যেহেতু আমি বিনাশী জড়-ক্ষেত্রের অতীত এবং

\*গীতার সপ্তম অধ্যায়ের ৪-৫ শ্লোকে যে অপরা ও পরা প্রকৃতির কথা বলা হয়েছে এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে যাকে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের নামে বলা হয়েছে, সেই দুটিকেই এখানে ক্ষর ও অক্ষর নামে উল্লেখ করা হয়েছে।



অবিনাশী জীবাত্মা হতেও উত্তম সেইজন্য জগতে এবং  
বেদে আমি পুরুষোত্তম নামে খ্যাত। ১৮

যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।  
স সর্ববিভক্তজতি মাং সর্বভাবেন ভারত॥

হে ভারত ! যিনি আমাকে এইরূপে তত্ত্বতঃ  
পুরুষোত্তম বলে জানেন, সেই সর্বজ্ঞ পুরুষ  
সর্বতোভাবে নিত্য-নিরন্তর বাসুদেব পরমেশ্বররূপ  
আমারই ভজনা করেন। ১৯

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।  
এতদ্বুক্ত্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত॥

হে নিষ্পাপ অর্জুন ! এইরূপে আমি তোমাকে  
অত্যন্ত রহস্যযুক্ত গোপনীয় শাস্ত্রের কথা বললাম। এটি  
তত্ত্বতঃ জেনে মানুষ জ্ঞানী ও কৃতার্থ হয়। ২০

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু  
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে  
পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥

ওঁ তৎ সৎ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদ্ তথা  
ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন সংবাদে  
‘পুরুষোত্তমযোগ’ নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ হল।





ওঁ

॥ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

ষোড়শ অধ্যায়

দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগ

শ্রীভগবানুবাচ

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ ।

দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—ভয়শূন্যতা, অন্তঃকরণের পূর্ণ নির্মলতা, তত্ত্বজ্ঞানের জন্য ধ্যানযোগে দৃঢ় নিরন্তর স্থিতি\*, সাত্ত্বিক দান\*, ইন্দ্রিয়াদি সংযম, ভগবান-দেবতা ও গুরুজনাতির পূজা, অগ্নিহোত্রাদি উত্তম কর্মের অনুষ্ঠান, বেদ-শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন-অধ্যাপন, ভগবানের নাম-গুণকীর্তন, স্বধর্ম পালনে কষ্ট সহ্য করা এবং শরীর ও ইন্দ্রিয়সহ অন্তঃকরণের সরলতা। ১

\*পরমাত্মার স্বরূপ তত্ত্বতঃ জানবার জন্য সচ্চিদানন্দধন পরমাত্মার স্বরূপে একাত্মভাবে ধ্যানে নিত্য-নিরন্তর গাঢ় স্থিতিকেই ‘জ্ঞানযোগব্যবস্থিতি’ বলে বুঝতে হবে।

\*গীতার ১৭ অধ্যায়ের ২০তম শ্লোকে এর বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।  
দয়া ভূতেশ্বলোলুপ্তং মার্দবং হ্রীরচাপলম্॥

কায়মনোবাক্যে কাউকেও কোনওভাবে কষ্ট না দেওয়া, যথার্থ ও প্রিয় ভাষণ♦, নিজের প্রতি অপরাধকারীর প্রতিও ক্রোধ না করা, সকল কর্মে কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করা, চিত্ত-চাঞ্চল্যের অভাব, পরনিন্দাবর্জন, সর্বভূতে অহেতুক দয়া, বিষয়সমূহের সঙ্গে ইন্দ্রিয়াদির সংযোগ হলেও আসক্ত না হওয়া, কোমলতা, লোক ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণে লজ্জা এবং ব্যর্থ চেষ্টার অভাব। ২

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।  
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥

তেজ♦, ক্ষমা, ধৈর্য, বাহ্যাত্তর

♦ চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে নিশ্চয় করা হয়েছে তা ঠিক সেইভাবে প্রিয় শব্দে বলাকেই ‘সত্যভাষণ’ বলা হয়।

♦ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির যে-শক্তির প্রভাবে বিষয়াসক্তি এবং নীচ প্রকৃতির মানুষ প্রায়শঃই অন্যায় আচরণ পরিত্যাগ করে তার

শুদ্ধি\*, শত্রুভাব-রাহিত্য এবং নিজের মধ্যে পূজ্যতার  
অনভিমান— হে ভারত ! এই সমস্ত হল দৈবী  
সম্পদযুক্ত পুরুষদের লক্ষণ। ৩

দম্ভো দর্পোহিভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।  
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্॥

হে পার্থ ! দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও  
অজ্ঞান—এই সকল আসুরী সম্পদসহ জাত পুরুষদের  
লক্ষণ। ৪

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।  
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোহসি পাণ্ডব॥

দৈবী সম্পদ সংসারবন্ধন হতে মুক্তির হেতু এবং  
আসুরী সম্পদ সংসার বন্ধনের কারণ। হে পাণ্ডব ! তুমি  
শোক করো না, কারণ তুমি দৈবী সম্পদ নিয়ে  
জন্মেছ। ৫

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেহস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।

কথানুযায়ী শ্রেষ্ঠ আচরণে প্রবৃত্ত হয়, সেই শক্তিকেই ‘তেজ’ নামে  
অভিহিত করা হয়।

\* ত্রয়োদশ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকের টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।



দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু॥

হে পার্থ ! ইহলোকে দুই প্রকারের মানুষ সৃষ্টি হয়েছে, এক দৈবী প্রকৃতিসম্পন্ন এবং অপরটি আসুরী প্রকৃতিসম্পন্ন। এদের মধ্যে দৈবী প্রকৃতিসম্পন্ন মানুষদের কথা বিস্তারিতভাবে বলেছি, এইবার আসুরী প্রকৃতিসম্পন্ন মানুষদের কথা বিস্তারিতভাবে আমার নিকট শোনো। ৬

প্রবৃতিঞ্চ নিবৃতিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।  
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥

আসুরী স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিগণ প্রবৃতি এবং নিবৃতি —এই দুটিকেই জানে না। তাই তাদের বাহ্যভ্যন্তর শুদ্ধি নেই, সদাচার নেই এবং সত্যভাষণও নেই। ৭

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহরনীশ্বরম্।  
অপরম্পরসমুতং কিমন্যং কামহৈতুকম্॥

এই আসুরী প্রকৃতির মানুষেরা বলে এই জগৎ ধর্মাধর্মের ব্যবস্থাহীন, সত্যশূন্য এবং কর্মফলদাতা ঈশ্বর বলে কেউ নেই। শুধু কামবশতঃ স্ত্রী-পুরুষের

সংযোগেই এ উৎপন্ন, এছাড়া আর কিছুই নেই। ৮

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোহল্লবুদ্ধয়ঃ।

প্রভবন্ত্যগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোহহিতাঃ॥

এইরূপ মিথ্যা জ্ঞান অবলম্বন করে বিকৃত স্বভাব এবং মন্দবুদ্ধিসম্পন্ন, অহিতকারী ক্রুরকর্মা ব্যক্তিগণ জগতের বিনাশের জন্য জন্মগ্রহণ করে। ৯

কামমাপ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদাশ্বিতাঃ।

মোহাদ্ গৃহীত্বাসদগ্রাহান্ প্রবর্তন্তেহশুচিব্রিতাঃ॥

এইসব দুস্পূরণীয় বাসনায় পূর্ণ, দম্ভ, অভিমান ও মদযুক্ত মানুষেরা অজ্ঞানবশতঃ অশুচি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ভ্রষ্টাচারে প্রবৃত্ত হয়ে সংসারে বিচরণ করে। ১০

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।

কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥

মৃত্যুকাল পর্যন্ত এরা অসংখ্য চিন্তার আশ্রয় নিয়ে বিষয়ভোগে রত ও ‘এই-ই সুখ’ এইরূপ মনে করে থাকে। ১১

আশাপাশশতৈর্বন্ধাঃ

কামক্ৰোধপরায়ণাঃ।

ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥

তারা অসংখ্য আশাপাশে অর্থাৎ কামনার জালে আবদ্ধ এবং কাম ও ক্রোধের অধীন হয়ে বিষয়ভোগের জন্য অসদুপায়ে অর্থ সংগ্রহে রত থাকে। ১২

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।  
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥

তারা ভাবতে থাকে যে আজ আমার এই ধন লাভ হল, ভবিষ্যতে আমার এই আশা পূরণ হবে। আমার এত ধন আছে, পরে আরও ধন লাভ হবে। ১৩

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।  
ঈশ্বরোহহমহং ভোগী সিদ্ধোহহং বলবান্ সুখী ॥

এই দুর্জয় শত্রুকে আমি নাশ করছি, এইবার অন্যান্যদেরও নাশ করব। আমি ঈশ্বর, আমি ভোগী। আমি পুরুষার্থসম্পন্ন, বলবান এবং সুখী। ১৪

আঢ্যোহভিজনবানস্মি কোহন্যোহস্তি সদৃশো ময়া।  
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥  
অনেকচিত্তবিলান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।



প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেহশুচৌ ॥

আমি অত্যন্ত ধনী এবং অনেক আত্মীয়-স্বজন পরিবেষ্টিত, আমার মতো আর কে আছে ? আমি যজ্ঞ করব, দান করব, আমোদ করব। এইপ্রকার অজ্ঞ, মোহগ্রস্ত এবং নানাভাবে বিভ্রান্তচিত্ত মোহজাল সমাবৃত এবং বিষয়ভোগে অত্যধিক আসক্ত আসুরী প্রকৃতির ব্যক্তিগণ ভয়ানক অপবিত্র নরকে পতিত হয়। ১৫-১৬

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তদ্ধা ধনমানমদাস্বিতাঃ ।  
যজন্তে নামযজ্ঞেষু দন্তেনাবিধিপূর্বকম্ ॥

নিজেই নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে সেই অহঙ্কারী ব্যক্তি ধন, মান ও গর্বের সঙ্গে অবিধিপূর্বক নামমাত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। ১৭

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ ।  
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোহভ্যসূয়কাঃ ॥

অহঙ্কার, বল, দর্প, কামনা ও ক্রোধের বশবর্তী এবং অপরের নিন্দাকারী এইরূপ ব্যক্তি নিজের ও অপরের দেহে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত আমাকে ঘেঁষ করে। ১৮

তানহং দ্বিষতঃ ক্রুরান্ সংসারেষু নরাধমান্।  
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষেব যোনিষু॥

সেই দ্বেষপরায়ণ, পাপাচারী, ক্রুর, নরাধমদের  
আমি এই সংসারে বারংবার আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ  
করি। ১৯

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।  
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥

হে অর্জুন ! সেই মূঢ় ব্যক্তিগণ আমাকে প্রাপ্ত না হয়ে  
জন্মে জন্মে আসুরী-যোনি প্রাপ্ত হয় এবং ক্রমে তা  
থেকেও অত্যন্ত নিম্নগতি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ঘোর নরকে  
পতিত হয়। ২০

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।  
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ॥

কাম, ক্রোধ এবং লোভ—এই তিনটি নরকের  
দ্বারস্বরূপ\* এবং আত্মার হননকারী অর্থাৎ আত্মাকে

\*সর্ব অনর্থের মূল এবং নরকপ্রাপ্তির হেতু হওয়ায় কাম,  
ক্রোধ ও লোভকে ‘নরকের দ্বার’ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

অধোগামী করে। অতএব এই তিনটি বিষবৎ ত্যাগ করা উচিত। ২১

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্তিভিনরঃ।  
আচরত্যাগ্ননঃ শ্রেয়ন্ততো যাতি পরাং গতিম্॥

হে অর্জুন! এই তিন নরকের দ্বার হতে মুক্ত ব্যক্তি নিজ কল্যাণ সাধনে সমর্থ হন<sup>♦</sup>। সেইজন্য তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন অর্থাৎ আমাকে লাভ করেন। ২২

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ।  
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে স্বেচ্ছাচারী হয়ে খুশিমতো আচরণ করে, সে সিদ্ধি লাভ করে না, মোক্ষলাভ করে না এবং সুখও প্রাপ্ত হয় না। ২৩

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।  
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহাইসি॥

কর্তব্য ও অকর্তব্য নির্ধারণে তোমার নিকট শাস্ত্রই

---

♦ নিজের উদ্ধারের জন্য ভগবদাজ্ঞানুযায়ী কাজ করাই হল ‘নিজের কল্যাণ আচরণ করা’।



প্রমাণ। অতএব কর্তব্য-অকর্তব্য নির্ধারণে তোমার  
শাস্ত্রবিধি জেনে তোমার কর্ম করা উচিত। ২৪

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং  
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে দৈবাসুরসম্পদ-  
বিভাগযোগো নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥

ওঁ তৎ সং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদ্  
তথা ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন  
সংবাদে ‘দৈবাসুরসম্পদবিভাগযোগ’ নামক ষোড়শ  
অধ্যায় সম্পূর্ণ হল।



ওঁ

॥ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়

শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ

অর্জুন উবাচ

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়াস্থিতাঃ।  
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্বমাহো রজস্তমঃ॥

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—হে কৃষ্ণ ! যারা  
শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেবতাগণের পূজা  
করেন, তাঁদের সেই নিষ্ঠা সাত্বিকী, রাজসী অথবা  
তামসী ? ১

শ্রীভগবানুবাচ

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।  
সাত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—শাস্ত্রীয় সংস্কাররহিত

শুধুমাত্র স্বভাবজাত শ্রদ্ধা\* তিন প্রকারের হয়ে থাকে—  
সাত্ত্বিকী, রাজসী তথা তামসী। সেইগুলি তুমি আমার  
নিকট শোনো। ২

সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।  
শ্রদ্ধাময়োহয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥

হে ভারত ! সকল মানুষের শ্রদ্ধা তাঁদের অন্তঃকরণ  
অনুযায়ী হয়ে থাকে। মানুষ শ্রদ্ধাময়, অতএব যিনি  
যে রূপ শ্রদ্ধাযুক্ত, তিনি সেইরূপই হন। ৩

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।  
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥

সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ দেবতাদের পূজা করেন, রাজসিক  
ব্যক্তিগণ যক্ষ ও রাক্ষসদের এবং তামসিক ব্যক্তিগণ  
ভূত-প্রেতের পূজা করে। ৪

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।  
দন্তাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥

\*অনন্ত জন্মে কৃত-কর্মের সঞ্চিত সংস্কার হতে উৎপন্ন  
শ্রদ্ধাকে ‘স্বভাবজা’ শ্রদ্ধা বলা হয়।



যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধিবির্জিত হয়ে শুধুমাত্র মনঃকল্লিত ঘোর তপস্যা করে এবং দম্ভ-অহঙ্কারযুক্ত তথা কামনা, আসক্তি ও বলের অভিমানে যুক্ত হয়। ৫

কর্মযন্তঃ শরীরস্থঃ ভূতগ্রামমচেতসঃ।  
মাং চৈবান্তঃশরীরস্থঃ তান্ বিদ্যাসুরনিশ্চয়ান্॥

শরীরস্থ ভূতগণকে এবং অন্তঃকরণে অবস্থিত পরমাত্মারূপ আমাকে ক্লিষ্ট করে\*, সেই অজ্ঞানী ব্যক্তিদের তুমি আসুরী প্রকৃতির বলে জানবে। ৬

আহারস্তপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।  
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু॥

খাদ্যও সকলের নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে তিন প্রকার প্রিয় হয়। সেইরূপ যজ্ঞ-তপ এবং দানও তিন প্রকারের হয়। এইগুলির প্রভেদ শ্রবণ করো। ৭

আয়ুঃসম্ভবলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।

রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥

\*শাস্ত্রবিরুদ্ধ উপবাস ইত্যাদি ঘোর আচরণের সাহায্যে শরীর কৃশ করা এবং ভগবানের অংশস্বরূপ জীবাত্মাকে কষ্ট দেওয়ার তাৎপর্য হল ভূতগণকে এবং অন্তর্যামী পরমাত্মাকে ‘কৃশ করা’।

আয়ু-বুদ্ধি-বল-আরোগ্য-সুখ ও প্রীতিবর্ধক,  
সরস-স্নিগ্ধ-পুষ্টিকর\* এবং মনোরম—এইরূপ আহার  
সাত্ত্বিক ব্যক্তিদের প্রিয় হয়। ৮

কটু-লবণাত্মক-তীক্ষ্ণ-রুক্ষ-বিদাহিনঃ।

আহারা রাজসস্যেষ্ঠা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥

কটু-অম্ল-লবণাক্ত-অত্যন্তগরম-তীক্ষ্ণ-রুক্ষ প্রদাহ-  
কর এবং দুঃখ-চিন্তা-রোগ উৎপাদনকারী আহার  
রাজসিক ব্যক্তিদের প্রিয় হয়। ৯

যাত্যামং গতরসং পুতি পর্যুষিতঞ্চ যৎ।

উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥

অর্ধপক, রসহীন, দুর্গন্ধময়-বাসী-উচ্ছিষ্ট এবং  
অপবিত্র আহার তামসিক ব্যক্তিদের প্রিয় হয়। ১০

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদৃষ্টো য ইজ্যতে।

যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥

শাস্ত্রবিধির দ্বারা নির্দিষ্ট এবং যজ্ঞ করাই কর্তব্য—

---

\*যে ভোজ্যপদার্থের সার শরীরে বহু সময় ধরে থাকে, তাকে  
‘সারবান ভোজ্য’ বলা হয়।

এইরূপ নিশ্চয়যুক্ত হয়ে ফলাকাঙ্ক্ষা বিহীন পুরুষের দ্বারা যে যজ্ঞ করা হয় তা সাত্ত্বিক যজ্ঞ। ১১

অভিসন্ধায় তু ফলং দত্তার্থমপি চৈব যৎ।  
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্॥

কিন্তু, হে অর্জুন ! শুধু দত্তার্থে অথবা ফললাভের জন্য যে-যজ্ঞ করা হয়, তাকে রাজসিক যজ্ঞ বলে জানবে। ১২

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।  
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে॥

শাস্ত্রবিধিবর্জিত, অন্নদানশূন্য, মন্ত্রবিহীন, দক্ষিণাবিহীন এবং শ্রদ্ধাবিরহিত যজ্ঞকে তামসিক যজ্ঞ বলা হয়। ১৩

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।  
ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥

দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু\* এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের পূজা,

\* এখানে গুরু শব্দের দ্বারা মা-বাবা-আচার্য এবং বৃদ্ধ বা যিনি নিজের হতে কোনওভাবে বড়—তাদের সকলকে বোঝায়।



পবিত্রতা, সরলতা, ব্রহ্মার্চ্য এবং অহিংসা—  
এইগুলিকে শারীরিক তপস্যা বলা হয়। ১৪

অনুদ্বৈকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।  
স্বাধ্যায়াভ্যসনঞ্চৈব বাজয়ং তপ উচ্যতে॥

অনুদ্বৈগকর, প্রিয়, হিতকারক এবং যথার্থ-  
ভাষণ<sup>†</sup> ও বেদশাস্ত্রাদির পাঠ তথা ঈশ্বরের-নাম-  
জপাদির অভ্যাসকে বাচিক তপস্যা বলা হয়। ১৫

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।  
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে॥

চিত্তের প্রসন্নতা, সৌম্যভাব, ভগবচ্ছিন্তনের স্বভাব,  
মনের নিরোধ, অন্তঃকরণের পবিত্রতা—এইগুলিকে  
মানসিক তপস্যা বলা হয়। ১৬

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তং ত্রিবিধং নরৈঃ।  
অফলাকাঙ্ক্ষাভিযুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে॥

ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য ব্যক্তিগণের দ্বারা পরম শ্রদ্ধা

---

<sup>†</sup> মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা যা অনুভূত হয়, তা ঠিক সেই  
মতো বলাকেই ‘যথার্থ বাক্য’ বলা হয়।

সহকারে পূর্বোক্ত কায়িক, বাচিক ও মানসিক যে তপস্যা সাধিত হয় তাকে সাত্ত্বিক তপস্যা বলে। ১৭

সংকারমানপূজার্থং তপো দত্তেন চৈব যৎ।  
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমগ্রবম্॥

সংকার, মান ও পূজা পাবার আশায় অথবা অন্য কোনও স্বার্থের প্রয়োজনে যে তপস্যা করা হয়, ইহলোকে যা কদাচিৎ ফলপ্রসূ হয়\* — সেই তপস্যাকে রাজসিক তপস্যা বলে। ১৮

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।  
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহতম্॥

দুরাকাজ্জ্ঞার বশবর্তী হয়ে দেহেন্দ্রিয়কে কষ্ট দিয়ে অথবা অন্যের অনিষ্টের জন্য যে তপস্যা করা হয় তাকে তামসিক তপস্যা বলে। ১৯

দাতব্যমিতি যদানং দীয়তেহনুপকারিণে।  
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥

\*‘কদাচিৎ ফলপ্রসূ’ তাকেই বলা হয়, যার ফলপ্রদান করবার বা না করবার সম্ভাবনা থাকে।

দান করা কর্তব্য— এইভাবে প্রত্যুপকারের আশা না করে পবিত্র স্থানে\*, যথা সময়ে† ও যোগ্য পাত্রে‡ যে দান করা হয় তাকে সাত্ত্বিক দান বলে। ২০

যত্ন প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্दिश्य বা পুনঃ।  
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদানং রাজসং স্মৃতম্॥

কিন্তু যে-দান ক্লেশপূর্বক প্রত্যুপকারের আশায় অথবা ফললাভের উদ্দেশ্যে‡ এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও\*

\*† যে দেশে-কালে যে বস্তুর অভাব ঘটে, সেই দেশ-কাল, সেই বস্তুর সাহায্যে প্রাণীদের সেবা করবার যোগ্য দেশ-কাল বলে বিবেচিত হয়।

‡ ক্ষুধার্ত, অনাথ, দুঃখী, রোগী, অসমর্থ এবং ভিক্ষুক— এদের অন্ন বস্ত্রাদি, ঔষধ, যার যে-বস্তুর অভাব থাকে, তাকে সেই বস্তুর দ্বারা সেবা করবার যোগ্য বলে মনে করা হয় এবং শ্রেষ্ঠ আচরণকারী বিদ্বান ব্রাহ্মণদের অর্থ ও সর্বপ্রকার পদার্থের দ্বারা সেবা করবার যোগ্য বলে মনে করা হয়।

‡ অর্থাৎ সম্মান, প্রতিষ্ঠা এবং স্বর্গাদি ফলপ্রাপ্তির কামনায় বা রোগনিবৃত্তির জন্য।

\* আজকাল যেমন চাঁদা ইত্যাদি দেওয়া হয়।



করা হয়, তাকে রাজসিক দান বলে। ২১

অদেশকালে যদানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।

অসংকৃতমবজ্ঞাতং তত্ত্বামসমুদাহৃতম্॥

সংকাররহিতভাবে, অবজ্ঞাপূর্বক অযোগ্য পাত্রে, অপবিত্র স্থানে ও অশুভ সময়ে যে দান করা হয়, তাকে তামসিক দান বলে। ২২

ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।

ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥

ওঁ, তৎ, সৎ—এই তিনটি শব্দের দ্বারা সচ্চিদা-নন্দঘন ব্রহ্মের ত্রিবিধ নাম বলা হয়েছে। এই ত্রিবিধ নির্দেশদ্বারা সৃষ্টির প্রারম্ভে যজ্ঞের কর্তা ব্রাহ্মণ, যজ্ঞের কারণ বেদ এবং যজ্ঞ রূপ ক্রিয়া নির্মিত হয়েছে। ২৩

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।

প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্॥

সেই হেতু বেদবাদিগণ শাস্ত্রবিধান অনুযায়ী যজ্ঞ-দান-তপস্যাদি কর্ম সর্বদা ‘ওঁ’ এই ব্রহ্মবাচক শব্দ প্রথম উচ্চারণ করে আরম্ভ করেন। ২৪

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।  
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাজ্জিহ্বিভিঃ॥

‘তৎ’ এই ব্রহ্মবাচক দ্বিতীয় শব্দ উচ্চারণ পূর্বক মুমুক্শু ব্যক্তিগণ ফলাকাজ্জিহ্বা না করে নানাবিধ যজ্ঞ-তপস্যা এবং দানাদি কর্মের অনুষ্ঠান করেন। ২৫

সম্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।  
প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে॥

হে পার্থ ! সম্ভাব ও সাধুভাব বোঝাতে ‘সৎ’ এই তৃতীয় ব্রহ্মবাচক শব্দ প্রয়োগ করা হয় এবং শুভ কর্মেও ‘সৎ’ শব্দ ব্যবহৃত হয়। ২৬

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।  
কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে॥

এবং যজ্ঞ, দান ও তপস্যাতে যে-স্থিতি, তাকেও ‘সৎ’ বলা হয় এবং ভগবৎপ্রীতির নিমিত্ত যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাকেও ‘সৎ’ নামে অভিহিত করা হয়। ২৭

অশ্রদ্ধয়া হতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।

অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥

হে অর্জুন ! হোম, দান, তপস্যা বা অন্য কোনো শুভ কর্ম অশ্রদ্ধাপূর্বক করলে তাকে ‘অসৎ’ বলা হয় ; সেইজন্য ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও তা ফলপ্রসূ হয় না। ২৮

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং  
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো  
নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥

ওঁ তৎ সৎ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদ্  
তথা ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন  
সংবাদে ‘শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ’ নামক সপ্তদশ অধ্যায়  
সম্পূর্ণ হল।





॥ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়

মোক্ষসন্ন্যাসযোগ

অর্জুন উবাচ

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।

ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিষূদন॥

অর্জুন বললেন—হে মহাবাহো ! হে অন্তর্যামী ! হে বাসুদেব ! আমি সন্ন্যাস এবং ত্যাগের তত্ত্ব পৃথকভাবে জানতে ইচ্ছা করি। ১

শ্রীভগবানুবাচ

কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।

সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—পণ্ডিতগণের কেউ কেউ কাম্য কর্মের\* ত্যাগকেই সন্ন্যাস বলে জানেন, আবার

---

\*স্ত্রী-পুত্র-ধন ইত্যাদি প্রিয় বস্তুগুলি প্রাপ্তির জন্য এবং রোগ বা প্রতিকূল পরিস্থিতি ইত্যাদি নিবৃত্তির জন্য যে যজ্ঞ-তপস্যা-দান ইত্যাদি কর্ম করা হয়, তাকেই বলা হয় ‘কাম্যকর্ম’।

অন্য কেউ বিচারশীল ব্যক্তি সর্ববিধ কর্মের ফল  
ত্যাগকেই\* ত্যাগ বলে থাকেন। ২

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকৈ কর্ম প্রাহ্মর্মনীষিণঃ।  
যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে॥

কোনো কোনো বিদ্বান ব্যক্তি বলেন যে সমস্ত কর্মই  
দোষযুক্ত, অতএব সমস্ত কর্ম ত্যাগ করা উচিত ; আবার  
অন্য কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন যে যজ্ঞ, দান ও  
তপস্যারূপ কর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়। ৩

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসন্তম।  
ত্যাগো হি পুরুষবান্ন ত্রিবিধঃ সম্প্রকীর্তিতঃ॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন ! সন্ন্যাস এবং ত্যাগ, এই  
দুটির মধ্যে প্রথমে তুমি ত্যাগের বিষয়ে আমার মত

\*ঈশ্বরে ভক্তি, দেবতাদের ভজন-পূজন, মাতা-পিতা  
প্রভৃতি গুরুজনদের সেবা ; যজ্ঞ, দান, তপস্যা এবং বর্ণাশ্রম  
অনুসারে জীবিকাগ্রহণ করে সংসারনির্বাহ এবং জীবননির্বাহের  
জন্য ভোজনাদি যতপ্রকার কর্তব্যকর্ম আছে, সেই সকল বস্তুতে  
ইহলোকে এবং পরলোকের সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করাকেই  
'সর্বকর্ম ফলত্যাগ' বলা হয়।

শোনো। ত্যাগ তিন প্রকারের বলা হয়েছে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। ৪

যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যজ্যং কার্যমেব তৎ।  
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥

যজ্ঞ, দান এবং তপস্যারূপ কর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়, বরং এই সকল কর্ম করাই উচিত। কারণ যজ্ঞ, দান ও তপস্যা—এই তিনটিই বুদ্ধিমান পুরুষদের<sup>♦</sup> পবিত্র করে। ৫

এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।  
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্॥

অতএব, হে পার্থ ! যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম এবং অন্যান্য সকল কর্তব্য-কর্ম, আসক্তি ও ফলকামনা ত্যাগ করে অবশ্যই করা উচিত ; এই হল আমার নিশ্চিত ও উত্তম মত। ৬

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে।  
মোহান্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ॥

♦ বুদ্ধিমান বা মনীষী তাঁকেই বলা হয় যিনি আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে ভগবদর্থে কর্ম করেন।



(নিষিদ্ধ এবং কাম্যকর্ম ত্যাগ করাই উচিত) কিন্তু অবশ্যকর্তব্য নিত্য কর্ম<sup>৬</sup> ত্যাগ করা উচিত নয়। কারণ, নিত্যকর্ম চিত্ত শুদ্ধিকর। মোহবশতঃ নিত্যকর্ম ত্যাগ করাকে তামস ত্যাগ বলা হয়। ৭

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।  
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ॥

কর্ম দুঃখকর—মনে করে যিনি দৈহিক ক্লেশের ভয়ে কর্ম ত্যাগ করেন, তিনি এই রাজস ত্যাগ করে ত্যাগের ফল মোক্ষ লাভ করতে পারেন না। ৮

কার্যমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেহর্জুন।  
সঙ্গং ত্যজ্বা ফলশ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥

হে অর্জুন ! শাস্ত্রবিহিত কর্ম করা কর্তব্য—এই ভাব নিয়ে আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে কর্ম করাকে সাত্ত্বিক ত্যাগ বলে। ৯

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে।  
ত্যাগী সত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ॥

<sup>৬</sup> এই অধ্যায়ের ৪৮তম শ্লোকে টিপ্পনীতে এর অর্থ দ্রষ্টব্য।

যে-ব্যক্তি অশুভ কর্মে দ্বেষ করেন না এবং শুভ কর্মে আসক্ত হন না—সেই সত্ত্বগুণযুক্ত ব্যক্তিই সংশয়রহিত, বুদ্ধিমান এবং প্রকৃত ত্যাগী। ১০

ন হি দেহভূতা শক্যং ত্যক্তুং কৰ্মাণ্যশেষতঃ।  
যন্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥

কারণ দেহাভিমानी মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে সমস্ত কর্ম ত্যাগ করা সম্ভব নয় ; তাই যিনি কর্মফল ত্যাগ করেন, তাঁকেই ত্যাগী বলা হয়। ১১

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্।  
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ॥

যারা ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে না, তাদের ভালো, মন্দ এবং ভালো-মন্দ মিশ্রিত, এইরূপ তিন প্রকারের ফল মৃত্যুর পরেও হয় । কিন্তু যারা কর্মফল ত্যাগ করেছেন তাঁদের কোনো সময়েই কর্মফল হয় না। ১২

পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।  
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম্॥

হে মহাবাহো ! সমস্ত কর্মের সিদ্ধির এই পাঁচটি হেতু, কর্মবন্ধন হতে মুক্তির উপায় নির্দেশক

সাংখ্যশাস্ত্রে যেভাবে কথিত হয়েছে, সেইগুলি তুমি আমার নিকট ভালোভাবে শোনো। ১৩

অধিষ্ঠানং তথা কৰ্তা করণঞ্চ পৃথগ্ধিম্।  
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্॥

এই বিষয়ে অর্থাৎ কর্মের সিদ্ধিতে অধিষ্ঠান\*,  
কর্তা, বিবিধ প্রকারের করণ,\* নানাবিধ চেষ্টা এবং  
পঞ্চম কারণ হল দৈব†। ১৪

শরীরবান্ধনোভির্যং কর্ম প্রারভতে নরঃ।  
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পশ্যতে তস্য হেতবঃ॥

শরীর, মন ও বাক্যের দ্বারা মানুষ শাস্ত্রীয় বা  
অশাস্ত্রীয় যা-কিছু কর্ম করে এই পাঁচটি হল তার  
কারণ। ১৫

তত্রৈবং সতি কৰ্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ।  
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ॥

\* যার আশ্রয়ে কর্ম করা হয়, তাকে বলে ‘অধিষ্ঠান’।

\* যে-সকল ইন্দ্রিয়াদি, এবং সাধন প্রভৃতির সাহায্যে কর্ম  
করা হয়, তাদের বলা হয় ‘করণ’।

† পূর্বকৃত শুভাশুভ কর্মের সংস্কারকে বলা হয় ‘দৈব’।



এতৎসত্ত্বেও যে-ব্যক্তি অশুদ্ধবুদ্ধি হেতু\* ঐ কর্ম সম্পাদনে শুদ্ধস্বরূপ আত্মাকেই কর্তা বলে মনে করে, সেই মলিন বুদ্ধিসম্পন্ন অজ্ঞানী ব্যক্তি ঠিক ঠিক বোঝে না। ১৬

যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।  
হত্বাপি স ইমাল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥

যে-ব্যক্তির অন্তঃকরণে ‘আমি কর্তা’ এই ভাব নেই এবং যাঁর বুদ্ধি সাংসারিক পদার্থ এবং কর্মে লিপ্ত হয় না, তিনি জগতের সকলকে হত্যা করলেও প্রকৃতপক্ষে হত্যা করেন না এবং পাপেও লিপ্ত হন না\*। ১৭

\*সৎসঙ্গ এবং শাস্ত্রের অধ্যয়ন এবং ভগবদর্থ কর্ম এবং উপাসনা করলে মানুষের বুদ্ধি শুদ্ধ হয়। তাই যে-ব্যক্তি উপরোক্ত সাধনরহিত, তার বুদ্ধি অশুদ্ধ বলে বুঝতে হবে।

\*অগ্নি, বায়ু এবং জলের দ্বারা যদি প্রারব্ধশতঃ কোনো প্রাণীর হিংসা হতে দেখা যায়, তবুও প্রকৃতপক্ষে সেটি হিংসা নয়, তেমনি যে-ব্যক্তির দেহে আমিত্ব ভাব নেই এবং যিনি স্বার্থশূন্য, সংসারের হিতের জন্যই যাঁর সমস্ত ক্রিয়াদি সম্পন্ন হয়, তাঁর শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা যদি কোনো প্রাণীর হিংসা

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা।  
করণং কর্ম কৰ্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ॥

জ্ঞাতা<sup>☆</sup>, জ্ঞান<sup>○</sup>, জ্ঞেয়<sup>◆</sup>—এই তিনটি হল সকল কর্ম প্রবৃত্তির হেতু এবং কর্তা<sup>♦</sup>, করণ<sup>★</sup>, ক্রিয়া<sup>\*</sup> এই তিনটি হল কর্মসংগ্রহ। ১৮

জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।  
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছণু তান্যপি॥

লোকচক্ষুতে দেখাও যায়, তাও প্রকৃতপক্ষে হিংসা নয় ; কারণ আসক্তি, স্বার্থ এবং অহং-অভিমান না থাকায় তাঁর দ্বারা কোনো প্রাণীর হিংসা সম্ভবই নয় এবং কর্তৃত্বাভিমান ছাড়া কৃত কর্ম বাস্তবে অকর্ম বলেই বিবেচিত হয়, সেইজন্য ঐ ব্যক্তি ‘পাপে আবদ্ধ হন না।’

☆ যিনি জানেন তাঁকে বলা হয় ‘জ্ঞাতা’।

○ যার সাহায্যে জানা যায়, তাকে বলা হয় ‘জ্ঞান’।

◆ যাকে জানা যায় তাঁকে বলা হয় ‘জ্ঞেয়’।

♦ যিনি কর্ম করেন, তাঁকে ‘কর্তা’ বলা হয়।

★ যার দ্বারা কর্ম করা হয়, তাকে বলা হয় ‘করণ’।

\* কর্ম করাকে বলা হয় ‘ক্রিয়া’।

সাংখ্য শাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তাকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের ভেদ অনুসারে তিন প্রকারের বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সেইগুলিও তুমি যথাযথভাবে আমার নিকট শোনো। ১৯

সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।  
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥

যে-জ্ঞানের দ্বারা মানুষ বহুধা বিভক্ত সর্বভূতে অবস্থিত এক অবিনাশী পরমাত্মতত্ত্বকে অবিভক্তরূপে দেখে, সেই জ্ঞানকে তুমি সাত্ত্বিক জ্ঞান বলে জানবে। ২০

পৃথক্‌ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্‌বিধান্।  
বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥

কিন্তু যে-জ্ঞানের দ্বারা মানুষ বহুধা-বিভক্ত সমস্ত ভূতে অবস্থিত নানা ভাবকে পৃথক পৃথক রূপে দেখে, সেই জ্ঞানকে রাজস জ্ঞান বলে জানবে। ২১

যত্ত্ব কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্যে সত্ত্বমহৈতুকম্।  
অতত্ত্বার্থবদল্লঞ্চ তত্ত্বামসমুদাহৃতম্॥

যে-জ্ঞানের দ্বারা কোন একটি কার্যরূপ দেহেই



সম্পূর্ণের মতো আসক্তি জন্মায়, সেই যুক্তিবিহীন অযথার্থ এবং তুচ্ছ জ্ঞানকে তামস জ্ঞান বলে জানবে। ২২

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।  
অফলপ্ৰেপ্সুনা কর্ম যত্ত্বং সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥

যে-কর্ম শাস্ত্রবিধির দ্বারা নির্দিষ্ট এবং কর্তৃত্বরহিত ব্যক্তির দ্বারা ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য ও রাগ-দ্বेष-বর্জিত হয়ে করা হয় তাকে সাত্ত্বিক কর্ম বলা হয়। ২৩

যত্ত্ব কামেপ্সুনা কর্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।  
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহতম্॥

কিন্তু বহু কষ্টসাধ্য, ফলকামনায়ুক্ত বা অহঙ্কারযুক্ত পুরুষের দ্বারা যে কর্মের অনুষ্ঠান করা হয় তাকে রাজস কর্ম বলা হয়। ২৪

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনবেক্ষ্য চ পৌরুষম্।  
মোহাদারভ্যতে কর্ম যত্ত্বাত্মসমুচ্যতে॥

ভাবী শুভাশুভ ফল, ধনক্ষয়, শক্তিক্ষয়, পরপীড়া ও সামর্থ্যের বিচার না করে কেবল অবিবেকবশতঃ যে কর্ম করা হয়, তাকে তামস কর্ম বলা হয়। ২৫

মুক্তসঙ্গোহনহংবাদী ধৃত্যৎসাহসমম্বিতঃ ।  
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যানির্বিকারঃ কৰ্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥

ফলে অনাসক্ত, কর্তৃত্বাভিমানরহিত, ধৈর্য্যশীল,  
উদ্যমযুক্ত এবং ক্রিয়মান কর্মের সিদ্ধিতে হর্ষহীন ও  
অসিদ্ধিতে বিষাদরহিত কর্তাকে সাত্ত্বিক কৰ্তা বলা  
হয়। ২৬

রাগী কর্মফলপ্রেম্পুল্লুকো হিংসাত্মকোহশুচিঃ ।  
হর্ষশোকাম্বিতঃ কৰ্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥

বাসনাকুলচিত্ত, কর্মফলাকাঙ্ক্ষী, পরদ্রব্যে লোভী,  
পরপীড়ক, বাহ্যান্তর শৌচহীন, ইষ্টপ্রাপ্তিতে হর্ষযুক্ত  
এবং অনিষ্ট প্রাপ্তিতে বিষাদযুক্ত—এইরূপ কর্তাকে  
রাজস কৰ্তা বলা হয়। ২৭

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোহলসঃ ।  
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কৰ্তা তামস উচ্যতে ॥

বিক্ষিপ্তচিত্ত, অত্যন্ত অসংস্কৃত বুদ্ধি, অনশ্র, ধূর্ত,  
পরবৃত্তিনাশক, সদা বিষণ্ণ, অলস ও দীর্ঘসূত্রী<sup>☆</sup> কর্তাকে

<sup>☆</sup>‘দীর্ঘসূত্রী’ বলা হয় সেই সব ব্যক্তিকে যারা অল্পসময়ে  
শেষ হবার মত কর্ম ফেলে রাখে এবং পরে করব বলে বহুদিন

তামস কৰ্তা বলা হয়। ২৮

বুদ্ধেৰ্ভেদঃ ধৃতৈশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধঃ শৃণু।  
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্‌ত্বেন ধনঞ্জয়॥

হে ধনঞ্জয় ! সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণানুসারে বুদ্ধি ও ধৃতির তিন প্রকারের ভেদ পৃথক পৃথক ভাবে বলছি শোনো। ২৯

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্যাকার্যে ভয়াভয়ে।  
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥

হে পার্থ ! যে-বুদ্ধির দ্বারা প্রবৃত্তি\* ও নিবৃত্তি,\* কৰ্তব্য ও অকৰ্তব্য, ভয় ও অভয়, বন্ধন ও মোক্ষ ঠিকমতো বুঝতে পারা যায়, তা হল সাত্ত্বিকী বুদ্ধি। ৩০

পর্যন্ত সেই কাজটি সম্পন্ন করতে চায় না।

\* গৃহে অবস্থান করে ফল এবং আসক্তি বর্জন করে, বুদ্ধিতে ভগবৎ অর্পণের ভাব রেখে লোকশিক্ষার জন্য রাজা জনকের ন্যায় আচরণ করাকে বলা হয় ‘প্রবৃত্তিমার্গ’।

\* দেহাভিমান পরিত্যাগ করে, সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাতে একাত্মভাবে স্থিত হয়ে শ্রীশুকদেব এবং সনকাদির ন্যায় সংসার হতে বিরত হয়ে বিচরণ করাকে বলা হয় ‘নিবৃত্তিমার্গ’।



যয়া ধর্মমধর্মঞ্চ কার্যঞ্চকার্যমেব চ।  
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী॥

হে পৃথানন্দন ! যে-বুদ্ধি ধর্ম-অধর্ম এবং কর্তব্য-  
অকর্তব্য সম্বন্ধে যথাযথ জানে না তা হল রাজসী  
বুদ্ধি। ৩১

অধর্মঃ ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃত্তা।  
সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী॥

হে পার্থ ! যে-বুদ্ধি তমোগুণে সমাবৃত্ত হয়ে অধর্মকে  
‘ধর্ম’ মনে করে এবং সমস্ত বিষয়েই বিপরীত অর্থ  
করে, তা হল তামসী বুদ্ধি। ৩২

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।  
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥

হে পার্থ ! যে অব্যভিচারিণী ধারণাশক্তিতে\*  
মানুষ ধ্যানযোগের দ্বারা মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয়াদির

\* ভগবৎ-বিষয় ভিন্ন অন্যান্য সাংসারিক বিষয় ধারণ করাকে  
ব্যভিচারদোষ বলা হয় ; যা সেই দোষরহিত, তাকেই বলা হয়  
‘অব্যভিচারিণী ধারণা’।

ক্রিয়া<sup>†</sup> ধারণ করে, তাকে সাত্ত্বিকী ধৃতি বলে। ৩৩  
 যয়া তু ধর্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেহর্জুন।  
 প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী॥

কিন্তু, হে পৃথাপুত্র অর্জুন ! ফলাসক্ত মানুষ যে  
 ধারণাশক্তির দ্বারা অত্যন্ত আসক্তিপূর্বক ধর্ম-অর্থ ও  
 কামনাকে ধারণ করে, তাকে রাজসী ধৃতি বলে। ৩৪

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।  
 ন বিমুক্ততি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী॥

হে পার্থ ! দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যে ধারণাশক্তির দ্বারা  
 নিদ্রা-ভয়-শোক-অবসাদ ও মদ<sup>♦</sup> ত্যাগ করে না অর্থাৎ  
 এইগুলিকে ধরে রাখে তাকে তামসী ধৃতি বলে। ৩৫

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।  
 অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি॥

<sup>†</sup>মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদিকে ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য ভজন, ধ্যান  
 এবং নিষ্কাম কর্মে ব্যাপ্ত রাখাকেই ‘তার ক্রিয়াগুলিকে ধারণ  
 করা’ বলা হয়।

♦বিষয়াদির সেবনকে উত্তম মনে করা।

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেহমৃতোপমম্।

তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্॥

হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! তিনপ্রকার সুখের বিষয় এইবার তুমি আমার নিকট শোনো। যে সুখে মানুষ ভজন, ধ্যান এবং সেবাদির অভ্যাসের দ্বারা প্রীত ও পরিতৃপ্ত হয় এবং পরিণামে দুঃখ হতে সম্যকরূপে মুক্ত হয়— এইরূপ সুখ, যা আরম্ভে বিষতুল্য\* মনে হলেও পরিণামে অমৃতের ন্যায় ; সেই পরমাত্ম-বিষয়ক বুদ্ধির নির্মলতা হতে উৎপন্ন সুখকে সাত্ত্বিক সুখ বলা হয়। ৩৬-৩৭।

বিষয়েन्द्रিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেহমৃতোপমম্।

পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্॥

যে-সুখ বিষয় ও ইন্দ্রিয়াদির সংযোগে হয়, যা

\* খেলায় আসক্ত বালকের যেমন মৃদতার জন্য বিদ্যাভাস করাকে বিষতুল্য বলে মনে হয়, তেমনি বিষয়াসক্ত ব্যক্তি সাধন-ভজনের মর্ম না জানায় ভগবদ্ভজন, ধ্যান, সেবা ইত্যাদিকে প্রারম্ভে ‘বিষতুল্য’ বলে মনে করে।



ভোগকালের প্রারম্ভে অমৃতবৎ মনে হলেও পরিণামে  
বিষতুল্য\*—সেই সুখকে রাজস সুখ বলা হয়। ৩৮

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।  
নিদ্রালস্যপ্রমাদোখং তত্তামসমুদাহৃতম্॥

যে-সুখ ভোগকালে এবং পরিণামে আত্মাকে  
মোহগ্রস্ত করে—নিদ্রা, আলস্য এবং প্রমাদ হতে জাত  
সেই সুখকে তামস সুখ বলা হয়। ৩৯

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।  
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ॥

পৃথিবীতে বা স্বর্গে (মনুষ্য বা দেবতা) এমন কোনো  
প্রাণী বা বস্তু নেই, যা প্রকৃতি হতে উৎপন্ন এই তিন গুণ  
রহিত। ৪০

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।  
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥

হে পরন্তপ ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তথা শূদ্রদের কর্ম

\* বল-বীর্য-বুদ্ধি-ধন-উৎসাহ এবং পরলোক নাশকারী  
হওয়ায় বিষয় ও ইন্দ্রিয় সংযোগে যে সুখ হয় তাকে ‘পরিণামে  
বিষতুল্য’ বলা হয়েছে।

স্বভাবজাত গুণ-অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছে। ৪১

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্॥

অন্তঃকরণের সংযম, ইন্দ্রিয়াদি দমন, ধর্মপালনের জন্য কষ্টস্বীকার, অন্তরে ও বাইরে শুচিতা\* রক্ষা করা, অপরের অপরাধ ক্ষমা করা, কায়মনোবাক্যে সরল থাকা, বেদ, শাস্ত্র, ঈশ্বর এবং পরলোকাদিতে শ্রদ্ধা রাখা, বেদাদি গ্রন্থের অধ্যয়ন-অধ্যাপন করা এবং পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব করা—এ সবই ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম। ৪২

শৌর্যং তেজো ধৃতির্দান্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।

দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রং কর্ম স্বভাবজম্॥

শৌর্য, তেজ, ধৈর্য, দক্ষতা, যুদ্ধ হতে পলায়ন না করা, দান করা এবং শাসনক্ষমতা—এই সবই ক্ষত্রিয়দের স্বভাবজাত কর্ম। ৪৩

কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যম্ বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্।

\* গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৭নং শ্লোকের টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

পরিচর্যাত্মকং কৰ্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥

কৃষি, গোপালন, ক্রয়-বিক্রয়রূপ সত্য ব্যবহার♦  
—এইগুলি বৈশ্যদের স্বভাবজাত কর্ম এবং সর্ব বর্ণের  
সেবা করা শূদ্রদের স্বাভাবিক কর্ম। ৪৪

স্বৈ স্বৈ কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।  
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্ধতি তচ্ছৃণু॥

নিজ নিজ স্বভাবজাত কর্মে তৎপর ব্যক্তি ভগবৎ  
প্রাপ্তিরূপ পরম সিদ্ধি লাভ করেন। নিজ স্বাভাবিক কর্মে  
তৎপর ব্যক্তি কীরূপে কর্মের দ্বারা পরম সিদ্ধি লাভ  
করেন, আমার নিকট সেই বিধি শোনো। ৪৫

♦ জিনিসপত্রের কেনা-বেচাতে ওজন, মাপ এবং গুনতিতে  
কম দেওয়া বা বেশি নেওয়া, জিনিস বদলে দেওয়া বা এক প্রকার  
জিনিসে অন্য খারাপ জিনিস মেশানো বা ভালো জিনিসটি নিয়ে  
নেওয়া, লাভ-আড়তদারি এবং দালালি স্থির করে তা হতে বেশি  
নেওয়া বা কম দেওয়া, মিথ্যা-কপটাচার-চুরি বা জোর করে  
অথবা অন্য কোনও উপায়ে অপরের ন্যায্য অধিকার ছিনিয়ে  
নেওয়া ইত্যাদি দোষ হতে রহিত যে-সব সততাপূর্ণ শুদ্ধ  
ব্যবসায়, তাকেই বলা হয় সত্য ব্যবহার।



যতঃ প্রবৃতিভূতানাং যেন সৰ্বমিদং ততম্।  
স্বকৰ্মণা তমভ্যৰ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥

যে-পরমেশ্বর হতে সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি এবং  
যিনি সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত\* হয়ে আছেন, সেই  
পরমেশ্বরকে নিজের স্বাভাবিক কর্মের দ্বারা অর্চনা  
করে\* মানুষ পরম সিদ্ধি লাভ করেন। ৪৬

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাং স্ফনুষ্ঠিতাৎ।  
স্বভাবনিয়তং কর্ম কুৰ্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥

উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত অন্যের ধর্ম হতে গুণরহিত  
স্বধর্ম শ্রেষ্ঠ ; কারণ স্বভাবনির্দিষ্ট স্বধর্মরূপ কর্মে মানুষের  
পাপ হয় না। ৪৭

\* বরফ যেমন জলের দ্বারা পরিব্যাপ্ত, তেমনই সমস্ত জগৎ  
সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাতে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে।

\* পতিব্রতা রমণী যেমন স্বামীকেই তার সর্বস্ব মনে করে  
পতির চিন্তা করে, পতির আজ্ঞানুসারে কায়মনোবাক্যে কার্য  
করে—তেমনই পরমেশ্বরকেই সর্বস্ব মনে করে তারই  
নির্দেশানুযায়ী কায়মনোবাক্যে তারই জন্য স্বাভাবিকভাবে কর্তব্য-  
কর্ম করাকেই ‘কর্ম দ্বারা পরমেশ্বরের অর্চনা’ করা বোঝায়।

সহজং কৰ্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।  
সৰ্বাৱজ্ঞা হি দোষণে ধূমেনাগ্নিৰিবাবৃত্তাঃ॥

অতএব, হে কুন্তীপুত্র ! দোষযুক্ত হলেও সহজকৰ্ম<sup>\*</sup> ত্যাগ করা উচিত নয়, কারণ ধূমাবৃত অগ্নির ন্যায় সমস্ত কৰ্মই কোনো না কোনোভাবে দোষযুক্ত। ৪৮

অসক্তবুদ্ধিঃ সৰ্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।  
নৈষ্কৰ্ম্যসিদ্ধিঃ পরমাঃ সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি॥

সৰ্বত্র অনাসক্ত বুদ্ধিসম্পন্ন, নিস্পৃহ, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সাংখ্যযোগের দ্বারা সেই পরম নৈষ্কৰ্ম্য সিদ্ধিলাভ করেন। ৪৯

সিদ্ধিঃ প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।  
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা॥

যা জ্ঞানযোগের পরনিষ্ঠা, সেই নৈষ্কৰ্ম্যসিদ্ধি লাভ

---

<sup>\*</sup>প্রকৃতি-অনুযায়ী শাস্ত্রবিধিনির্দিষ্ট, বর্ণাশ্রম অনুসারে যে-ধর্ম এবং সাধারণ ধর্মরূপ স্বভাবজ কৰ্ম আছে, সেগুলিকেই এখানে ‘স্বধর্ম’ ‘সহজকৰ্ম’, ‘স্বকৰ্ম’, ‘নিত্যকৰ্ম’, ‘স্বভাবজ-কৰ্ম’, ‘স্বভাবনির্দিষ্ট কৰ্ম’ ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে।



করে মানুষ যেভাবে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়, হে কৌন্তেয় ! তুমি সংক্ষেপে তা আমার নিকট শোনো। ৫০

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মনঃ নিয়ম্য চ।  
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যজ্জা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥  
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।  
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥  
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।  
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥

বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত, সাত্ত্বিক, মিতভোজী, শব্দাদি বিষয়সমূহ ত্যাগ করে একান্ত ও শুদ্ধস্থানে বসবাসকারী, সাত্ত্বিক ধৃতির♦ দ্বারা অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয় সংযম করে কায়মনোবাক্যে সংযমী, রাগ-দ্বेष সর্বতোভাবে বর্জন পূর্বক দৃঢ় বৈরাগ্য-অবলম্বন করে তথা অহঙ্কার-বল-দর্প-কাম-ক্রোধ এবং পরিগ্রহ ত্যাগ করে নিরন্তর ধ্যানযোগে নিরত, মমত্বশূন্য, প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তি সচ্চিদানন্দধন ব্রহ্মে অভিন্নরূপে অবস্থান করতে সমর্থ হন। ৫১-৫৩

♦ এই অধ্যায়ের ৩৩ তম শ্লোকে এর বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য।



ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।  
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মন্ত্ত্রিঃ লভতে পরাম্॥

অতঃপর সেই সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মে একাত্মভাবে  
স্থিত প্রসন্নচিত্ত যোগী কোনো কিছুর জন্য শোক করেন  
না বা কোনো কিছুর আকাঙ্ক্ষাও করেন না ; এইরূপ  
সর্বভূতে সমভাবযুক্ত\* যোগী আমার পরাভক্তি† লাভ  
করেন । ৫৪

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।  
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥

সেই পরাভক্তির দ্বারা তিনি পরমাত্মরূপী আমাকে,  
আমি কে এবং কতটা, তা ঠিক ঠিক তত্ত্বতঃ জানতে  
পারেন এবং সেই ভক্তির দ্বারা আমাকে তত্ত্বতঃ জেনে  
অচিরে আমার মধ্যে প্রবেশ করেন। ৫৫

\*গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের ২৯তম শ্লোক দ্রষ্টব্য।

†যা তত্ত্বজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা অর্থাৎ যা প্রাপ্ত হলে আর কিছু  
জানার বাকি থাকে না, তাকেই এখানে ‘পরাভক্তি’, ‘জ্ঞানের  
পরানিষ্ঠা’, ‘পরম নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি’ এবং ‘পরমসিদ্ধি’ ইত্যাদি নামে  
বলা হয়েছে।

সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্যপাশ্রয়ঃ ।  
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥

মৎপরায়ণ কর্মযোগী সকল কর্ম সর্বদা করতে  
থেকেও আমার কৃপায় সনাতন অবিনাশী পরমপদ প্রাপ্ত  
হন। ৫৬

চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরঃ ।  
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্ছিত্তঃ সততং ভব ॥

সমস্ত কর্ম মনে মনে আমাকে সমর্পণ করে\*  
সমবুদ্ধিরূপ যোগ অবলম্বন করে, মৎপরায়ণ হয়ে  
নিরন্তর আমাতে চিত্ত রাখো। ৫৭

মচ্ছিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদান্তরিত্যসি ।  
অথ চেত্বমহঙ্কারান শ্রোষ্যসি বিনজ্জস্যসি ॥

উপরিউক্ত প্রকারে মদগত চিত্ত হয়ে তুমি আমার  
কৃপায় সমস্ত সঙ্কট অনায়াসে অতিক্রম করবে, আর যদি  
অহংকারবশতঃ আমার কথা না শোনো, তবে বিনষ্ট  
হবে অর্থাৎ পরমার্থ হতে ভ্রষ্ট হবে। ৫৮

\*গীতার নবম অধ্যায়ের ২৭তম শ্লোকে যে নিয়মের কথা  
বলা হয়েছে।



যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।  
মিথ্যৈষ ব্যবসায়ন্তে প্রকৃতিত্বাং নিযোক্ষ্যতি॥

তুমি অহঙ্কারবশতঃ মনে করছো যে, যুদ্ধ করবে না  
কিন্তু তোমার এই সিদ্ধান্ত মিথ্যা ; কারণ তোমার  
স্বভাবই জোর করে তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাবে। ৫৯  
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবন্ধঃ স্বেন কর্মণা।  
কর্তুং নোচ্ছসি যমোহাং করিষ্যস্যবশোহপি তৎ॥

হে কুন্তীপুত্র ! যে-কর্ম তুমি মোহবশতঃ করতে  
চাইছ না, সেই কর্মই পূর্বকৃত স্বাভাবিক কর্মে আবদ্ধ  
হওয়ায় বাধ্য হয়ে করবে। ৬০

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি।  
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রাকরানি মায়ায়া॥

হে অর্জুন ! শরীররূপ যন্ত্রে আকড় সকল প্রাণীকে  
অন্তর্যামী পরমেশ্বর তাদের কর্ম-অনুসারে নিজ  
মায়ার দ্বারা চালিত করে সকল প্রাণীর হৃদয়ে স্থিত  
রয়েছেন। ৬১

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।  
তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং হ্য়ানং প্রাপ্যসি শাশ্বতম্॥



হে ভারত ! তুমি সর্বতোভাবে সেই পরমেশ্বরেরই  
শরণাগত\* হও। তাঁর কৃপাতেই তুমি পরম শান্তি এবং  
সনাতন পরম ধাম প্রাপ্ত হবে। ৬২

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া।  
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেষ্টসি তথা কুরু॥

এইভাবে গুহ্য হতে অতি গুহ্য জ্ঞান আমি তোমাকে  
বললাম। এখন তুমি এই রহস্যময় জ্ঞানকে ভালভাবে  
বিচার করে যেমন চাও, তেমন করো। ৬৩

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।  
ইষ্টৌহসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥

\*লজ্জা-ভয়-মান-মর্যাদা ও আসক্তি পরিত্যাগ করে এবং  
শরীর-সংসারে অহংভাব ও মমত্ববর্জিত হয়ে কেবলমাত্র এক  
পরমেশ্বরকেই পরমআশ্রয়, পরমগতি এবং সর্বস্ব বলে মনে করা,  
অনন্যভাবে, অতিশয় শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং প্রেমপূর্বক নিত্য-নিরন্তর  
তাঁর নাম-গুণ-প্রভাব ও স্বরূপের চিন্তা করতে থাকা, ভগবানের  
ভজন-স্মরণে নিমজ্জিত থেকে তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী  
নিঃস্বার্থভাবে পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে কর্তব্য-কর্ম করাকেই  
সর্বপ্রকারে পরমেশ্বরের শরণাগত হওয়া বোঝায়।

সর্বাপেক্ষা গোপনীয় হতেও অতিশয় গোপনীয়  
আমার পরম রহস্যময় কথা আবার শোনো। তুমি আমার  
অত্যন্ত প্রিয়, তাই এই পরম হিতকারক বাক্য তোমাকে  
পুনরায় বলব। ৬৪

মন্যনা ভব মন্ত্রকো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।  
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে॥

হে অর্জুন ! তুমি আমার প্রতি মনযুক্ত হও, আমার  
ভক্ত হও, আমার পূজা করো এবং আমাকে নমস্কার  
করো। আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করছি যে এরূপ করলে  
তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হবে ; কারণ তুমি আমার অত্যন্ত  
প্রিয়। ৬৫

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।  
অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

সমস্ত ধর্ম অর্থাৎ সমস্ত কর্তব্য-কর্ম আমাতে অর্পণ  
করে তুমি সর্বশক্তিমান, সর্বাধার পরমেশ্বররূপ একমাত্র  
আমার শরণ\* নাও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হতে

\* এই অধ্যায়ের ৬২তম শ্লোকের টিপ্পনীতে ‘শরণ’-এর ভাব  
দ্রষ্টব্য।

মুক্ত করব, তুমি শোক করো না। ৬৬

ইদং তে নাতপঙ্কায় নাভঙ্কায় কদাচন।

ন চাশুশ্রষবে বাচ্যং ন চ মাং যোহভ্যসূয়তি॥

এই গীতারূপ রহস্যময় উপদেশ কখনও তপস্যাহীন, ভক্তি<sup>†</sup>হীন, এবং শুনতে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের বলবে না, আর যারা আমার প্রতি দোষদৃষ্টি রাখে তাদের তো কখনও বলবে না। ৬৭

য ইমং পরমং গুহ্যং মন্ত্ত্বৈষ্যভিধাস্যতি।

ভক্তিং ময়ি পরাং কৃৎস্না মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ॥

যিনি আমার প্রতি পরম ভক্তিপূর্বক এই পরম গুহ্য গীতাশাস্ত্র আমার ভক্তগণের নিকট বলবেন, তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হবেন—এতে কোনো সন্দেহ নেই। ৬৮

ন চ তস্মান্ননুষ্যে কশ্চিনে প্রিয়কৃত্তমঃ।

ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভূবি॥

<sup>†</sup> বেদ-শাস্ত্র এবং ভগবান, মহাত্মা ও গুরুজনে শ্রদ্ধা-প্রেম ও পূজ্যভাবকেই বলা হয় ‘ভক্তি’।



মানুষের মধ্যে তাঁর অপেক্ষা প্রিয় কর্মকারী আমার  
আর কেউ নেই এবং পৃথিবীতে তাঁর অপেক্ষা আমার  
প্রিয় ভবিষ্যতে কেউ হবেও না। ৬৯

অধ্যোষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।  
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥

যে-ব্যক্তি আমাদের উভয়ের এই ধর্মময় সংবাদরূপ  
গীতাশাস্ত্র পাঠ করবেন, তাঁর সেই জ্ঞানযজ্ঞের\* দ্বারা  
আমি পূজিত হব—এই আমার মত। ৭০

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।  
সোহপি মুক্তঃ শুভ্ৰাল্লোকান্ প্রাপুয়াৎ পুণ্যকর্মণাম্ ॥

যিনি শ্রদ্ধাসহকারে এবং দোষদৃষ্টিরহিত হয়ে এই  
গীতাশাস্ত্র শ্রবণ করেন, তিনিও পাপমুক্ত হয়ে উত্তম  
কর্মকারীদের শ্রেষ্ঠ লোক প্রাপ্ত হন। ৭১

কচ্চিদেতচ্ছুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।  
কচ্চিদজ্ঞানসন্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥

\* গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ৩৩ তম শ্লোকের অর্থ দ্রষ্টব্য।

হে পার্থ ! তুমি কি এই গীতা শাস্ত্র একাগ্র মনে  
শুনেছ ? হে ধনঞ্জয় ! তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ কি  
নষ্ট হয়েছে ? ৭২

অর্জুন উবাচ

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।  
হিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥

অর্জুন বললেন—হে অচ্যুত ! আপনার কৃপায়  
আমার মোহ দূর হয়েছে এবং আমি স্মৃতি ফিরে  
পেয়েছি, এখন আমি নিঃসংশয় হয়েছি, অতএব আমি  
এখন আপনার আজ্ঞা পালন করব। ৭৩

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।  
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্॥

সঞ্জয় বললেন—এইরূপে আমি ভগবান শ্রীবাসুদেব  
এবং অর্জুনের এই অদ্ভুত, রহস্যময় ও রোমাঞ্চকর  
কথোপকথন শুনেছি। ৭৪

ব্যাসপ্রসাদাচ্ছুতবানেতদ্ গুহ্যমহং পরম্।

যোগং যোগেশ্বরাং কৃষ্ণাং সান্ধাং কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥

শ্রীবেদব্যাসের কৃপায় দিব্যদৃষ্টি লাভ করে এই পরম গুহ্য যোগের কথা স্বয়ং যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জুনকে বলছিলেন তখন আমি তা প্রত্যক্ষভাবে শুনেছি। ৭৫

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।  
কেশবর্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহূর্মুহঃ ॥

হে রাজন্ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের এই রহস্যময়, কল্যাণকারী, অদ্ভুত কথোপকথন পুনঃ পুনঃ স্মরণ করে আমি বারংবার হর্ষান্বিত হচ্ছি। ৭৬

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।  
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥

হে রাজন্ ! শ্রীহরির\* সেই অত্যন্ত অদ্ভুত রূপও পুনঃ পুনঃ স্মরণ করে আমার চিত্তে মহাবিস্ময় হচ্ছে এবং আমি বারংবার হর্ষান্বিত হচ্ছি। ৭৭

---

\*যাঁকে স্মরণ করলে সমস্ত পাপ নাশ হয় তাঁকেই ‘হরি’ বলা হয়।



যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।  
তত্র শ্রীবিজয়ো ভূতিক্ষুৰ্বা নীতির্মতির্মম॥

হে রাজন্ ! যেখানে যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং  
গান্ধীব ধনুর্ধারী অর্জুন সেইখানেই শ্রী, বিজয়, বিভূতি ও  
অচল নীতি বিদ্যমান—এই আমার মত। ৭৮

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু  
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে  
মোক্ষসন্ন্যাসযোগো নাম অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥

ওঁ তৎ সৎ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদ্  
তথা ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন  
সংবাদে ‘মোক্ষসন্ন্যাসযোগ’ নামক অষ্টাদশ অধ্যায়  
সম্পূর্ণ হল।



‘শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা’ আনন্দচিহ্নন, ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ,  
চরাচরবন্দিত, পরম পুরুষোত্তম সাক্ষাৎ ভগবান

শ্রীকৃষ্ণের দিব্যবাণী। এটি অনন্ত রহস্যপূর্ণ। পরম দয়াময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপাতেই এর কিয়দংশ বোধগম্য হতে পারে। যে ব্যক্তি পরম শ্রদ্ধা ও প্রেমময় বিশুদ্ধ ভক্তিতে নিজ চিত্ত পূর্ণ করে ভগবদ্গীতার মনন করেন, তিনিই ভগবৎ কৃপা প্রত্যক্ষ অনুভব করে গীতা স্বরূপের কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করতে পারেন। তাই কল্যাণকামী নর-নারীর উচিত যে তাঁরা যেন ভক্তশ্রেষ্ঠ অর্জুনকে আদর্শ মনে করে নিজেদের মধ্যে অর্জুনের ন্যায় দৈবীগুণ অর্জন করে শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে গীতা শ্রবণ-মনন-অধ্যয়ন করেন এবং ভগবানের নির্দেশানুযায়ী যোগ্যতা অনুসারে তৎপরচিত্তে সাধনে ব্যাপ্ত হন। যে-ব্যক্তি এরূপ করেন, তাঁর চিত্তে সদা নব-নব পরমানন্দদায়ক অনুপম ও দিব্য ভাবের স্ফূরণ হতে থাকে এবং তিনি সর্বতোভাবে শুদ্ধান্তঃকরণ হয়ে ভগবানের অলৌকিক কৃপাসুধারস আস্বাদন করে শীঘ্রই ভগবানকে লাভ করেন।

হরিঃ ওঁ তৎসৎ

হরিঃ ওঁ তৎসৎ



## গীতামাহাত্ম্য

গীতাশাস্ত্রমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ পুমান্।  
বিষেগঃ পদমবাপ্নোতি ভয়শোকাদিবর্জিতঃ॥

যে ব্যক্তি এই পবিত্র গীতাশাস্ত্র পাঠ করেন, তিনি  
ভয় ও শোকাদি শূন্য হয়ে বিষ্ণুধাম প্রাপ্ত হন। ১

গীতাধ্যয়নশীলস্য প্রাণায়ামপরস্য চ।  
নৈব সন্তি হি পাপানি পূর্বজন্মকৃতানি চ॥

যে ব্যক্তি সর্বদা গীতা অধ্যয়ন করেন এবং প্রাণায়াম  
ইত্যাদিতে তৎপর থাকেন তাঁর ইহজন্ম এবং পূর্ব-  
জন্মের সমস্ত পাপ নিঃসন্দেহে নষ্ট হয়ে যায়। ২

মলনির্মোচনং পুংসাং জলস্নানং দিনে দিনে।  
সকৃদ্গীতাঙ্গুসি স্নানং সংসারমলনাশনম্॥

নিত্যস্নানে মানুষের শারীরিক মল নাশ হয় আর  
গীতাঙ্গান-রূপ জলে একবারও যদি স্নান করা হয়,  
তবে তা সংসাররূপ মল নাশ করে দেয়। ৩

গীতা সুগীতা কৰ্তব্য কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।  
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদিনিঃসৃতা॥

যা সাক্ষাৎ পদ্মনাভ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মুখ হতে



নিঃসৃত, সেই গীতাশাস্ত্র ঠিকভাবে পাঠ করা উচিত, অন্য শাস্ত্রাদির বিস্তারিত ব্যাখ্যার কী প্রয়োজন ? । ৪

ভারতামৃতসর্বস্বং                      বিশেষব্রহ্মাধিনিঃসৃতম্।  
গীতাগঙ্গোদকং    পীত্বা    পুনর্জন্ম    ন    বিদ্যতে॥

যা অমৃতোপম মহাভারতের সার এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত, সেই গীতারূপ গঙ্গাজল পান করলে এই জগতে পুনর্বীর জন্ম গ্রহণ করতে হয় না ॥ ৫  
সর্বোপনিষদো    গাবো    দোক্ষা    গোপালনন্দনঃ।  
পার্থো    বৎসঃ    সুধীর্ভোক্তা    দুষ্কং    গীতামৃতং    মহৎ॥

উপনিষদসমূহ গাভীর সমান, গোপালনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তার দোহক, অর্জুন গো-বৎস, এই মহৎ গীতামৃত সেই গাভীর দুগ্ধ আর শুদ্ধ-বুদ্ধিসম্পন্ন সুধীজন তার ভোক্তা। ৬

একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্রগীতমেকো দেবো দেবকীপুত্র এব।  
একো মন্ত্রস্তস্য নামানি যানি কর্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা ॥

দেবকীনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কথিত গীতাশাস্ত্রই একমাত্র উত্তম শাস্ত্র, ভগবান দেবকীনন্দনই একমাত্র সর্বোত্তম দেবতা, তাঁর নামই একমাত্র মন্ত্র এবং সেই ভগবানের সেবাই হল একমাত্র কর্তব্য-কর্ম। ৭

ওঁ

॥ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

## ত্যাগ দ্বারা ভগবৎ প্রাপ্তি

তজ্জ্ঞা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।  
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞ্চিং কুরুতি সঃ ॥  
ন হি দেহভূতা শক্যং তজ্জুং কর্মণ্যশেষতঃ।  
যন্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥

গৃহস্থশ্রমে থেকেও মানুষ ত্যাগের দ্বারা পরমাত্মাকে লাভ করতে পারে। পরমাত্মাকে লাভ করতে গেলে ‘ত্যাগ’-ই হল মুখ্য সাধন। সুতরাং এখানে সাতটি শ্রেণীতে ভাগ করে সংক্ষেপে ত্যাগের লক্ষণ জানানো হল—

### ১) নিষিদ্ধ কর্মগুলি সর্বতোভাবে পরিত্যাগ

চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা, কপট, ছল, জবরদস্তি, হিংসা, অভক্ষ্যভক্ষণ, প্রমাদ ইত্যাদি শাস্ত্রবিরুদ্ধ নীচ কর্মগুলি কায়মনোবাক্যে কোনওপ্রকারেই না করা, এ হল প্রথম শ্রেণীর ত্যাগ।

## ২) কাম্য কর্মের ত্যাগ

স্ত্রী, পুত্র, অর্থ ইত্যাদি প্রিয়বস্তু প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে এবং রোগ-সঙ্কটাদির নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে যজ্ঞ, দান, তপস্যা এবং উপাসনাদি সকাম কর্মগুলি নিজ স্বার্থের জন্য না করা<sup>♦</sup>, এ হল দ্বিতীয় শ্রেণীর ত্যাগ।

## ৩) সর্বতোভাবে তৃষ্ণার পরিত্যাগ

মান-যশ-প্রতিষ্ঠা এবং স্ত্রী-পুত্র-অর্থ প্রভৃতি যে-সমস্ত অনিত্য পদার্থ প্রারব্ধ অনুযায়ী লাভ হয়েছে, সেগুলির বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা ভগবৎপ্রাপ্তিতে বাধা মনে করে পরিত্যাগ করা, এ হল তৃতীয় শ্রেণীর ত্যাগ।

৪) স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপরের দ্বারা সেবা করানো পরিত্যাগ—

নিজ সুখের জন্য কারও নিকট হতে ধনাদি পদার্থ

♦ যদি কোনো লৌকিক বা শাস্ত্রীয় কর্ম পরিস্থিতিগত কারণে উপস্থিত হয়, যা স্বরূপতঃ সকাম, কিন্তু তা না করলে কেউ কষ্ট পায় বা কর্ম-উপাসনার পরম্পরায় কোনওপ্রকার অন্তরায়ের সৃষ্টি হয় তা হলে স্বার্থ ত্যাগ করে শুধুমাত্র লোক-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তা করলে তাকে সকাম কর্ম বলা হয় না।



বা সেবা করবার আকাঙ্ক্ষা করা এবং বিনা প্রার্থনায় দান করা বস্তু বা সেবা মেনে নেওয়া অথবা কোনওভাবে কারও কাছ হতে নিজ স্বার্থসিদ্ধির ইচ্ছা মনে মনে পোষণ করা ইত্যাদি যে সকল স্বার্থের জন্য অন্যের নিকট হতে সেবা গ্রহণ করবার ভাব থাকে, তা পরিত্যাগ করা\*। এইগুলি হল চতুর্থ শ্রেণীর ত্যাগ।

৫) সকল কর্তব্য-কর্মে আলস্য ও ফলাকাঙ্ক্ষা সর্বতোভাবে ত্যাগ—

ঈশ্বরে ভক্তি, দেবতাগণের পূজা, মাতা-পিতা গুরুজনদের সেবা, যজ্ঞ-দান-তপস্যা এবং বর্ণাশ্রম অনুযায়ী জীবিকা দ্বারা পরিবার পরিজনদের প্রতিপালন

\*যদি কেউ যোগ্যতা অনুসারে এমন অবস্থা লাভ করে যে শারীরিক সেবা বা ভোজ্যবস্তু গ্রহণ না করলে অপরে কষ্ট পাবে অথবা লোকশিক্ষাতে কোন বাধা আসবে তা হলে তখন স্বার্থত্যাগ করে কেবল তাদের প্রীতির জন্য সেবা গ্রহণ করা দৃশ্যীয় নয়। কারণ স্ত্রী-পুত্র বা ভৃত্যাদির দ্বারা সেবা এবং বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয় দ্বারা পরিবেশিত খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ না করলে তারা কষ্ট পায় এবং লোক মর্যাদাতেও হানি হয়।

এবং শরীর-সম্পর্কীয় যথার্থ খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি যত কর্তব্য-কর্ম আছে, সেইগুলিতে আলস্য এবং সর্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগ।

### ক) ঈশ্বর ভক্তিতে আলস্য পরিত্যাগ

নিজের জীবনের পরম কর্তব্য মনে করে পরম দয়ালু, সকলের সুহৃদ, পরমপ্রেমিক, অন্তর্যামী পরমেশ্বরের গুণ, প্রভাব এবং প্রেমের রহস্যময় কথা শ্রবণ-মনন-পঠন-পাঠন করা এবং আলস্যরহিত হয়ে তাঁর পরম পুণ্যময় নাম উৎসাহপূর্বক ধ্যানমগ্ন হয়ে নিরন্তর জপ করা।

### খ) ঈশ্বর ভক্তির জন্য কামনা পরিত্যাগ

ইহলোকের এবং পরলোকের সমস্ত ভোগ ক্ষণভঙ্গুর, বিনাশশীল এবং ভগবদ্-ভক্তিতে বাধা মনে করে কোনো বস্তুর প্রাপ্তির জন্য ভগবানের কাছেও প্রার্থনা করতে নেই বা মনেও আকাঙ্ক্ষা রাখতে নেই এবং কোনো প্রতিকূলতার সম্মুখীন হলে তা দূর করবার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে নেই অর্থাৎ হৃদয়ে এমন ভাব রাখতে হয় যে প্রাণও যদি যায় তবু এই নশ্বর



জীবনের জন্য বিশুদ্ধ ভক্তিতে কলঙ্ক লাগানো উচিত নয়। যেমন, ভক্ত প্রহ্লাদকে তাঁর পিতা নানাভাবে উত্থিত করলেও তিনি নিজের কষ্ট নিবারণের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেননি।

নিজ অনিষ্টকারীদেরও ‘ভগবান তোমাদের ক্ষতি করুন’ ইত্যাদি কোনও প্রকার কঠোর ভাষায় অভিশাপ না দেওয়া এবং তাদের অনিষ্ট চিন্তা মনেও না আনা। ভগবানের ভক্তির অহঙ্কারে কাকেও বরপ্রদান করা, যেমন ‘ভগবান তোমায় নীরোগ করুন’, ‘ভগবান তোমার দুঃখ দূর করুন’, ‘ভগবান তোমায় দীর্ঘ জীবন প্রদান করুন’ ইত্যাদি বলা উচিত নয়।

পত্রাদিতেও সকাম শব্দ না লেখা উচিত। যেমন ‘সর্বত্রই ঈশ্বর রক্ষা করবেন’, ‘ঠাকুরের কৃপায় কারবার ভালো চলবে’, ‘ঈশ্বর আরোগ্য করবেন’ প্রভৃতি সাংসারিক বস্তু লাভের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনারূপে প্রায়শই সকাম শব্দের প্রয়োগ করা হয়। তা না লিখে, ‘পরমাত্মা সর্বত্রই আনন্দময়রূপে পরিব্যাপ্ত’, ‘ঈশ্বরের ভজনাই একমাত্র সারবস্তু’, প্রভৃতি নিষ্কাম মাদ্গলিক শব্দ প্রয়োগ করা এবং



কথাবার্তাতেও সকাম শব্দের ব্যবহার না করা।

গ) দেবতাদের পূজায় আলস্য এবং কামনা পরিত্যাগ

শাস্ত্রমর্যাদা অথবা লোকমর্যাদা অনুসারে পূজনীয় দেবতাদের নিয়মমতো ঠিক সময়ে পূজা করতে ভগবান নির্দেশ দিয়েছেন এবং ভগবানের আদেশ পালন করা পরম কর্তব্য, এরূপ মনে করে উৎসাহপূর্বক বিধি অনুসারে তাঁদের পূজা করা উচিত ও তাঁদের কাছে কোনও প্রকার কামনা করা উচিত নয়।

নববর্ষ বা অন্য কোনও পূজা উপলক্ষে নতুন ক্যাশ-বই, লেজার ইত্যাদির প্রারম্ভে ‘মা লক্ষ্মী সহায়’, ‘মা কালীর ভরসায় কারবার করছি’, ‘অর্থ সম্পদের বৃদ্ধি হোক’ প্রভৃতি বহু প্রকারের সকাম বাক্য লেখা হয়ে থাকে। এরূপ না লিখে ‘লক্ষ্মীনারায়ণ সর্বত্রই বিদ্যমান’, ‘খুবই আনন্দ এবং উৎসাহের সঙ্গে হালখাতা করা হল’, প্রভৃতি মাস্তুলিক শব্দ প্রয়োগ করা এবং প্রতিদিন কাজের শুরুতেও এরূপই লেখা উচিত।

ঘ) মাতা-পিতা ও গুরুজনদের সেবায় আলস্য ও কামনা পরিত্যাগ

মা-বাবা-আচার্য এবং আরও যাঁরা বর্ণ, আশ্রম, অবস্থা এবং গুণাবলিতে কোনওভাবে নিজের থেকে বড় এবং পূজনীয়, তাঁদের সকলকে সর্বপ্রকারে নিত্য সেবা এবং প্রণাম করা মানুষের পরম কর্তব্য। এই ভাব অন্তরে রেখে আলস্য সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে নিষ্কামভাবে উৎসাহপূর্বক ভগবৎ নির্দেশানুসারে তাঁদের সেবায় তৎপর থাকা।

ঙ) যজ্ঞ-দান এবং তপস্যাди শুভকর্মে আলস্য ও কামনা পরিত্যাগ

পঞ্চমহাযজ্ঞাদি\*, নিত্য উপাসনা এবং অন্যান্য নৈমিত্তিক কর্মরূপ যজ্ঞাদি করা এবং অন্ন, বস্ত্র, বিদ্যা, ঔষধ এবং ধন ইত্যাদি পদার্থ দানের দ্বারা সমস্ত জীবকে যথাসাধ্য সুখী করবার জন্য মন, বাক্য, এবং শরীর দ্বারা নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী চেষ্টা করা এবং নিজ-ধর্ম পালনের জন্য সর্বপ্রকার কষ্ট সহ্য করা—ইত্যাদি

---

\* পঞ্চ মহাযজ্ঞ হল—দেবযজ্ঞ (অগ্নিহোত্রাদি), ঋষিযজ্ঞ (বেদপাঠ, সঙ্ঘ্যা, গায়ত্রীজপ ইত্যাদি), পিতৃযজ্ঞ (তর্পণ-শ্রাদ্ধাদি), মনুষ্যযজ্ঞ (অতিথিসেবা) এবং ভূতযজ্ঞ (বলিবৈশ্বদেব)।

শাস্ত্রবিহিত কর্মে ইহলোকের এবং পরলোকের সমস্ত ভোগের কামনা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে এবং নিজের পরম কর্তব্য মনে করে শ্রদ্ধা সহকারে উৎসাহপূর্বক ভগবৎ নির্দেশানুযায়ী কেবল ভগবদর্থেই আচরণ করা।

চ) সংসারযাত্রা নির্বাহের জন্য ন্যায়সঙ্গত কর্মদ্বারা জীবিকার্জনে আলস্য ও কামনা পরিত্যাগ

জীবিকা-কর্ম যেমন বৈশ্যের ক্ষেত্রে কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য কর্মের কথা বলা হয়েছে, তেমনই নিজ নিজ বর্ণ-আশ্রম অনুসারে শাস্ত্রে যা বিধান দেওয়া হয়েছে, সেই সবগুলির পালন দ্বারা সংসারের হিতার্থে পরিবার-নির্বাহ করবার ভগবানের নির্দেশ আছে। তাই নিজের কর্তব্য মনে করে লাভ-ক্ষতি তুল্যভাবে মেনে সর্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগ করে উৎসাহপূর্বক উপরিউক্ত কর্মপালন করা কর্তব্য\*।

\* উপরিউক্তভাবে কৃত কর্ম লোভরহিত হওয়ায় তাতে কোনওপ্রকার দোষ আসতে পারে না, কারণ জীবিকা কর্মে লোভই বিশেষভাবে পাপাচরণের হেতু। তাই মানুষের উচিত



### ছ) শারীরিক কর্মে আলস্য ও কামনা পরিত্যাগ

শরীর-নির্বাহের জন্য শাস্ত্রোক্ত রীতিতে খাদ্যগ্রহণ, বস্ত্র এবং ঔষধ ইত্যাদির সেবনরূপ যেসব শরীর সম্পর্কিত কর্ম, তাতে সর্বতোভাবে ভোগবিলাসের কামনা পরিত্যাগ করে এবং সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, জীবন-মরণ ইত্যাদি সমান ভেবে শুধু ভগবৎপ্রাপ্তির জন্যই যোগ্যতা অনুসারে সেইগুলির আচরণ করা।

পূর্বোক্ত চার শ্রেণীর ত্যাগসহ এই পঞ্চম শ্রেণীর ত্যাগের ফলে সমস্ত দোষ এবং সর্বপ্রকার কামনা নাশ হয়ে শুধু একমাত্র ভগবৎপ্রাপ্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা হওয়া জ্ঞানের প্রথম ভূমিকাতে পরিপক্ব অবস্থা প্রাপ্ত ব্যক্তির লক্ষণ বলে বুঝতে হবে।

### ৬) জগতের সকল পদার্থে ও কর্মে মমতা এবং আসক্তি সর্বতোভাবে পরিত্যাগ

যে গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের চুয়াল্লিশতম টিপ্পনীটিতে যেমন বৈশ্যের প্রতি বাণিজ্যের দোষ ত্যাগ করার জন্য বিস্তারিতভাবে লেখা হয়েছে, সেইরূপ নিজ নিজ বর্ণ-আশ্রম অনুযায়ী সমস্ত কর্মে সর্বপ্রকারের দোষ ত্যাগ করে শুধুমাত্র ভগবানের নির্দেশ মনে করে ভগবানের জন্য নিষ্কামভাবেই সমস্ত কর্মের আচরণ করা।

অর্থ, গৃহ এবং বস্ত্রাদি সকল বস্তু এবং স্ত্রী, পুত্র, মিত্র ইত্যাদি সমস্ত আত্মীয়স্বজন এবং মান, মর্যাদা, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ইহলোকে এবং পরলোকে যতপ্রকার বিষয়-ভোগের পদার্থ আছে, সেই সব ক্ষণস্থায়ী এবং বিনাশশীল হওয়ায়, সেগুলিকে অনিত্য মনে করে তাতে মমতা ও আসক্তি না থাকা এবং সচ্চিদানন্দধন পরমাত্মাতে অনন্যভাবে বিশুদ্ধ প্রেম হওয়ায় কায়-মনোবাক্যে কৃত সমস্ত ক্রিয়াতে এবং শরীরেও মমতা ও আসক্তিরহিত হয়ে যাওয়া, এ হল ষষ্ঠ শ্রেণীর ত্যাগ\*।

উপরোক্ত ষষ্ঠ শ্রেণীর ত্যাগে স্থিত ব্যক্তির জগতের

\*সকল পদার্থ এবং কর্মে তৃষ্ণা এবং ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগের কথা তৃতীয় এবং পঞ্চম শ্রেণীর ত্যাগে বলা হয়েছে, কিন্তু উপরোক্ত বিষয়গুলির ত্যাগ হলেও তাতে মমতা এবং আসক্তি থেকে যায় ; যেমন ভজন, ধ্যান এবং সংসঙ্গের অভ্যাসের দ্বারা ভরতমুনির সমস্ত পদার্থ এবং কর্মে তৃষ্ণা এবং ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ হওয়া সত্ত্বেও হরিণে এবং হরিণ পালনরূপ কর্মে মমতা এবং আসক্তি বজায় ছিল। তাই জগতের সমস্ত পদার্থ এবং কর্মে মমতা ও আসক্তি ত্যাগকে ‘ষষ্ঠ শ্রেণীর ত্যাগ’ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।



সমস্ত পদার্থে বৈরাগ্য হওয়ায় একমাত্র পরম প্রেমময় ভগবানেই অনন্ত প্রেম হয়ে থাকে। তাই তাঁর ভগবানের গুণ, প্রভাব, রহস্যপূর্ণ বিশুদ্ধ প্রেমের বিষয়ে কথাবার্তা বলা-শোনা এবং মনন করা এবং একান্ত স্থানে থেকে নিরন্তর ভগবৎ ভজন ধ্যান ও শাস্ত্রের মর্ম বিচার করাই প্রিয় মনে হয়। বিষয়াসক্ত মানুষের মধ্যে হাস্য-পরিহাস, প্রমাদ, নিন্দা, বিষয়ভোগ ও বৃথাবাক্যে নিজ অমূল্য সময় একমুহূর্ত নষ্ট করাও ভালো লাগে না এবং তাঁদের কৃত সমস্ত কর্তব্য-কর্ম ভগবানের স্বরূপ ও নামের স্মরণ-সহ বিনা আসক্তিতে ভগবদর্থে হয়ে থাকে।

এইরূপে সকল পদার্থে এবং কর্মে মমতা এবং আসক্তি বর্জিত হয়ে কেবলমাত্র সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাতেই বিশুদ্ধ প্রেম জন্মানো জ্ঞানের দ্বিতীয় ভূমিকায় পরিপক্ব অবস্থা প্রাপ্ত পুরুষের লক্ষণ বলে বুঝতে হবে।

৭) সংসার, শরীর এবং সকল কর্মে সূক্ষ্ম বাসনা এবং অহং-ভাব সর্বতোভাবে পরিত্যাগ

জগতের সমস্ত পদার্থ মায়া'র কার্য হওয়ায়



সর্বতোভাবেই অনিত্য এবং একমাত্র সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাই সর্বত্র সমভাবে ব্যাপ্তিস্বরূপ হয়ে বিরাজিত, এরূপ দৃঢ় নিশ্চিত হয়ে শরীরসহ জগতের সকল পদার্থে এবং সমস্ত কর্মে সর্বতোভাবে সূক্ষ্ম বাসনাহীন হওয়া অর্থাৎ চিন্তে ঐগুলির চিত্রেরও সংস্কাররূপে না থাকা এবং শরীরে সর্বতোভাবে অহংভাব বর্জিত হয়ে কায়-মন-বাক্যে সমস্ত কর্মে কর্তৃত্ব-অহঙ্কারের লেশমাত্রও না থাকা, এ হল সপ্তম শ্রেণীর ত্যাগ\*।

এই সপ্তম শ্রেণীর ত্যাগস্বরূপ পর-বৈরাগ্য♦ প্রাপ্ত

❖ সাংসারিক সকল পদার্থ এবং কর্মে তৃষ্ণা ও ফলাকাঙ্ক্ষা, মমতা-আসক্তির সর্বতোভাবে অ-ভাব হলেও তাতে সূক্ষ্ম বাসনা এবং কর্তৃত্বাভিমান অবশিষ্ট থাকতে পারে, তাই সূক্ষ্ম বাসনা এবং অহং-ভাব ত্যাগ করাকেই ‘সপ্তম শ্রেণীর ত্যাগ’ বলা হয়েছে।

♦ পূর্বোক্ত ষষ্ঠ শ্রেণীর ত্যাগী ব্যক্তির বিষয়ে বিশেষভাবে সংসর্গ হলে কদাচিৎ আসক্তি আসতে পারে, কিন্তু সপ্তম শ্রেণীর ত্যাগী পুরুষের বিষয়-সংসর্গ হলেও তাতে আসক্তি হয় না ; কারণ তার একমাত্র পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কোনও বস্তুতে মন যায় না, তাই এই ত্যাগকে ‘পরবৈরাগ্য’ বলা হয়।

পুরুষের চিত্তের বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণরূপে সংসার হতে নিবৃত্ত হয়ে যায়। যদি কখনও সাংসারিক কোন স্ফুরণ হয়ও, তা হলেও তার সংস্কার স্থায়ী হয় না ; কারণ তার সচ্চিদানন্দঘন বাসুদেব পরমাত্মাতেই অনন্যভাবে গাঢ় স্থিতি নিত্য বজায় থাকে।

তাই তার চিত্তে সমস্ত অবগুণ লুপ্ত হয়ে অহিংসা(১), সত্য(২), অস্তেয়(৩), ব্রহ্মচর্য(৪), অপৈশুণ্যতা(৫), লজ্জা, অমানিত্ব(৬), নিষ্কপটতা, শৌচ(৭), সন্তোষ(৮), তিতিক্ষা(৯), সংসঙ্গ, সেবা, যজ্ঞ, তপ(১০), স্বাধ্যায়(১১), শম(১২), দম(১৩), বিনয়, আর্জব(১৪), দয়া(১৫), শ্রদ্ধা(১৬), বিবেক(১৭), বৈরাগ্য(১৮), নির্জন-

(১) কায়মনোবাক্যে কাকেও কোনওপ্রকার কষ্ট না দেওয়া, (২) অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যেমন স্থির করা হয়েছে, ঠিক তেমনই প্রিয়বাক্যে ব্যক্ত করা (৩) কোনওভাবেই চুরি না করা, (৪) আট প্রকার মৈথুন বর্জন, (৫) কারও নিন্দা না করা, (৬) মান-মর্যাদা, নিজের পূজাদির কামনা না করা, (৭) বাহ্যান্তর শুচি (সত্যতাপূর্বক শুদ্ধ ব্যবহার দ্বারা গৃহীত দ্রব্য এবং সেই অগ্নে আহার এবং যথাযোগ্য ব্যবহার দ্বারা আচরণ এবং জল-মাটির সাহায্যে শারীরিক শুদ্ধিকে বাহ্যশুদ্ধি বলে এবং রাগ-দ্বेष-



বাস, অপরিগ্রহ(১৯), সমাধান(২০), উপরতি, তেজ(২১), ক্ষমা(২২), ধৈর্য(২৩), অদ্রোহ(২৪), অভয়(২৫), নিরহঙ্কারিতা, শান্তি(২৬), এবং ঈশ্বরে অনন্যভক্তি ইত্যাদি সদগুণের আবির্ভাব স্বাভাবিকভাবেই জাগ্রত হয়। এইভাবে শরীরসহ সমস্ত পদার্থ এবং কর্মে বাসনা ও অহংভাবের অত্যন্ত অভাব হয়ে এক সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার স্বরূপে একাত্মভাবে

কপটাদি বিকার দূর হয়ে চিত্ত শুদ্ধ এবং স্বচ্ছ হওয়াকে বলা হয় অভ্যন্তরীণ শুচিতা), (৮) তৃষ্ণার সর্বথা অভাব, (৯) শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি দ্বন্দ্ব সহ্য করা, (১০) স্বধর্ম পালনের জন্য কষ্ট সহ্য করা, (১১) বেদ এবং সং-শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং ভগবৎ নাম ও গুণকীর্তন, (১২) মনকে বশীভূত করা, (১৩) ইন্দ্রিয়াদিকে বশীভূত করা, (১৪) শরীর ও ইন্দ্রিয়সমূহের সঙ্গে অন্তঃকরণের সরলতা (১৫) দুঃখীদের প্রতি করুণা, (১৬) বেদ, শাস্ত্র, মহাত্মা, গুরু এবং পরমেশ্বরের বাক্যে প্রত্যক্ষের ন্যায় বিশ্বাস, (১৭) সং ও অসং বস্তুর প্রকৃত জ্ঞান, (১৮) ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত পদার্থে সর্বতোভাবে অনাসক্তি (১৯) মমত্ববুদ্ধিতে সংগ্রহ না করা, (২০) চিত্তে সংশয় ও বিক্ষিপ্তের অভাব, (২১) শ্রেষ্ঠ পুরুষদের সেই শক্তিকে তেজঃ বলা হয়, যার প্রভাবে বিষয়াসক্ত এবং নীচ প্রকৃতির মানুষও প্রায়শ পাপাচরণরহিত হয়ে



নিত্য-নিরন্তর দৃঢ়স্থিতি থাকা জ্ঞানের তৃতীয় ভূমিকাতে পরিপক্ক অবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তির লক্ষণ।

উপরিউক্ত গুণগুলির অনেকগুলি প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায় লাভ হয় আর সমস্ত গুণের আবির্ভাব প্রায়শঃ তৃতীয় ভূমিকাতেই হয়ে যায় ; কারণ এইগুলি সবই ভগবৎপ্রাপ্তির অত্যন্ত সমীপে পৌঁছানো ব্যক্তির লক্ষণ এবং প্রত্যক্ষরূপে ভগবৎ স্বরূপের জ্ঞানের হেতু ; তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রায় এইসব গুণ শ্রীশ্রীগীতার ১৩ তম অধ্যায়ে সপ্তম হতে একাদশ শ্লোক পর্যন্ত জ্ঞানের নামে এবং ষোড়শ অধ্যায়ে প্রথম হতে তৃতীয় শ্লোক পর্যন্ত দৈবীসম্পদের নামে বলেছেন।

এইসব গুণকে শাস্ত্রকারগণ সাধারণ ধর্ম বলে জানিয়েছেন। তাই মানুষমাত্রেরই এতে অধিকার রয়েছে, অতএব সকলেরই ভগবানের শরণাগত হয়ে

তাদের কথানুসারে শ্রেষ্ঠ কর্মে প্রবৃত্ত হয়, (২২) নিজের প্রতি অপরাধ করলেও তাকে শাস্তি দেবার ভাব না রাখা, (২৩) বিষম বিপদেও আপন স্থিতি হতে সরে না আসা, (২৪) দ্বেষী ব্যক্তিদের প্রতিও দ্বেষভাব না রাখা, (২৫) সর্বভাবে ভয়ের অভাব, (২৬) ইচ্ছা ও বাসনার সর্বথা অভাব এবং চিন্তে নিরন্তর প্রসন্নতা থাকা।

উপরিউক্ত সদৃশগুণগুলিকে নিজ অন্তঃকরণে ধারণের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা উচিত।

### উপসংহার

এই প্রবন্ধে সাতশ্রেণীর ত্যাগের দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে। তার মধ্যে প্রথম পাঁচ শ্রেণীর ত্যাগ জ্ঞানের প্রথম ভূমিকার লক্ষণ এবং ষষ্ঠ শ্রেণীর ত্যাগ দ্বিতীয় ভূমিকার লক্ষণ এবং সপ্তম শ্রেণীর ত্যাগ তৃতীয় ভূমিকার লক্ষণরূপে বলা হয়েছে। উক্ত তৃতীয় ভূমিকাতে পরিপক্ব অবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তি অচিরেই সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন। তাঁর আর এই ক্ষণভঙ্গুর, বিনাশশীল, অনিত্য জগতের সঙ্গে কিছুমাত্র সম্পর্ক থাকে না, অর্থাৎ যেমন স্বপ্নোথিত ব্যক্তির স্বপ্নের জগতের সঙ্গে কোনওরূপ সম্পর্ক থাকে না, তেমনই অজ্ঞাননিদ্রোথিত ব্যক্তিরও মায়ার কার্যরূপ অনিত্য সংসারের সঙ্গে কোনওরূপ সম্পর্ক থাকে না। যদিও লোকদৃষ্টিতে সেই জ্ঞানী ব্যক্তির শরীর দ্বারা প্রারব্ধবশতঃ সমস্ত কর্মই সম্পাদিত হতে দেখা যায় এবং ঐ কর্মাদির দ্বারা জগতের খুবই উপকার হয় ;



কারণ কামনা, আসক্তি এবং কর্তৃত্বাভিমান রহিত হওয়ায় ঐ মহাত্মার কায়-মন-বাক্য দ্বারা যা আচরিত হয় তা প্রমাণস্বরূপ বলে গণ্য হয় এবং ঐরূপ মহাত্মার ভাব হতেই শাস্ত্র তৈরি হয়। তা সত্ত্বেও সেই সচ্চিদানন্দঘন বাসুদেবকে প্রাপ্ত পুরুষ এই ত্রিগুণময়ী মায়ার সর্বতোভাবে অতীত হন। তাই তিনি গুণাদির কার্যরূপ প্রকাশ, প্রবৃত্তি এবং নিদ্রাদি প্রাপ্ত হলেও দ্বেষও করেন না এবং নিবৃত্তি হলে তার আকাঙ্ক্ষাও করেন না ; কারণ সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, মান-অপমান এবং নিন্দা-স্তুতি ইত্যাদিতে এবং মাটি, পাথর ও সোনা ইত্যাদি সর্ববিষয়ে তাঁর সমভাব হয়, সেইজন্য সেই মহাত্মার কোনো প্রিয় বিষয়ের প্রাপ্তিতে এবং অপ্রিয় বস্তুর নিবৃত্তিতে হর্ষ হয় না আবার কোনও অপ্রিয় বিষয়ের সমাগমে বা প্রিয় বিষয়ের হানিতে তাঁর শোকও হয় না। যদি সেই ধৈর্যশীল ব্যক্তির দেহ অস্ত্র দ্বারা ছেদন করা হয় বা অন্য কোনও ভয়ানক দুঃখ তাঁকে আঘাত করে, সচ্চিদানন্দঘন বাসুদেবে অনন্যভাবে স্থিত হওয়ায় তিনি সেই স্থিতিতে অবিচলিত থাকেন। কারণ সমস্ত সংসারই তাঁর কাছে মরীচিকার ন্যায় প্রতীত হয় এবং



একমাত্র সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা ব্যতিরেকে অন্য কিছুই তাঁর নিকট অস্তিত্বাচক বলে মনে হয় না। বলাই বাহুল্য যে, বস্তুতঃ সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মাকে প্রাপ্ত পুরুষের ভাব তিনি স্বয়ংই জানেন। মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তা প্রকাশ করবার কারও সামর্থ্য নেই। তাই যত শীঘ্র সম্ভব অজ্ঞান-নিদ্রা হতে জেগে উঠে পূর্বোক্ত সাত শ্রেণীতে কথিত ত্যাগের সাহায্যে পরমাত্মাকে লাভ করার জন্য মহাপুরুষের শরণ গ্রহণ করে তাঁদের কথা অনুসারে সাধন-ভজনে তৎপর হওয়া উচিত। কারণ অতি দুর্লভ এই মনুষ্যদেহ বহু-জন্মের অবসানে পরম দয়াময় শ্রীভগবানের কৃপায় লাভ হয়েছে। অতএব বিনাশশীল ক্ষণভঙ্গুর এই জগতের অনিত্য ভোগবাসনার ফাঁদে পড়ে নিজ জীবনের অমূল্য সময় বৃথা অতিবাহিত করা উচিত নয়।

হরি ওঁ তৎসৎ      হরি ওঁ তৎসৎ

হরি ওঁ তৎসৎ

শান্তিঃ      শান্তিঃ      শান্তিঃ



## গীতা তত্ত্ব বিবেচনী

(লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা)

আঠারটি অধ্যায়ে বিভক্ত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মোট শ্লোক সংখ্যা সাতশ। এই শ্লোকগুলির অন্তর্গত শব্দ সংখ্যা প্রচুর। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে কখনও কখনও একাধিক শব্দকে সন্ধি করে একটি শব্দে পরিণত করা হয়ে থাকে। গীতাতেও তেমন শব্দ আছে। সন্ধি বিচ্ছেদ করলে শব্দ সংখ্যা প্রায় অগণিত হয়ে যাবে। ‘শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা তত্ত্ব বিবেচনী’ গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য হল এটি সাধারণ অর্থে গীতার টীকা নয়। আবার শব্দার্থও নয়। বলা বাহুল্য এমন গ্রন্থ তো আছে। এই গ্রন্থটিতে শ্লোকগুলির অন্তর্গত গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হয়েছে। অধ্যাত্ম আলোকে প্রোজ্জ্বল ভাবসমৃদ্ধ এবং ভগবানের মুখ নিঃসৃত বাণীর সঙ্কলন হল গীতা গ্রন্থ। এটি দেশ এবং কালাতীত। এটি সকল দেশের এবং সকল কালের। এমন গ্রন্থের শ্লোকান্তর্গত শব্দগুলির শাব্দিক এবং প্রায়োগিক অর্থ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ‘তত্ত্ব বিবেচনী’ গ্রন্থে প্রশ্নোত্তরাকারে সেই সব শব্দের মর্মকথা অতি প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপিত



করেছেন ভগবৎ পথের পথিক জয়দয়াল গোয়েন্দকা।

গীতার অতল সমুদ্রে যাঁরা অবগাহন করেন তাঁদের মনে স্বাভাবিকভাবেই নানা প্রশ্ন উদিত হয়, সেইসব প্রশ্ন বিচিত্রমুখী। অর্থাৎ সেইসব প্রশ্নের কোনোটি নিছক কৌতূহলউদ্দীপক আবার কোনোটি গভীর অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসার দ্যোতক। এই গ্রন্থের টীকাকার জয়দয়াল গোয়েন্দকা সব প্রশ্নেরই যথাযথ উত্তর দিয়ে পাঠকের শংকা সমাধান করেছেন এবং জীবনের অন্ধকারময় পথে আলোর সংকেত দেখিয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, গীতার প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে প্রশ্ন করেছেন, ‘ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ’ অর্থাৎ ধর্মভূমি কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধাভিলাষী ব্যক্তির সমবেত হয়েছে। এই প্রথম শ্লোকের কথা নিয়েই পাঠকের মনের প্রশ্ন—কুরুক্ষেত্র কোথায় এবং তাকে ধর্মক্ষেত্র কেন বলা হয়েছে ? এই প্রশ্নটির মধ্যে ভূগোল, ইতিহাস এবং অধ্যাত্ম-তত্ত্বের ঝলক বিদ্যমান। বলা বাহুল্য উত্তরেও সেই কথাই বলা হয়েছে। আবার অন্তিম শ্লোকে সঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণকে যোগেশ্বর এবং অর্জুনকে ধনুর্ধর বলে অভিহিত করে



কী ভাব প্রকাশ করেছেন সেই প্রশ্নও করা হয়েছে। এবং এর উত্তরে টীকাকার সমগ্র গীতা গ্রন্থের মর্মবাণী উপস্থাপিত করেছেন। সেইজন্য গীতাপীপাসু ব্যক্তিদের কাছে ‘তত্ত্ব বিবেচনী’ এক অমূল্য সম্পদরূপেই বিবেচিত হবে।

## গীতা সাধক সঞ্জীবনী

(লেখক—স্বামী রামসুখদাস)

সহস্রাধিক পৃষ্ঠার ‘শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সাধক-সঞ্জীবনী’ গ্রন্থটি যেমন আকারে বৃহৎ তেমনই অতীব তথ্য সমৃদ্ধ। ভগবানের মুখ নিঃসৃত বাণী সম্বলিত মূল গীতা গ্রন্থটি আকারে অবশ্যই সুবৃহৎ নয়, কিন্তু এই গ্রন্থটি চিরকালীন ভাববাহী তথ্যের আকর। এর গভীরতা অপরিমেয়। সাগর সদৃশ এই গ্রন্থের গভীরে অবগাহন করলে নতুন নতুন রত্নরাশির সন্ধান পাওয়া যায়। তাই এর টীকা অনেক এবং এখনও এর নতুন নতুন টীকা বা ব্যাখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে। স্বামী রামসুখদাসকৃত ‘সাধক সঞ্জীবনী’ এই রকমই এক সুবৃহৎ টীকা গ্রন্থ। এর পাঠে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সারমর্ম যেমন অনুধাবন করা যাবে তেমনই এর প্রত্যেকটি শ্লোক এবং এর কেবল

প্রত্যেকটি শ্লোকই নয়, শ্লোকের অন্তর্গত প্রত্যেকটি শব্দের নিহিতার্থও স্পষ্ট হয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে এর পঠন বিভিন্ন মার্গের সাধকদের কাছে যেমন ফলদায়ক তেমনই অধ্যাত্ম-প্রেরণায় যাঁরা উৎসাহী তাঁদের কাছেও দিশাসঞ্চারী। প্রকৃতপক্ষে সেই দৃষ্টিতে গ্রন্থটির নামকরণে সঞ্জীবনী কথাটি খুবই অর্থবহ এবং সার্থক।

## গীতা দর্পণ

(লেখক—স্বামী রামসুখদাস)

এই গ্রন্থটি গীতা সম্বন্ধিত অনেক নতুন বিষয়ের তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধের সংকলন। গ্রন্থটিতে মোট ১০৮টি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। গ্রন্থটি দুটি ভাগে বিভক্ত—পূর্বার্ধ এবং উত্তরার্ধ। এছাড়াও পরিশিষ্টে গীতার সূক্তি-সংগ্রহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং অনেকার্থ শব্দকোষও সংযোজিত হয়েছে। গ্রন্থটি এক দিকে যেমন তথ্যসমৃদ্ধ তেমনই ভাষা ও বর্ণনা শৈলীর দৃষ্টিতেও এটি উপভোগ্য। সেইজন্য গ্রন্থটি পাঠে সাধারণ পাঠকেরা যেমন উপকৃত হবেন তেমনই গভীর অধ্যয়নশীল সাধকেরাও এতে তাঁদের জ্ঞানান্বেষণের রসদ সংগ্রহ করতে পারবেন। বস্তুত ‘গীতা দর্পণ’ পাঠে



গীতা সম্পর্কিত বিভিন্ন সংশয়ের অবসান অবশ্যস্তাবী।

## গীতা মাধুর্য

(লেখক—স্বামী রামসুখদাস)

আঠারটি অধ্যায়ে বিভক্ত গীতা অধ্যাত্ম রসের এক ভাণ্ডার। শ্রীকৃষ্ণের মুখ নিঃসৃত বাণী এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়ে আছে। বহু বৎসর পূর্বে সংকলিত এই বাণীগুলির আবেদন কালাতীত। আর সেইজন্য গীতার বাণীগুলির প্রতি মানুষের কৌতুহল অপরিসীম। ‘গীতা মাধুর্য’ বইটিতে গীতার পটভূমি বর্ণনা করার পর প্রত্যেক শ্লোকের অনুবাদ করা হয়েছে এবং প্রশ্নোত্তরাকারে তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বস্তুত প্রশ্নগুলি অতি সমীচীন এবং সেগুলির যে উত্তর দেওয়া হয়েছে সেগুলিও হৃদয়গ্রাহী। বইটি বৃহৎ নয়, কিন্তু এর বিষয়বস্তু বিশাল। এখানে বিষয়গুলিকে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তাকে বর্ণার শ্রোতের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এর গতি প্রবাহ স্বাভাবিক ছন্দময় এবং পাঠক যখন এতে অবগাহন করবেন তখন তিনি তাঁর অজান্তেই এর শ্রোতে বাহিত হয়ে যাবেন। সেইজন্য বইটির ‘গীতা মাধুর্য’ নাম সার্থক।



॥ শ্রীহরি ॥

গোরক্ষপুরের গীতাপ্রেস দ্বারা এযাবৎ  
প্রকাশিত বাংলা বই-এর সূচীপত্র

কোড নং

- (১) 1118 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (তত্ত্ব-বিবেচনী) পৃষ্ঠা ৮০৮  
(২) 763 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (সাধক-সঞ্জীবনী) পৃ ১৩৪৪  
(৩) 556 গীতা-দর্পণ পৃষ্ঠা ৩৮৪  
(৪) 13 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (পদচ্ছেদ, অর্থ, বঙ্গানুবাদ) পৃষ্ঠা ৪৯৬  
(৫) 496 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (মূল শ্লোক ও বঙ্গানুবাদ) পৃষ্ঠা ৩২০  
(৬) 1393 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (মূল শ্লোক ও বঙ্গানুবাদ, বোর্ড বাইন্ডিং) পৃষ্ঠা ৩২০  
(৭) 1455 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (লঘু আকারে) পৃষ্ঠা ৯৬  
(৮) 1444 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (ক্ষুদ্রাকারে, বোর্ড বাইন্ডিং) পৃষ্ঠা ২৫৬  
(৯) 395 গীতা-মাধুর্য পৃষ্ঠা ১১২  
(১০) 954 শ্রীরামচরিতমানস (গোস্বামী তুলসীদাস বিরচিত, অখণ্ড সংস্করণ) পৃষ্ঠা ১০৪৮

কোড নং		
(১১) 1577	শ্রীমদ্ভাগবত	পৃষ্ঠা ৯৮৪
(১২) 1574	সংক্ষিপ্ত মহাভারত	পৃষ্ঠা ৮৮৮
(১৩) 1603	উপনিষদ্	পৃষ্ঠা ৪৮০
(১৪) 1604	পাতঞ্জল যোগদর্শন	পৃষ্ঠা ১২৮
(১৫) 275	কল্যাণ প্রাপ্তির উপায়	পৃষ্ঠা ২৮৮
(১৬) 1478	মানব কল্যাণের শাস্ত্রত পথ	পৃষ্ঠা ২০৮
(১৭) 1456	ভগবৎ প্রাপ্তির পথ ও পাথেয়	পৃষ্ঠা ১৬০
(১৮) 1119	ঈশ্বর এবং ধর্ম কেন ?	পৃষ্ঠা ১৯২
(১৯) 1306	কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি	পৃষ্ঠা ৮০
(২০) 1102	অমৃত-বিন্দু	পৃষ্ঠা ১২৮
(২১) 1305	প্রশ্নোত্তর মণিমালা	পৃষ্ঠা ১৬০
(২২) 1122	মুক্তি কি গুরু ছাড়া হবে না ?	পৃষ্ঠা ৬৪
(২৩) 1115	তত্ত্বজ্ঞান কী করে হবে ?	পৃষ্ঠা ৯৬
(২৪) 816	কল্যাণকারী প্রবচন	পৃষ্ঠা ৯৬
(২৫) 1358	কর্ম রহস্য	পৃষ্ঠা ৬৪
(২৬) 1580	অধ্যাত্ম সাধনায় কর্মহীনতা নয়	পৃষ্ঠা ৯৬
(২৭) 1469	সর্ব সাধনার সার কথা	পৃষ্ঠা ৮০
(২৮) 1415	অমৃত বাণী	পৃষ্ঠা ১৪৪
(২৯) 903	সহজ সাধনা	পৃষ্ঠা ৪৮

কোড নং

(৩০) 955	তাত্ত্বিক প্রবচন	পৃষ্ঠা ৮০
(৩১) 1359	পরমাত্মার স্বরূপ এবং প্রাপ্তি	পৃষ্ঠা ৬৪
(৩২) 1541	সাধনার দুটি প্রধান সূত্র	পৃষ্ঠা ৩২
(৩৩) 1581	গীতার সারাৎসার	পৃষ্ঠা ৯৬
(৩৪) 1579	সাধনার মনোভূমি	পৃষ্ঠা ৯৬
(৩৫) 1460	বিবেক চূড়ামণি	পৃষ্ঠা ১৪৪
(৩৬) 1454	স্তোত্ররত্নাবলি	পৃষ্ঠা ২৫৬
(৩৭) 1303	সাধকদের প্রতি	পৃষ্ঠা ৮০
(৩৮) 312	আদর্শ নারী সুশীলা	পৃষ্ঠা ৪৮
(৩৯) 428	আদর্শ গার্হস্থ্য জীবন	পৃষ্ঠা ৮০
(৪০) 1322	শ্রীশ্রীচণ্ডী	পৃষ্ঠা ১৪৪
(৪১) 276	পরমার্থ পত্রাবলী	পৃষ্ঠা ১০৪
(৪২) 1356	সুন্দরকাণ্ড	পৃষ্ঠা ৬৪
(৪৩) 625	দেশের বর্তমান অবস্থা এবং তার পরিণাম	পৃষ্ঠা ৬৪
(৪৪) 762	গর্ভপাত করানো কি উচিত আপনিই ভেবে দেখুন	পৃষ্ঠা ৩২
(৪৫) 1452	আদর্শ গল্প সংকলন	পৃষ্ঠা ৯৬



কোড নং

(৪৬) 1453	শিক্ষামূলক কাহিনী	পৃষ্ঠা ৬৪
(৪৭) 1356	পরলোক ও পুনর্জন্মের সত্য ঘটনা	পৃষ্ঠা ১৪৪
(৪৮) 1513	মূল্যবান কাহিনী	পৃষ্ঠা ৯৬
(৪৯) 1495	ছবিতে চৈতন্য লীলা	পৃষ্ঠা ৩২
(৫০)	শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	বস্ত্রছ
(৫১) 956	সাধন এবং সাধ্য	পৃষ্ঠা ৬৪
(৫২) 1075	ওঁ নমঃ শিবায়	পৃষ্ঠা ৩৬
(৫৩) 1043	নবদুর্গা	পৃষ্ঠা ১৬
(৫৪) 1096	কানাই	পৃষ্ঠা ১৬
(৫৫) 1097	গোপাল	পৃষ্ঠা ১৬
(৫৬) 1098	মোহন	পৃষ্ঠা ১৬
(৫৭) 1123	শ্রীকৃষ্ণ	পৃষ্ঠা ১৬
(৫৮) 1292	দশাবতার	পৃষ্ঠা ১৬
(৫৯) 1439	দশমহাবিদ্যা	পৃষ্ঠা ১৬
(৬০) 1293	আত্মোন্নতি এবং সনাতন (হিন্দু) ধর্ম রক্ষার্থে কয়েকটি পালনীয় কর্তব্য	পৃষ্ঠা ৬৪

কোড নং

(৬১)	1103	মূলরামায়ণ ও রামরক্ষাস্তোত্র	পৃষ্ঠা	৬৪
(৬২)	296	সংসদের কয়েকটি সার কথা	পৃষ্ঠা	৩২
(৬৩)	450	ঈশ্বরকে মানব কেন ? নাম জপের মহিমা ও আহার শুদ্ধি	পৃষ্ঠা	৬৪
(৬৪)	449	দুর্গতি থেকে রক্ষা পাওয়া ও গুরুতত্ত্ব	পৃষ্ঠা	৯৬
(৬৫)	330	ভক্তিসূত্র (নারদ ও শাণ্ডিল্য)	পৃষ্ঠা	৬৪
(৬৬)	451	মহাপাপ থেকে রক্ষা পাওয়া	পৃষ্ঠা	৪৮
(৬৭)	443	সন্তানের কর্তব্য	পৃষ্ঠা	৩৬
(৬৮)	626	হনুমানচালীসা	পৃষ্ঠা	৩২
(৬৯)	469	মূর্তিপূজা	পৃষ্ঠা	৩২
(৭০)	848	আনন্দের তরঙ্গ	পৃষ্ঠা	৬৪
(৭১)	849	মাতৃশক্তির চরম অপমান	পৃষ্ঠা	৬৪
(৭২)	1140	ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব	পৃষ্ঠা	৬৪
(৭৩)	1319	কল্যাণের তিনটি সহজ পছা	পৃষ্ঠা	৬৪

